সকালের শিরোনাম

বসেছে ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আসর, সেরা ছবি 'আর্টিকেল ৩৭০' ● পৃঃ ৬

● পুজোর মুখে খাদ্য সুরক্ষায় কড়া পদক্ষেপ, কলকাতার ৪০ রেস্তোরাঁর লাইসেন্স স্থগিত ● পৃঃ ৩

● ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে দ্বিতীয় দফা জিজ্ঞাসাবাদ, ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে ফের ডেরেককে তলব ● পৃঃ

বুধবার

দৈনিক বাংলা পত্রিকা •৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ • বাংলা ২২ ভাদ্র ১৪৩৩ •বর্ষঃ- ০১ •সংখ্যা ঃ-৩৫৩ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা• PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

বুধবার নতুন প্রধান বিচারপতির শপথ, দুপুর পর্যন্ত হাইকোর্টে বন্ধ গাড়ি পার্কিং

আজকের খবর

বাগেশ্বর বাবা কি বলতে পারবেন, তাঁর কাছে যাঁরা আসেন তাঁরা কি মাছ বা মাংস খান না ?

বাগেশ্বরের মন্তব্য নিয়ে দিলীপের জবাব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

'বাগেশ্বর বাবা কি বলতে পারবেন, তাঁর কাছে যাঁরা আসেন তাঁরা কি মাছ বা মাংস খান না ?' দুর্গাপুজোয় বাঙালির খ াদ্যাভাস নিয়ে বাগেশ্বর ধামের প্রধান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে রাজ্যজুড়ে তৈরি তীব্র বিতর্কের প্রেক্ষিতে এভাবেই সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বাংলায় এসে পুজোয় আমিষ ভোজনকারীদের 'পাষণ্ড' বা ভণ্ড বলে আক্রমণ করার পর থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক তরজা। আর এই ইস্যুতেই এবার মুখ খুলে সরাসরি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, তিনি নিজে মাছ ছাড়া কিচ্ছু খান না এবং মানুষ নিজের ইচ্ছামতো খাবে এটাই স্বাভাবিক। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজোর সময় পাঁঠাবলি দেওয়ার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে এবং সেই মাংস প্রসাদ হিসেবেই গ্রহণ করা হয়। এখানে আমিষ খাওয়া নিয়ে অতীতে কখনও কোনো বিতর্ক ছিল না। দিলীপ ঘোষের মতে, 'এটা খাওয়া যাবে না', 'ওটা খাওয়া যাবে না'-এই সংস্কৃতি মূলত তৃণমূল শুরু

করেছিল।' সাধু-সন্তদের নিরামিষ ভোজনের পক্ষে মত দেওয়ার অধিকারকে সম্মান জানিয়েও বাগেশ্বর বাবার মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। দিলীপের প্রশ্ন, 'বাগেশ্বর বাবা কি বলতে পারবেন, তাঁর কাছে যাঁরা আসেন তাঁরা কি মাছ বা মাংস খান না ?' সাধুরা তাঁদের নিজস্ব স্বাস্থ্যগত বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিরামিষের কথা বললেও, বাংলার সংস্কৃতিতে তা চাপিয়ে দেওয়া যায় না বলেই মত তাঁর। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত বাণীর কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বিবেকানন্দ বলেছিলেন, যতদিন দেশ থাকবে, মা কালী পাঁঠার মাংস খাবেন এবং শিব ডুগডুগি বাজাবেন।' সম্প্রতি লিলুয়ার এক হনুমান কথার আসর থেকে মধ্যপ্রদেশের বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী দাবি করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গা প্যান্ডেলের পিছনে আমিষ ও অপবিত্র খাবার খাওয়া হয়, যা তিনি একেবারেই বরদাস্ত করেন না। এই মন্তব্যের পরেই বাংলার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মহলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব স্যানাল থেকে শুরু করে বিজেপিরই একাংশ নেতা এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। বাংলার মানুষকে দুর্গাপুজো নিয়ে অনধিকার চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর আক্ষেপ, বর্তমানে থিম-ভিত্তিক পুজোর বাড়বাড়ন্তে বাংলার সেই চেনা দুর্গাপুজো আর আগের মতো নেই। আধুনিকতার ছদ্মবেশে বাঙালি যেন নিজেদের মূল সংস্কৃতিটাই ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে।

দুর্গাপুজোর আগে চা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস

উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল

দুর্গাপুজোর আগে চা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া হবে। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের শ্রম দফতরের তরফে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলির জন্য এই বোনাস দেওয়া হবে। ৫ অক্টোবরের মধ্যে টাকা দেওয়ার বিষয়ে কাজ চলছে বলে জানা গিয়েছে। তবে আজ উত্তরবঙ্গের বন্যা কবলিত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টার নিয়ে বেরোলেও ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য কালিম্পং আকাশে চক্কর কাটার পরে ফিরে আসতে হয় তাঁকে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টারে করে কালিম্পং যাওয়ার কথা থাকলেও, ঘন কুয়াশা এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে তা শিলিগুড়িতে ফিরে আসে। এরপর তিনি পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী উত্তরকন্যার প্রশাসনিক ভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে উত্তরের ভারী বৃষ্টি, ধস, তিস্তার বর্তমান অবস্থা এবং মালদহের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উত্তরবঙ্গের চাষ শ্রমিকদের পাশে যে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার দাঁড়াবে তা বিজেপির সংকল্প পত্রেই ঘোষণা করা হয়েছিল। রাজ্যের ২০২৬-২৭ সালের বাজেট নথিতেও উত্তরবঙ্গের চা-বাগান শ্রমিকদের বোনাসের প্রসঙ্গ রয়েছে। সেখ ানে ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার ফলে প্রায় ২.৫৭ লক্ষ চা-বাগান শ্রমিক উপকৃত হবেন বলে জানানো হয়। শুধু বোনাস নয়। বন্ধ হয়ে থাকা চা-বাগান খোলার বিষয়েও আশ্বাস দিয়েছেন মুখ ্যমন্ত্রী। ফলে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় থাকা শ্রমিক পরিবারগুলির মধ্যেও নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। চা-শিল্প উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বহু পরিবার সরাসরি এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। তাই বাগান চালু রাখা, শ্রমিকদের বেতন-বোনাস মেটানো এবং তাঁদের সামাজিক

সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলাদা করে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। রাজ্যে পালাবদলের পর জিটিএ দুর্নীতি নিয়ে কড়া অবস্থান নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে জিটিএ-তে হওয়া দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না। ১১টি বোর্ডের টাকা নয়ছয় থেকে শুরু করে পাহাড়ে পানীয় জল ও শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হবে। পাশাপাশি, লুটের টাকাও উদ্ধার করা হবে বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক পর্যালোচনার মাঝে জিটিএ-র বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগ প্রসঙ্গে সরব হন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'জিটিএ-তে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে, তার কোনওটাকেই আমরা ছাড়ব না।' তাঁর দাবি, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে যে তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। তদন্তের পরিধি বোঝাতে কমিটির গঠন ও সাম্প্রতিক তৎপরতার কথাও জানান মুখ ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে এবং আইপিএস আধিকারিক কালিয়াপ্পন জয়রমনের কার্যকরী সদস্য হিসাবে ওই কমিটি কাজ করছে। দু'জনেই পাহাড় ও উত্তরবঙ্গের সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছেন বলেও জানান তিনি। পাহাড়ের মানুষকে আশ্বস্ত করে শুভেন্দু বলেন, শিক্ষক নিয়োগ থেকে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্প- যে ক্ষেত্রেই দুর্নীতির প্রমাণ মিলবে, কাউকে রেয়াত করা হবে না। বিশেষ করে কালিম্পংয়ের বাসিন্দাদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'নিশ্চিন্তে থাকুন, যারা দুর্নীতি করেছে তাদের একজনকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না।' সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্তরকন্যার বৈঠকে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং দুর্নীতির কথা তুলেছিলেন।

পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়নই যে বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য, তা এদিন বারবার স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই লক্ষ্যে জিটিএ-র বাজেট দ্বিগুণ করা হয়েছে। এছাড়া, কালিম্পংয়ে একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরির ঘোষণাও করেছেন তিনি, যার জন্য খুব শীঘ্রই ভূমিপুজো সম্পন্ন হবে। পাশাপাশি, গত বছর পুজোর সময় মিরিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৭৪টি পরিবারের হাতে ৩ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ তুলে দিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার।

পূজা 'অনুদান না' নেওয়ার ঘোষণা কলকাতার ৭ বড় পূজো কমিটির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজু সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া এক লক্ষ টাকা পূজা অনুদান না নেওয়ার কথা জানিয়ে দিল কলকাতার সাতটি বড় পুজো কমিটি। সোমবার মিলনমেলা প্রাঙ্গনে রাজ্যের পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে পুজো-বৈঠক সারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই বৈঠকে পুজোর গাইডলাইন কী হবে, বিসর্জন কবে হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে সরকারি নির্দেশিকা জানিয়ে দেওয়া হয়। সোমবারের বৈঠকে সরকারি অনুদান না নেওয়ার জন্য বড় পুজোগুলিকে অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে শহরের একাধিক পুজো কমিটি সরকারি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবারের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারি অনুদানের বিষয়টি 'অপশনাল'। যারা নিতে চান তাদের থানা-স্তরে আবেদন করতে হবে। সেই আবেদন যাচাই করে মুখ্যসচিবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মুখ্যসচিব সেই সকল আবেদন অর্থ দপ্তরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যারা অনুদান নেবেন না, তাদের ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি নিয়ে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ছোট বাজেটের পুজোগুলিকে সরকার আর্থিক সাহায্য করবে। তাঁদের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে অনুদানের ব্যবস্থা থাকবে। অন্যদিকে বড় বাজেটের পুজোগুলিকে সরকারি অর্থ না নেওয়ার আবেদন করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, শহরে একটি ভালো পুজো করতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়। ফলে বড় পুজো কমিটিগুলি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজেদের অর্থ জোগাড় করতে পারে বলেও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, যাঁরা সরকারি সাহায্য নেবেন না, তাঁদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো হবে। আর যেসব ছোট পুজোর ক্ষেত্রে এই টাকা প্রয়োজন, তারা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় আবেদন করে অনুদান পেতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছে সন্তোষপুর লেক পল্লী। পুজো কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর আর্জিতে সাড়া দিয়ে তারা এক লক্ষ টাকার সরকারি অনুদান নেবে না। তাদের স্পনসরশিপ যথেষ্ট শক্তপোক্ত। সুতরাং যাদের দরকার তাদের সেই টাকা দেওয়া হোক। এরপরেই চোরবাগান সর্বজনীন, নাকতলা উদয়ন সংঘ, টালা প্রত্যয়, রাজডাঙা নব উদয় সংঘ এবং সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের দুর্গাপুজো এই বছর এক লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের পুজোর মূল উদ্যোক্তা বরানগরের বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ সমাজ মাধ্যমে লিখেছেন, 'আগেও অনুদান নেইনি। এখনও নেব না। শুভেন্দুবাবুকে ধন্যবাদ।' নাকতলা উদয়ন সংঘের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'জনদরদি মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবকে সম্মান জানিয়ে নাকতলা উদয়ন সংঘ ২০২৬-এর শারদোৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদান গ্রহণ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা রেখেই সংঘের এই সিদ্ধান্ত। সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে এবারের পুজো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করাই আমাদের লক্ষ্য।'

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজু সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া এক লক্ষ টাকা পূজা অনুদান না নেওয়ার কথা জানিয়ে দিল কলকাতার সাতটি বড় পুজো কমিটি। সোমবার মিলনমেলা প্রাঙ্গনে রাজ্যের পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে পুজো-বৈঠক সারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই বৈঠকে পুজোর গাইডলাইন কী হবে, বিসর্জন কবে হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে সরকারি নির্দেশিকা জানিয়ে দেওয়া হয়। সোমবারের বৈঠকে সরকারি অনুদান না নেওয়ার জন্য বড় পুজোগুলিকে অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

দুর্গাপুজোয় আমিষ-নিরামিষ বিতর্কে বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের কংগ্রেসের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুজোয় আমিষ নিরামিষ বিতর্কে এবার বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করল প্রদেশ কংগ্রেস। সম্প্রতি লিলুয়ায় দুর্গাপুজোয় বাঙালির আমিষ খাওয়ার নিন্দা করেন এই ধর্মগুরু। সবাইকে পুজোর দিনগুলিতে নিরামিষ খেতে বলেন। মানুষের খাদ্যাভ্যাসের স্বাধীনতার উপর প্রভাব সৃষ্টির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে কংগ্রেস। মঙ্গলবার এফআইআর করে কংগ্রেসের দাবি, যে বাংলায় এসে বাগেশ্বর বাবা বাঙালিকে অপমান করে গেলেন, তাঁর

বিরুদ্ধে প্রশাসন কেন ব্যবস্থা নিল না। বাগেশ্বর বাবা যখন এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন, তখন মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্য বিজেপি নেতারাও ছিলেন। তাঁরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করলেন না কেন, সেই প্রশ্নও তুলেছে কংগ্রেস। শুধু দক্ষিণ কলকাতাই নয়, রাজ্যের একাধিক জায়গায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের হবে বলে জানানো হয়েছে। কংগ্রেসের দাবি, এই গোটা ঘটনায় বাঙালি কমিউনিটির ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে। লিলুয়ার অনুষ্ঠানে বাগেশ্বর বাবা বলেন, 'দুর্গাপুজোতে, কে কে চান যে ননভেজ বন্ধ হোক? নিজের নিজের মোবাইলের

এরপর ২ পৃঃ

সকালের শিরোনাম সম্পাদকীয়

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বুধবার

রাষ্ট্র যখন ‘অবৈধ’ বলে...

সংবিধানে জীবিকার অধিকার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদিও সংবিধানে এই অধিকারটি সরাসরি আলাদা কোনো মৌলিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ নেই, তবুও সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ে এটি অনুচ্ছেদ ২১-এর (জীবনের অধিকার) অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।অবৈধ ভোটার, অবৈধ নাগরিক, অবৈধ ফুটপাত হকার, অবৈধ রেল হকার, অবৈধ বস্তিবাসী, অবৈধ ভিখারি, অবৈধ মিটিং-মিছিল বা জমায়েতকারী, অবৈধ আন্দোলনকারী, অবৈধ ধর্মঘটী, অবৈধ হরতালকারী, অবৈধ দাবিদাওয়াকারী, অবৈধ স্লোগানকারী, অবৈধ প্রশ্নকারী ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই ‘অবৈধ’ তকমার বৃত্তের মধ্যেই আজ বন্দি হয়ে পড়ছেন দেশের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ; যাঁদের সাংবিধানিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতি মুহূর্তে ক্ষুন্ন করা হচ্ছে।রাষ্ট্রকে তার দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং দেশের জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে ভারতের সংবিধানকে তৃণমূল স্তরে চর্চার বিষয় করে তোলা অত্যন্ত জরুরি। রাষ্ট্র যে সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয়, মনে করিয়ে দেওয়ার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে দেশের গণতান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ।রাষ্ট্র যখন নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করতে শুরু করে, তখন সংবিধান পদদলিত হতে থাকে। ভারতবর্ষেও ঠিক সেই সংকটই দেখা দিচ্ছে। জনগণের সাংবিধানিক অধিকার এবং সংবিধান-নির্দেশিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি ;উভয়েরেই তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্র আজ নিজেকে একচ্ছত্র ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকের ভোটাধিকার অত্যন্ত সুরক্ষিত ও সুস্পষ্ট একটি অধিকার। সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে।এর বাস্তব অর্থ হলো;জাতি, ধর্ম, বর্ণ কিংবা লিঙ্গ নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিক, যাঁর বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি, তাঁর ভোট দেওয়ার পূর্ণ আইনি ও সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। এখানে ‘অবৈধ’ ভোটার বলে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া নেই।নাগরিকত্বের প্রশ্নে ভারতের সংবিধানের ৫ থেকে ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ রয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে ‘সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০৩’ এবং নরেন্দ্র মোদী সরকারের ‘সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১৯’ -এর মাধ্যমে এই নাগরিকত্বের বিষয়টিকে জটিল করে তোলা হয়। একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে সম্পূর্ণ বাদ রেখে নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়টিকে সামনে আনা হয়১৯৮৩ থেকে ২০০৩, প্রায় দুই দশকে কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকা থেকে উচ্ছেদ হয় ৪৫০০০-এর বেশি মানুষ। টালি নালা, বেলেঘাটা খাল, সল্টলেক, সর্বত্র আদালতের নির্দেশ, প্রশাসনের ফাঁকি আর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পিষ্ট হয়েছেন তাঁরা। পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি আজও অসমাপ্ত, কলকাতার অদৃশ্য সেই জনপদের উচ্ছেদের ইতিহাস আজও লিখিত হয়নি।নাগরিকত্ব সংক্রান্ত এই জটিলতাকে হাতিয়ার করেই পরবর্তীতে এসআইআর -এর মতো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক মানুষের ভোটাধিকার কার্যত খর্ব করা হলো।সংবিধানের এই মৌল নীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্র আজ যেন এক উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। লক্ষ্য একটাই;একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত মানুষদের (যাঁদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য) ‘অবৈধ ভোটার’ ও ‘অবৈধ নাগরিক’ হিসেবে চিহ্নিত করা।একই প্রক্রিয়ায় আজ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তথাকথিত ‘অবৈধ’ হকার এবং বস্তিবাসীদের উচ্ছেদে নির্বিচারে ছোটানো হচ্ছে বুলডোজার। এমনকী রেলস্টেশনের সাধারণ হকার এবং ভিখারিদের থেকেও ‘জন বিশ্বাস আইন, ২০২৩’ -এর আওতায় জোরপূর্বক ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। অথচ সংবিধানে জীবিকার অধিকারএকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদিও সংবিধানে এই অধিকারটি সরাসরি আলাদা কোনো মৌলিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ নেই, তবুও সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ে এটি অনুচ্ছেদ ২১-এর (জীবনের অধিকার) অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শীর্ষ আদালত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্ট করেছে যে, ‘জীবনের অধিকার’ কেবল পশুর মতো বেঁচে থাকা বোঝায় না; তা বোঝায় মানুষের মতো সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার। কোনো সম্মানজনক জীবিকার সংস্থান ছাড়া মানুষের পক্ষে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সেই কারণে জীবিকার অধিকার সরাসরি অনুচ্ছেদ ২১-এরই অংশ।

স্মৃতির পাতা থেকে

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

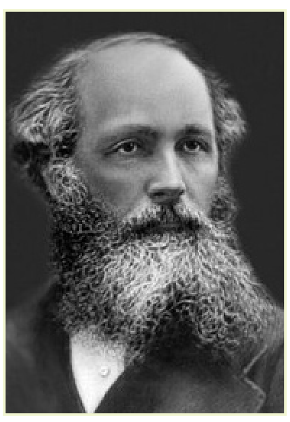

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এফআরএস এফআরএসই (১৩ জুন ১৮৩১ , ৫ নভেম্বর ১৮৭৯) ছিলেন একজন স্কটিশ পদার্থবিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ যিনি তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের চিরায়ত তত্ত্বের জন্য দায়ী ছিলেন , যা ছিল প্রথম তত্ত্ব যা বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব এবং আলোকে একই ঘটনার বিভিন্ন প্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করে। তড়িৎচুম্বকত্বের জন্য ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলি পদার্থবিজ্ঞানে দ্বিতীয় মহান একীকরণ অর্জন করেছিল , যেখানে প্রথমটি আইজ্যাক নিউটন উপলব্ধি করেছিলেন । পরিসংখ্যানিক বলবিদ্যার সৃষ্টিতেও ম্যাক্সওয়েলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ।ম্যাক্সওয়েল ১৮৫৪ সালে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে স্নাতক হন , যেখানে তিনি গণিতে বিশেষ কৃতিত্ব এবং স্মিথের পুরস্কার অর্জন করেন । তিনি অল্প সময়ের জন্য কেমব্রিজে ছিলেন এবং প্রাথমিক গাণিতিক কাজ ও আলোকবিজ্ঞান , বিশেষ করে রঙের সংমিশ্রণ এবং বর্ণান্ধতার নীতি নিয়ে গবেষণা প্রকাশ করেন। পরে তিনি অ্যাবারডিনের মারিশাল কলেজে প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপক হন , যেখানে তিনি শনির বলয় নিয়ে গবেষণা করেন এবং সঠিকভাবে প্রস্তাব করেন যে সেগুলি অসংখ্য ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত, এই কাজের জন্য তিনি ১৮৫৯ সালে অ্যাডামস পুরস্কার লাভ করেন । এই সময়ে তিনি ক্যাথরিন মেরি ডিওয়ারকে বিয়ে করেন, যিনি তাকে গবেষণাগারের কাজে সহায়তা করতেন। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডনের কিংস কলেজে প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন , যেখানে তিনি তার তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের তত্ত্বটি বিকশিত করেন। ১৮৬৫ সালে তাঁর ক্ষ্ম তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের একটি গতিশীল তত্ত্ব ক্ষ্ম প্রকাশনায় তিনি দেখিয়েছিলেন যে তড়িৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্র আলোর গতিতে তরঙ্গ হিসাবে মহাকাশে ভ্রমণ করে , এবং প্রস্তাব করেছিলেন যে আলো হল সেই একই মাধ্যমের একটি তরঙ্গ যা তড়িৎ এবং চৌম্বকীয় ঘটনার কারণ। আলো এবং বৈদ্যুতিক ঘটনার তাঁর একীকরণ রেডিও তরঙ্গের অস্তিত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে পরিচালিত করেছিল ।ম্যাক্সওয়েলই প্রথম ম্যাক্সওয়েল-বোল্টজম্যান বন্টন প্রতিপাদন করেন, যা গ্যাসের গতি তত্ত্বের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করার একটি পরিসংখ্যানগত উপায় , যার উপর তিনি তার কর্মজীবন জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করেছিলেন ।তিনি ১৮৬১ সালে প্রথম টেকসই রঙিন ফটোগ্রাফ উপস্থাপন করেন এবং দেখান যে যেকোনো তিনটি প্রাথমিক রঙ, যেমন লাল, সবুজ এবং নীল, এর মিশ্রণে যেকোনো রঙ তৈরি করা যেতে পারে, যা রঙিন টেলিভিশনের ভিত্তি ছিল । তিনি অনেক সেতুর মতো রড-এবং-জোড়া কাঠামো (ট্রাস) এর দৃঢ়তা বিশ্লেষণের উপর কাজ করেছিলেন । তিনি আধুনিক মাত্রিক বিশ্লেষণ উদ্ভাবন করেন এবং পরিমাপের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন । তিনিই প্রথম বিশৃঙ্খলা শনাক্ত করেন এবং প্রথম প্রজাপতি প্রভাবের উপর জোর দেন । তার ১৮৬৩ সালের গবেষণাপত্র ‘ অন গভর্নরস’ নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব এবং সাইবারনেটিক্সের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং এটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর প্রথম গাণিতিক বিশ্লেষণও ছিল । ১৮৬৭ সালে, তিনি ম্যাক্সওয়েলের ডেমন নামে পরিচিত একটি চিন্তন পরীক্ষা প্রস্তাব করেন , যা তাপগতিবিদ্যায় তথ্য কীভাবে এনট্রপিকে প্রভাবিত করে তা চ্যালেঞ্জ করে। তাঁর ১৮৬৭ সালের যুগান্তকারী গবেষণাপত্র ‘ অন দ্য ডায়নামিক্যাল থিওরি অফ গ্যাসেস’- এ তিনি একটি ভিসকোইলাস্টিক পদার্থের আচরণ বর্ণনা করার জন্য ম্যাক্সওয়েল মডেল প্রবর্তন করেন এবং একটি মাধ্যমে তাপ পরিবহন বর্ণনা করার জন্য ম্যাক্সওয়েল-ক্যাটানিও সমীকরণের সূচনা করেন।

দুর্গাপুজোয় আমিষ মানেই ভণ্ড’ নিদান দিয়ে ভাইরাল

কে এই বাগেশ্বর বাবা ?

দুর্গাপুজোয় আমিষ খাওয়া নিয়ে বিতর্ক উসকে দিলেন মধ্যপ্রদেশের ছতরপুরের বাগেশ্বর ধামের থেকে আসা ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী তথা বাগেশ্বর বাবা। জনসমক্ষে তিনি দাবি করলেন, দুর্গাপুজোর সময়ে যারা আমিষ খায়, তারা ধার্মিক না, তারা ভন্ড। তৃণমূল আমলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার অনুমতি মেলেনি, আর ক্ষমতার পালাবদলের পর শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার তাঁকে সাড়ম্বরে স্বাগত জানাল। সেই বদলে যাওয়া রাজনৈতিক আবহেই পশ্চিমবঙ্গে এসে ধর্মীয় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দুর্গাপুজোয় ননভেজ পরিত্যাগের নিদান দিয়েছেন বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী। কে এই বাগেশ্বর বাবা ? কী তাঁর পরিচয় ? সত্যিই কি তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ?দুর্গাপুজোয় কী খাবেন বাঙালি, তা নিয়ে বেড়ে চলেছে নিদান। দুর্গাপুজোয় আমিষ খাওয়া নিয়ে বিতর্ক উসকে দিলেন মধ্যপ্রদেশের ছতরপুরের বাগেশ্বর ধামের থেকে আসা ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী তথা বাগেশ্বর বাবা। জনসমক্ষে তিনি দাবি করলেন, দুর্গাপুজোর সময়ে যারা আমিষ খায়, তারা ধার্মিক না, তারা ভন্ড। তৃণমূল আমলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার অনুমতি মেলেনি, আর ক্ষমতার পালাবদলের পর শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার তাঁকে সাড়ম্বরে স্বাগত জানাল। সেই বদলে যাওয়া রাজনৈতিক আবহেই পশ্চিমবঙ্গে এসে ধর্মীয় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দুর্গাপুজোয় ননভেজ পরিত্যাগের নিদান দিয়েছেন বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী। কে এই বাগেশ্বর বাবা ? কী তাঁর পরিচয় ? সত্যিই কি তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ?ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর জনপ্রিয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে মানুষের ভিড় হয়, তাঁর বক্তব্য লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখেন। বাগেশ্বর ধামের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডও রয়েছে। কিন্তু সেই জনপ্রিয়তার পাশাপাশি রয়েছে গুরুতর অভিযোগ ও বিতর্ক।মায়ের ক্যানসার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে ? ১১ দিন অখণ্ড জ্যোতি জ্বালান।

দেশি গরুর ৫০ গ্রাম গো-মূত্রের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে খাওয়ান। উপকার হবে একশো শতাংশ।ক্যানসারে আক্রান্ত এক মহিলার পরিবারের সদস্যকে এমন পরামর্শই দিয়েছিলেন বাগেশ্বর বাবা।মধ্যপ্রদেশের ছতরপুরের বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী গত কয়েক বছরে ধর্মীয় বক্তা থেকে জাতীয় স্তরের এক প্রভাবশালী মুখ হয়ে উঠেছেন। তাঁর ‘দিব্য দরবার’-এ মানুষের ভিড়, সামাজিক মাধ্যমে বিপুল জনপ্রিয়তা এবং অলৌকিক ক্ষমতার দাবি তাঁকে পরিচিত করেছে। কিন্তু তাঁর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসেছে একের পর এক বিতর্ক;চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ, অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা, হিন্দু রাষ্ট্রের দাবি এবং সংখ্যালঘুদের নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য। আর এই বিতর্কের মাঝেই এসেছে দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রকাশ্য প্রশংসা। নরেন্দ্র মোদী তাঁকে বলেছেন ‘ছোট ভাই’। প্রশ্ন উঠছে, যাঁর বিরুদ্ধে কুসংস্কার, ছদ্মবিজ্ঞান, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে প্রচারের অভিযোগ রয়েছে, তাঁকে দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে সমর্থন করলে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য কী ?ছতরপুর জেলার গাড়া গ্রামে অবস্থিত বাগেশ্বর ধাম একটি পুরনো ধর্মীয় স্থান।

ধামের নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী, কয়েকশো বছর ধরে এখানে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড চলে আসছে। হনুমান ও বালাজির উপাসনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই ধর্মস্থানে মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য ‘আর্জি’ জানানোর প্রথা রয়েছে।ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর জনপ্রিয়তা মূলত তাঁর ‘দিব্য দরবার’কে ঘিরে। সেখানে তিনি দাবি করেন, সামনে আসা ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য বা সমস্যা না জেনেও তা বলে দিতে পারেন। অনেক সময় তিনি একটি কাগজে কিছু লিখে তারপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পারিবারিক সমস্যা, অসুস্থতা বা অন্য ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করেন। হরিয়ানার একটি বনভূমির অবৈধভাবে দখল নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে রামদেব বাবার সংস্থা ‘পতঞ্জলি’-র বিরুদ্ধে। তথ্য বলছে, হরিয়ানার ফরিদাবাদের আরাবল্লি অঞ্চলে ৪০০ একরের জমিতে বেনামী মালিকানা রয়েছে ‘পতঞ্জলি’র।ভক্তদের কাছে এটি অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন তুলেছেন সংশয়বাদী ও কুসংস্কারবিরোধীরা। এই ক্ষমতা কি সত্যিই অলৌকিক ? নাকি এর পিছনে অন্য কোনো পদ্ধতি রয়েছে ?২০২৩ সালে কুসংস্কারবিরোধী কর্মী শ্যাম মানব নাগপুরে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করেন। দাবি ছিল, কোনো পূর্বপরিচয় ছাড়াই কয়েকজন নির্বাচিত মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সঠিকভাবে বলতে পারলে তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হবে। ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই নাগপুরের অনুষ্ঠান শেষ করে চলে যান।এই ঘটনা অবশ্য নিজে থেকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা মিথ্যা প্রমাণ করে না। কিন্তু প্রকাশ্য পরীক্ষার মুখোমুখি না হওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর দাবিকে ঘিরে সন্দেহ আরও বাড়িয়েছিল।ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীকে ঘিরে সবচেয়ে গুরুতর বিতর্কগুলির একটি চিকিৎসা সংক্রান্ত। ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষদের গো-মূত্র, হলুদ, মন্ত্রপাঠ কিংবা বিশেষ ধর্মীয় আচার পালনের পরামর্শ দেন তিনি। একটি ঘটনায় ক্যানসারে আক্রান্ত এক মহিলার পরিবারের সদস্যকে ১১ দিন অখণ্ড জ্যোতি জ্বালানোর পাশাপাশি গো-মূত্র ও হলুদ খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অন্য একটি ঘটনায় ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুর ক্ষেত্রেও একই ধরনের পরামর্শ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আরও একটি ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ শিশুকে মাইক্রোফোনে তিনবার ফুঁ দিয়ে সুস্থ করার দাবি করা হয়েছিল।ধর্মীয় আচার পালন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় হতে পারে। কিন্তু সেই আচার যদি ক্যানসারের মতো প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে উপস্থাপিত হয়, তখন প্রশ্নটা আর শুধুই ধর্মীয় বিশ্বাসের থাকে না। তখন তা জনস্বাস্থ্যের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।তবে এই ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিডিও, বক্তব্যের প্রেক্ষাপট এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিকিৎসার পরবর্তী ফলাফল আলাদাভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। অভিযোগকে প্রমাণিত চিকিৎসাবিজ্ঞানবিরোধী আচরণ হিসেবে ঘোষণা করার আগে সেই যাচাই জরুরি।যাঁর বিরুদ্ধে ক্যানসার চিকিৎসা নিয়ে অবৈজ্ঞানিক পরামর্শ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, তাঁর উদ্যোগেই তৈরি হচ্ছে ক্যানসার হাসপাতাল। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাগেশ্বর ধামে সেই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে হাসপাতালটি গড়ে ওঠার কথা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীকে নিজের ‘ছোট ভাই’ বলে উল্লেখ করেন এবং হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার তাঁর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

প্রশ্ন ওঠে, একজন ধর্মীয় গুরু চিকিৎসা সংক্রান্ত বক্তব্য যদি বিতর্কিত হয়, তাহলে তাঁর উদ্যোগে গড়ে ওঠা আধুনিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সেই বক্তব্যের সম্পর্ক কী ? প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁর উদ্যোগের প্রকাশ্য প্রশংসা করেন, তখন কি সেই বিতর্কিত বক্তব্যগুলিরও কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক বৈধতা তৈরি হয় ?দুটিকে অবশ্য এক করে দেখা ঠিক হবে না। একটি হাসপাতাল তৈরি করা এবং চিকিৎসা সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির বিতর্কিত পরামর্শ;দুটি আলাদা বিষয়। কিন্তু একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই দুই বিপরীত ছবি পাশাপাশি থাকায় প্রশ্ন উঠবেই।ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী প্রকাশ্যে ‘হিন্দু রাষ্ট্র’-এর পক্ষে কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্যে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান নিয়মিত এসেছে। তাঁর ভাষণে সনাতন ধর্মের প্রসার এবং হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার কথা থাকে। মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে নিয়ে তাঁর একাধিক মন্তব্যও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, যেগুলিকে সমালোচকেরা সাম্প্রদায়িক ও বিদ্বেষমূলক বলে আখ্যা দিয়েছেন। ‘লাভ জিহাদ’-এর মতো প্রচলিত রাজনৈতিক-সামাজিক বিতর্ককেও তিনি তাঁর বক্তব্যে ব্যবহার করেছেন।

২০২২ সালে একটি অনুষ্ঠানে রাম বা সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে পাথর ছোড়া হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে বুলডোজার চালানোর কথা বলেছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়েও রামনবমীর মিছিল বা হিন্দুদের বাড়িতে পাথর ছোড়ার ঘটনায় পাল্টা জবাবের মতো বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। প্রশ্ন হল, একজন ধর্মীয় গুরুর মুখে ‘বুলডোজার’ বা পাল্টা আক্রমণের ভাষা কতটা স্বাভাবিক ? ধর্মীয় নেতৃত্ব কি শুধুই আধ্যাত্মিক বা নৈতিক বক্তব্যের জায়গায় থাকবে, নাকি তা রাজনৈতিক প্রতিশোধের ভাষাতেও পৌঁছবে ?

২০২৩ সালে দেরাদুনের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে বিতর্কিত তুলনাও করেছেন।২০২৩ সালের একটি ‘সনাতন ধর্ম সংসদ’-এর অনুষ্ঠানে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বক্তব্য শোনা গিয়েছিল। অস্ত্র রাখার পরামর্শ এবং মানুষ হত্যার মতো বক্তব্যও সেখানে উঠে আসে।তবে কোনোঅনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্য বক্তার বক্তব্যের দায় সরাসরি ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর উপর চাপানো যায় না, যদি না তাঁর সঙ্গে সেই বক্তব্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের প্রমাণ থাকে। কিন্তু তাঁর মঞ্চ বা তাঁর সঙ্গে যুক্ত কোনো সমাবেশে এমন বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি হলে সেই পরিবেশ নিয়েও প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক।ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের নিয়েও বিভিন্ন সময়ে বিতর্ক হয়েছে। তাঁর ভাই শালিগ্রাম গর্গের বিরুদ্ধে একটি দলিত পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠানে অস্ত্র দেখানোর অভিযোগ এবং মামলা হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বাগেশ্বর ধামের এক পরিচর্যাকারীর বাড়িতে হামলা এবং মহিলাদের মারধরের অভিযোগেও তাঁর নাম উঠে আসে।ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর রাজনৈতিক যোগাযোগ শুধু একটি দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ঘটনা সামনে এসেছে। কংগ্রেসের নেতারাও তাঁর অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি বেড়েছে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দৃশ্যমান ঘনিষ্ঠতার কারণে।২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাগেশ্বর ধামে উপস্থিতি সেই সম্পর্ককে জাতীয় রাজনীতির আলোচনায় নিয়ে আসে। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ‘ছোট ভাই’ বলে সম্বোধন করেন এবং তাঁর কাজের প্রশংসা করেন।‘হিন্দু রাষ্ট্র’-এর পক্ষে তাঁর প্রকাশ্য সওয়াল, হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান এবং সনাতন ধর্মের প্রসারের বার্তা তাঁকে এক বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। সেই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তাঁর কাজের প্রশংসাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশ্ন উঠছে, ধর্মীয় মঞ্চ থেকে উঠে আসা এই প্রভাব আগামী দিনে ভারতের রাজনীতি ও সমাজে কতটা প্রভাব ফেলবে ? সৌ ঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

খবর

আমাদের অঙ্গনওয়াড়ি, আমাদের দায়িত্ব

অপুষ্টিমুক্ত ভারত গড়তে পুষ্টি উদ্যোগের পক্ষে সওয়াল প্রধানমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দেশের শিশু, গর্ভবতী মহিলা ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবং সামগ্রিক পুষ্টির মান বাড়াতে অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাকে এক সামাজিক গণআন্দোলনে রূপ দেওয়ার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর লেখা একটি বিশেষ নিবন্ধ সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়ে তিনি জানান, অপুষ্টিমুক্ত ও উন্নত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ‘হামারি অঙ্গনওয়াড়ি, হামারি জিম্মেদাবি ।

দুর্গাপুজোয় আমিষ

১ পৃঃ পর

লাইট জানিয়ে সমর্থন জানান, যাতে বোঝা যায় কে কে এটি সমর্থন করেন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যেন এই বার্তা পৌঁছে যায়। এখানকার সরকারের কাছেও যেন এই বার্তা যায়। কে কে চান যাতে দুর্গাপুজোয় এখানে মদ-মাংসের দোকান বন্ধ হয়ে যাক ?’ পাশাপাশি তিনি এও বলেন যে, দুর্গাপুজোয় মণ্ডপের পিছনে ‘নোংরা’ খাবার খাওয়া হয়। এটি তাঁর পছন্দ নয়। পুজোর দিনে যাঁরা আমিষ খান, তাঁরা ‘পাখণ্ডি’(পাষণ্ড)। এরপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বাগেশ্বর বাবার মন্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হয়। বাঙালিরা এর প্রতিবাদ শুরু করেন। এরপরেই ড্যামেজ কনট্রোলে নামে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য বলেন, ‘কে কী খাবেন, সেটি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাঙালি অষ্টমীতে লুচি খায়, নবমীতে খাসির মাংস। সেটাই হবে। কে কী খাবে, কী পরবে, সেটি ঠিক করার উনি কেউ নন। আজকাল চিকিৎসকরা স্বাস্থ্যের জন্য কাউকে কাউকে মাংস খেতে বারণ করেন বটে। সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু কে কী খাবে, সেটি উনি ঠিক করতে পারেন না।’ অন্যদিকে মঙ্গলবার রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘আমি নিজে মাংস, ডিম খাই না। মাছ খাই। কেউ ভালবেসে মাছ খেতে দিলে খাই। কারণ বাংলায় মাছ সহজলভ্য। এটি প্রোটিনের সোর্স। আমাদের এখানে তো নবমীতে পাঁঠা বলি হয়, লোকে খায়ও। তবে এটিও ঠিক যে পুজোর সময় একটু ভাল পরিবেশ, সাত্ত্বিকতার আবহ থাকা উচিত।’ এ দিন সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খুলেছেন অগ্নিমিত্রা পাল। বলেন, ‘নবরাত্রির সময় ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির লোকজন ভেজ খাবারই খান। কিন্তু ওঁরা জানে না গোটা বছর বাঙালি অপেক্ষা করে থাকে দুর্গাপুজোর জন্য। এই সময় এখানকার সকলে ইলিশ, মাটন, চিংড়ি খায়। এটা উনি জানেন না। এটা নিয়ে রাজ্যসভাপতি বলেছেন। বাগেশ্বর বাবার যেটা ঠিক মনে হয়েছে সেটাই বলেছেন, এই নিয়ে রাজনীতির কী আছে ?’ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করার পাশাপাশি এফআইআর দায়ের এবং তদন্তে অভিযোগের ভিত্তি প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। অভিযোগপত্রে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রেফতারির দাবিও জানিয়েছে কংগ্রেস।

ব্যাবসা বাণিজ্য

স্টার হেলথের স্বাস্থ্য বীমায় উপকৃত মানুষ

সকালের শিরোনাম

অঞ্জু সরকার

আসানসোল

স্টার হেলথের স্বাস্থ্য বীমায় পশ্চিমবঙ্গে উপকৃত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। এ রাজ্যে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্টার হেলথ অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ‘আরোগ্য সেবা কেন্দ্রগুলি’ এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পিরামল হেলথ-এর সহযোগিতায় পরিচালিত আসানসোল ও শিলিগুড়ির এই কেন্দ্রগুলিতে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে হাতের মুঠোয় এমবিবিএস ডাক্তারের পরামর্শ, ল্যাব টেস্ট, ওষুধ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন। এতদিন পর্যন্ত আসানসোল কেন্দ্রে ৬,৮০৫ জন এবং শিলিগুড়ি কেন্দ্রে ৪,৬৯৭ জন মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। আসানসোল কেন্দ্রটিতে ১৯৪ দিনের কার্যকালে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৫ জন এসেছেন এবং সেখানে ২,৬২৫টি ল্যাব টেস্ট ও ৬,৬১৩টি ফার্মেসি পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি কেন্দ্রটিতে ২০১ দিনে ১,৯৬০টি ল্যাব টেস্ট হয় ও তারা ৪,৫৬৬টি ফার্মেসি পরিষেবা প্রদান করেছে। উভয় কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ৮,০০৬ জনকে উচ্চ রক্তচাপ এবং ৩,২৮৫ জনকে ডায়াবেটিসের জন্য স্ক্রিনিং করা হয়েছে। স্টার হেলথ অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্স্যুরেন্সের কলকাতার বিজনেস হেড অতীন রায় বলেন, ক্ষ্মআসানসোল এবং শিলিগুড়িতে আমাদের আরোগ্য সেবা কেন্দ্রগুলিতে মানুষের দুর্দান্ত সাড়া মিলেছে। যা প্রমাণ করে স্বাস্থ্যসেবার সহজ প্রাপ্তি কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

টিসিএস নিয়ে এলো ২৭তম রুরাল আইটি ক্যুইজ

সকালের শিরোনাম

বিশেষ প্রতিনিধি

বেঙ্গালুরু

ছোট শহর ও গ্রামীণ স্কুলছাত্রদের জন্য ২৭তম ‘টিসিএস রুরাল আইটি ক্যুইজ’-এ নাম রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস) ও কর্ণাটক সরকারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবে। তবে বড় শহর বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকার কোনও স্কুল এর আওতাভুক্ত নয়। বেঙ্গালুরু টেক সামিট ২০২৬-এর অংশ হিসেবে আয়োজিত এই ক্যুইজে অনলাইন পরীক্ষা, ভার্চুয়াল রাউন্ড এবং সরাসরি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদর্শনের সুযোগ পাবে। লিমকা বুক অফ রেকর্ডস-এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই ক্যুইজ তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, ব্যবসা এবং উদীয়মান প্রযুক্তির ট্রেন্ডের মতো বিভিন্ন বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি ব্যাংকিং, শিক্ষা, বিনোদন, রোবটিক্স, মিডিয়া, স্পোর্টস, গেমিং এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইটি-র প্রভাব নিয়েও এখানে আলোকপাত করা হয়। এই বিজয়ীরা ২০২৬ সালের নভেম্বরে বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ফাইনালে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য, গত সংস্করণে দেশের ২৮টি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫ লক্ষ ৬২ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু

সর্বদলীয় বৈঠকে নেই তৃণমূলের প্রতিনিধি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

নির্বাচন কমিশন নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করার পরই শুরু হয়েছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি। আগামী ৬ অক্টোবর ভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভাবে করাতে মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে জেলাশাসকের কার্যালয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছিল। প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত থাকলেও দেখা যায়নি তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধিকে। সেই অনুপস্থিতিকে ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক আলোচনা। জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমারের ডাকা ওই বৈঠকে ভোট পরিচালনা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচনের নিয়ম ও প্রশাসনিক নির্দেশিকা সম্পর্কেও জানান জেলাশাসক। তবে সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূলের প্রতিনিধি না থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেন দলের কেউ বৈঠকে যাননি, সে বিষয়ে তমলুক বা নন্দীগ্রাম সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। গত বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। একই সময়ে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেও নির্বাচিত হওয়ায় নিয়ম মেনে পরে নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনটি ছেড়ে দেন তিনি। সেই কারণেই আসনটি শূন্য হয় এবং সেখানে উপনির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ বার ভোটের আগে তৃণমূলের অবস্থান নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা। দলের অন্দরে বিভাজন এবং নাম ও প্রতীক নিয়ে চলা টানাপড়েনের কারণে নন্দীগ্রামে তৃণমূলের প্রার্থী দেওয়া নিয়ে এখনও স্পষ্ট ছবি সামনে আসেনি। রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর প্রাক্তন শাসকদলের অন্দরে ভাঙনের কথা সামনে আসে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিধায়কদের একাংশ মূল সংগঠন থেকে সরে যাওয়ার পর তৃণমূলের মধ্যে দুই শিবির তৈরি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। এক পক্ষ 'কালীঘাট তৃণমূল' নামে পরিচিত, অন্যটি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির। দলের নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক কোন পক্ষের হাতে থাকবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে তৃণমূলের নামে ও প্রতীকে শেষ পর্যন্ত কে প্রার্থী দেবেন, সেই প্রশ্ন উঠছে। সর্বদলীয় বৈঠকে দলের প্রতিনিধির অনুপস্থিতির সঙ্গে এই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক জটিলতার কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা অবশ্য তৃণমূলের তরফে স্পষ্ট করা হয়নি। ফলে ৬ অক্টোবরের ভোট যত এগিয়ে আসবে, নন্দীগ্রামে তৃণমূলের ভূমিকা এবং প্রার্থী নিয়ে জল্পনাও তত বাড়বে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শুধু বিজ্ঞপ্তি নয়, রাস্তায় নেমে বেআইনি টোটো বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করলেই দায়িত্ব শেষ নয়। বেআইনি টোটো ও ই-রিক্সা চলাচল বন্ধে প্রশাসন বাস্তবে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, এ বার তার জবাবদিহি চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। নদিয়ার মায়াপুরকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই সমস্যা শুধু একটি এলাকার নয়, রাজ্যের নানা প্রান্তেই একই ছবি দেখা যাচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ মায়াপুরের স্থানীয় প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। নদিয়ার পুলিশ সুপার, স্থানীয় থানার ওসি, পরিবহণ দফতর এবং পঞ্চায়েতকে বেআইনি যান চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। আগামী ১৭ নভেম্বর আদালতে এ নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। আদালতের সামনে উঠে এসেছে একটি পরিসংখ্যান। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শুধু নদিয়া জেলাতেই ১০ হাজার ৮০০-র বেশি টোটো চলাচল করে। অথচ লাইসেন্স রয়েছে মাত্র প্রায় ৪ হাজার ৫০০ চালকের। সেই হিসাব সামনে রেখেই ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, এত সংখ্যক অননুমোদিত যান চললেও প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ কোথায়? বেঞ্চের মন্তব্য, শুধু বিজ্ঞপ্তি জারি করে হবে না। বেআইনি টোটো ও ই-রিক্সা বন্ধ হয়নি তো! সরকারি তথ্য অনুযায়ী নদিয়া জেলায় ১০ হাজার ৮০০ বেশি টোটো চলে। তার মধ্যে মাত্র ৪ হাজার ৫০০ জনের লাইসেন্স রয়েছে। সারা রাজ্যে একই অবস্থা।

কী কার্যকরি পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা দেখতে চায় আদালত। গত ৭ অগস্ট মুখ্যসচিবের জারি করা নির্দেশিকায় লাইসেন্স ছাড়া রিক্সা ও টোটো চালানো যাবে না বলে জানানো হয়েছিল। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং কয়েকটি প্রধান রাস্তায় এ ধরনের যান চলাচলেও নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়। কিন্তু মায়াপুরের মামলায় অভিযোগ, সেই নির্দেশ বাস্তবে কার্যকর হয়নি। মামলাকারীর বক্তব্য, ইস্কন মন্দির সংলগ্ন ধুবুলিয়া-মায়াপুর রোডে বেআইনি টোটো ও রিক্সার কারণে যানজট তৈরি হচ্ছে। অ্যাম্বুল্যান্স-সহ জরুরি পরিষেবার যান চলাচলেও সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এ দিন আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, আগে নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত যান আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে। বেঞ্চের ভাষায়, পরিবহণ দফতরের নদিয়া জেলা শাখা, নদিয়া জেলার এসপি, স্থানীয় থানার ওসিকে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ করতে হবে। তার জন্য প্রথমে কারা নথিভুক্ত এবং কারা নথিভুক্ত নয়, তা চিহ্নিত করুন। মুখ্যসচিব কিছু করতে পারবেন না। শুধু পেপার ওয়ার্ক করলে হবে না। এই নির্দেশের পর নজর এখন প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপে। কারণ, আদালতের বার্তা পরিষ্কার;নথিতে নিষেধাজ্ঞা থাকলেই হবে না, রাস্তায় তার প্রভাবও দেখা যেতে হবে।

ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে দ্বিতীয় দফা জিজ্ঞাসাবাদ, ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে ফের ডেরেককে তলব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস ঘিরে বিতর্কের তদন্ত ক্রমশ রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এ বার দ্বিতীয় দফায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হল তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি শেক্সপিয়ার সরণি থানায় হাজির হন। গত ২৭ অগস্ট ক্যামাক স্ট্রিটের ওই অফিসে বেআইনি বিজ্ঞাপন বা বিলবোর্ড সরাতে কলকাতা পুরনিগমের কর্মীরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় সরকারি কাজে বাধা দেওয়া এবং পুরকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা মামলায় একাধিক ধারা যুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তদন্তকারীদের অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন একাধিক পরিচিত মুখ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর আপ্তসহায়ক সুমিত রায় এবং ডেরেককে আগেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এ বার ফের ডেরেককে থানায় ডেকে পাঠানোয় তদন্তের পরবর্তী ধাপ নিয়ে জল্পনা বেড়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সময় কারা উপস্থিত ছিলেন, সরকারি কর্মীদের বিলবোর্ড সরানোর কাজে কী ভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং ঘটনায় প্রত্যেকের ভূমিকা কী ছিল; সে সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেই ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সাংসদকে। যদিও ডেরেকের কাছে কী কী প্রশ্ন করা হয়েছে, সে বিষয়ে তদন্তকারীরা আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানাননি। অন্য দিকে, অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কেও ফের হাজিরার নোটিস দেওয়া হয়েছে। তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়িতে গিয়ে পুলিশ দ্বিতীয় দফার নোটিস দিয়ে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাক্তন আইপিএস অফিসার তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকেও ইতিমধ্যে তলব করেছে পুলিশ। একটি বিলবোর্ড সরানোকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া ঘটনায় একের পর এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা হচ্ছে। ফলে ক্যামাক স্ট্রিটের ঘটনাটি আর শুধুমাত্র পুরসভার প্রশাসনিক পদক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে আর কাদের ডাকা হয়, এখন সেই দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

পুজোর মুখে খাদ্য সুরক্ষায় কড়া পদক্ষেপ, কলকাতার ৪০ রেস্তোরাঁর লাইসেন্স স্থগিত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

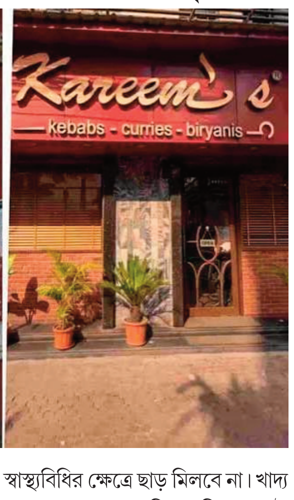

পুজোর মরসুম শুরুর আগে কলকাতার খাবারের বাজারে বড় ধাক্কা। গত এক সপ্তাহের অভিযানে একের পর এক খ াদ্যবিধি ভাঙার অভিযোগ সামনে আসার পরে শহরের প্রায় ৪০টি রেস্তোরাঁর খাদ্য লাইসেন্স স্থগিত করল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। অভিযান চলেছে মোট ১৭০টি রেস্তোরাঁ ও খাদ্য বিক্রির প্রতিষ্ঠানে। তদন্তে কোথাও দীর্ঘ দিন ধরে রাখা মাংসের সন্ধান মিলেছে, কোথাও ফ্রিজে সংরক্ষিত মাংসে ছত্রাক দেখা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আরও উদ্বেগের বিষয়, কয়েকটি জায়গায় বিরিয়ানির মশলায় দেওয়ালের রঙের উপস্থিতির অভিযোগও সামনে এসেছে।

লাইসেন্স স্থগিত হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকায় রয়েছে কলকাতা পুরসভার কাছের পুরনো রেস্তোরাঁ নিজামস, রিপন স্ট্রিটের করিম'স, নাগেরবাজারের আরসালান এবং বাইপাস এলাকার শিমলা বিরিয়ানি। এ ছাড়াও রয়েছে শহরের আরও বেশ কয়েকটি পরিচিত খাবারের প্রতিষ্ঠান। এই অভিযানের তাৎপর্য শুধু কয়েকটি রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। দুর্গাপুজোর সময় কলকাতায় খ াবারের চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। শহরের বাসিন্দাদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক পর্যটকও বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও খ াবারের দোকানে ভিড় করেন। সেই সময়ের ঠিক আগে নামী প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধেও

খাদ্যবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠা খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। একই সঙ্গে প্রশাসনের এই পদক্ষেপ একটি স্পষ্ট বার্তাও দিচ্ছে; পরিচিত নাম বা দীর্ঘ দিনের ব্যবসার পরিচয় থাকলেও খাদ্যের গুণমান ও স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে ছাড় মিলবে না। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের সাম্প্রতিক অভিযানে তাই নজর এখন শুধু লাইসেন্স স্থগিতের সংখ ্যায় নয়। প্রশ্ন উঠছে, পুজোর আগে শহরজুড়ে চলা এই তল্লাশির পরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি কী ভাবে ত্রুটি সংশোধন করবে এবং খাবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের নজরদারি কত দিন বজায় থাকবে। কলকাতার খাদ্যপ্রেমীদের শহরে এই অভিযান তাই শুধু প্রশাসনিক খবর নয়। রেস্তোরাঁয় পরিবেশিত খাবার নিয়ে ক্রেতাদের আস্থা এবং খাদ্য ব্যবসায় স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রশ্নটিও নতুন করে সামনে চলে এল।

২৪ ঘণ্টার তল্লাশি শেষে নাদিমুলের অফিস ছাড়ল ইডি, বাজেয়াপ্ত নথি ও ফোনের তথ্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

প্রায় ২৪ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হকের পার্ক সার্কাসের সংবাদপত্রের অফিস থেকে বেরোলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা। অভিযানের শেষে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি, ডিজিটাল তথ্য এবং সাংসদের মোবাইল ফোনের তথ্য সংগ্রহ করেছে তদন্তকারী সংস্থা। সোমবার সকাল থেকে পার্ক সার্কাসের দরগা রোডে উর্দু সংবাদপত্র 'আখবার-ই-মশরিক'-এর দফতরে শুরু হয়েছিল ইডির অভিযান। তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, সংবাদপত্রের অফিসের ব্যাঙ্ক হিসাবের কিছু লেনদেন নিয়ে অসঙ্গতির প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, অডিটের নথিতেও কয়েকটি আর্থিক লেনদেনের উল্লেখ ছিল না। সেই সূত্র ধরেই আর্থিক তছরুপের অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযানের সময় কলকাতায় ছিলেন না নাদিমুল। তিনি তখন রাঁচিতে ছিলেন বলে জানা যায়। সেখানেই প্রথম দফায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেন ইডি আধিকারিকেরা। পরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গাড়ির নজরদারিতে তিনি কলকাতায় ফেরেন। শহরে ফেরার পরও তাঁকে কয়েক দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রের খবর। শুধু সংবাদপত্রের অফিস নয়, সাংসদের ফ্ল্যাট এবং তাঁর কয়েক জন আত্মীয়ের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। অফিসের কর্মীদের কাছ থেকেও তথ্য নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই সংবাদপত্রের আর্থিক লেনদেন নিয়ে এর আগেও অভিযোগ উঠেছিল। গত মাসে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরে তদন্তের দায়িত্ব যায় ইডির হাতে। পার্ক সার্কাস ছাড়াও কলকাতা, দিল্লি, রাঁচি, আসানসোল, শিলিগুড়ি, ভোপাল, লখনউ এবং শ্রীনগর থেকে প্রকাশিত হয় এই উর্দু সংবাদপত্রটি।

সোমবার একযোগে সাতটি জায়গায় অভিযান চালিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা। তল্লাশি শেষ হলেও তদন্ত এখনই শেষ হচ্ছে না। বাজেয়াপ্ত নথি ও ডিজিটাল তথ্য পরীক্ষা করার পর নাদিমুল হককে ফের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপে এই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে আর কারা যুক্ত ছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরই এখন গুরুত্বপূর্ণ।

আলিয়ার স্বাতন্ত্র্য থাকবে তো?

প্রশাসনিক বদলের আশঙ্কায় শুভেন্দুর দ্বারস্থ শিক্ষক-পড়ুয়ারা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক পরিচয় বদলে গেলে সংখ্যালঘু শিক্ষার বিশেষ চরিত্র এবং সামাজিক দায়িত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; এই আশঙ্কায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন জানালেন শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী ও পড়ুয়ারা। তাঁদের মূল বক্তব্য, আলিয়াকে উচ্চশিক্ষার মূল ধারার সঙ্গে আরও নিবিড় ভাবে যুক্ত করা হোক, কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব চরিত্র বদলে দেওয়া চলবে না। সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনেই আলিয়াকে রেখে উচ্চশিক্ষা দফতরের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোর দাবিই সামনে এসেছে। আবেদনকারীদের মতে, আলিয়ার বিশেষত্ব শুধু তার প্রশাসনিক অবস্থানে নয়, তার সামাজিক ভূমিকাতেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পড়ুয়া প্রথম প্রজন্মের উচ্চশিক্ষার্থী। আর্থিক ও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের এই পড়ুয়াদের জন্য স্কলারশিপ, পরামর্শদান, ইন্টার্নশিপ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গবেষক উসামা চৌধুরীর কথায়, আলিয়ার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পড়ুয়া প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। তাঁদের প্রয়োজন অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের থেকে আলাদা। প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক পরিচয়ও এই দাবির অন্যতম ভিত্তি। ১৭৮০ সালে আলিয়া মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হয়েছিল। পরে ২০০৭ সালের আইনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায় প্রতিষ্ঠানটি। প্রায় আড়াই শতকের এই ইতিহাসের সঙ্গে সংখ্যালঘু শিক্ষার একটি বিশেষ দায়বদ্ধতা জড়িয়ে রয়েছে বলেই দাবি শিক্ষক-কর্মী-পড়ুয়াদের। সাম্প্রতিক শিক্ষাগত সাফল্যের কথাও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয়েছে। এনএএসি(ন্যাক) মূল্যায়নে গ্রেড, গবেষণায় অগ্রগতি, পেটেন্ট এবং ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টের পরিসংখ্যান দেখিয়ে আবেদনকারীরা বোঝাতে চেয়েছেন, বর্তমান কাঠামোয় থেকেও আলিয়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এগোচ্ছে।

বুধবার নতুন প্রধান বিচারপতির শপথ, দুপুর পর্যন্ত হাইকোর্টে বন্ধ গাড়ি পার্কিং

কলকাতা হাইকোর্টে বুধবার নতুন প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণকে ঘিরে বিশেষ আয়োজন। সকাল ১০টায় হাইকোর্টের এক নম্বর এজলাসে ৪৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে। রাজ্যপাল আর এন রবি তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিচারবিভাগের পাশাপাশি প্রশাসনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপস্থিত থাকার কথা। রাজ্যের মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ আধিকারিক, অ্যাডভোকেট জেনারেল, অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এবং হাইকোর্টের আইনজীবীদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিদের পাশাপাশি দেশের অন্য কয়েকটি হাইকোর্টের বিচারপতিরাও অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বুধবার হাইকোর্ট চত্বরে যান চলাচল ও পার্কিং ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বেলা ১২টা পর্যন্ত সেখানে কোনও গাড়ি পার্কিং করতে দেওয়া হবে না। ফলে সকালে আদালতে আসা আইনজীবী ও অন্যদের কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। নতুন প্রধান বিচারপতির শপথ অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের ইউটিউব চ্যানেলে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। আদালত চত্বরের কয়েকটি জায়গায় বড় পর্দাতেও তা দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের বিচারবিভাগীয় জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ১৯৯০ সালে ঔরঙ্গাবাদ থেকে আইন নিয়ে পড়াশোনা শেষ করার পরে তিনি বম্বে হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ২০১৩ সালে ওই হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। পরে তিনি বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্বও সামলেছেন। গত ১৯ জুন কলকাতা হাইকোর্টের ৪৪তম প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল অবসর নেওয়ার পর শীর্ষ পদটি শূন্য হয়। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশের ভিত্তিতে বিচারপতি ঘুগের নাম চূড়ান্ত হয় এবং ৫ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক তাঁর নিয়োগে অনুমোদন দেয়। রাষ্ট্রপতির বিজ্ঞপ্তির পর এ বার আনুষ্ঠানিক ভাবে কলকাতা হাইকোর্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চলেছেন তিনি। নতুন প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের প্রশাসনিক ও বিচারিক কাজের নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে।

পাহাড় সফরের আগে জিটিএতে প্রশাসক, দায়িত্ব পেলেন স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তি

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাহাড় সফরের ঠিক আগে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রশাসনিক শূন্যতা পূরণে পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। জিটিএ-র মুখ্যসচিব স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তিকে প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অনীত থাপার পদত্যাগের প্রায় তিন মাস পরে এই নিয়োগ ঘিরে পাহাড়ের রাজনীতিতেও নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, চলতি বছরের ১৭ জুন জিটিএ-র চিফ এক্সিকিউটিভ পদ থেকে ইস্তফা দেন অনীত। ২৪ জুন সেই পদত্যাগ গৃহীত হয়। জিটিএ সভার চেয়ারম্যান অঞ্জুল চৌহান এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহানও পদ ছাড়েন। ফলে পাহাড়ের এই গুরুত্বপূর্ণ স্বশাসিত সংস্থার শীর্ষ প্রশাসনিক কাঠামোয় তৈরি হয় শূন্যতা। রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পরে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণও দ্রুত বদলেছে। অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একাংশ পদত্যাগ করেন। বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে জিটিএ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও, সরকার গঠনের পরে পাহাড়ের দৈনন্দিন প্রশাসন সচল রাখতে প্রশাসক নিয়োগের পথেই হাঁটল রাজ্য। এই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন পাহাড় সফরে উন্নয়ন, প্রশাসনিক পরিস্থিতি,

দুর্নীতির অভিযোগ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার বিষয়গুলি গুরুত্ব পেতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খ বর। নতুন প্রশাসকের সঙ্গে সরকারের সমন্বয় পাহাড়ে পরবর্তী প্রশাসনিক রূপরেখা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার অভিযোগ, জিটিএ দুর্নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। তাঁর দাবি, পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের ব্যবহার নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত হলে দায়ীদের জবাবদিহি করতে হবে।

অনীতের পদত্যাগের পরে দীর্ঘ সময় জিটিএ-র শীর্ষ পদ ফাঁকা থাকায় প্রশাসনিক কাজকর্ম ও পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। সেই পরিস্থিতিতে স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তিকে দায়িত্ব দিয়ে সরকার আপাতত প্রশাসনিক শূন্যতা কাটানোর চেষ্টা করল।

এখন নজর মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরের দিকে। নতুন প্রশাসক নিয়োগ কি শুধু দৈনন্দিন প্রশাসন সচল রাখার পদক্ষেপ, নাকি পাহাড়ের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোয় আরও বড় পরিবর্তনের শুরু; সেই প্রশ্নই ঘুরছে পাহাড়ের অন্দরে।

শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে নিতে বারাসাত আদালতের দ্বারস্থ হল সিবিআই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাসাত

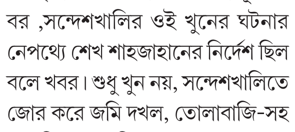

২০১৯ সালের ৮ জুন সন্দেশখালির ডাঙ্গীপাড়ায় তিন বিজেপি কর্মী খুনের অভিযোগের তদন্তভার নেওয়ার পর এবার মঙ্গলবার শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে নিতে বারাসাত আদালতের দ্বারস্থ হল সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খ বর ,সন্দেশখালির ওই খুনের ঘটনার নেপথ্যে শেখ শাহজাহানের নির্দেশ ছিল বলে খবর। শুধু খুন নয়, সন্দেশখালিতে জোর করে জমি দখল, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগের তদন্তেও শাহজাহানকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।সেই কারণেই শাহজাহানকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতে আর্জি জানিয়েছে সিবিআই।

মঙ্গলবার আদালত থেকে লকআপে যাওয়ার সময় শাহজাহান ক্যামেরার সামনে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, আইনের প্রতি তাঁর ভরসা ও আস্থা রয়েছে।

অবৈধ বালি উত্তোলনে কড়া প্রশাসন! মেখলিগঞ্জে ধরলা সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার বালি বোঝাই ট্রাক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেখলিগঞ্জ

নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার কারবার রুখতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপ করতে শুরু করল মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। সোমবার রাতে চ্যাংরাবান্ধার নতুন ধরলা সেতু অর্থাৎ বীর চিলা রায় সেতু সংলগ্ন সরকারপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে একটি বালি বোঝাই ছোট ট্রাক আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পুলিশের এই আকস্মিক পদক্ষেপে অবৈধ বালি কারবারিদের অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে সরকারপাড়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই বালি বোঝাই ট্রাকটি ফেলে রেখে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চম্পট দেয় চালক ও বালি পাচারকারীরা। ঘটনাস্থলে কাউকেই গ্রেপ্তার করা না গেলেও গাড়িটি বাজেট করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে কারা জড়িত এবং এর সঙ্গে বড় কোনো চক্র যুক্ত রয়েছে কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। প্রশাসন সূত্রে খবর, মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন নদী থেকে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বালি ও পাথর উত্তোলনের অভিযোগ উঠছে। এর ফলে নদীর পরিবেশ ও তীরবর্তী এলাকার পরিকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে নদীর ঘাটগুলিতে নজরদারি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মেখলিগঞ্জ প্রশাসনের কড়া বার্তা, আগামী দিনে অবৈধ বালি উত্তোলনের সঙ্গে যুক্ত অসাধু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

কিশনগঞ্জে ফেনসিডিল ও নেশার ওষুধ পাচারকাণ্ডে গ্রেপ্তার দুই ড্রাগস মাফিয়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কিশনগঞ্জ

বিহার ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে ফেন্সিডিল কাফ সিরাপ এবং নেশার সিডেটিভ ওষুধ পাচার করার অভিযোগে দুই ড্রাগস কারবারিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। কিশনগঞ্জ ও আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে কিশনগঞ্জ শহরের ডাঙ্গিবস্তি ও সিটি তেঘরিয়া এলাকায় এই ঝটিকা অভিযান চালানো হয়।

ধৃতদের মধ্যে একজন স্থানীয় একটি ওষুধের দোকানের মালিক এবং অপরজন ওই দোকানেরই কর্মী। অভিযুক্তদের ট্রানজিট রিমান্ডে বীরপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বীরপাড়া থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিল কাফ সিরাপ এবং নেশার ওষুধ সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। সেই ধৃতদের জেরা করেই কিশনগঞ্জের ওই ওষুধ বিক্রেতা ও তাঁর কর্মীর নাম উঠে আসে। এই তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে বীরপাড়া থানার পুলিশ স্থানীয় কিশনগঞ্জ সদর থানার সাহায্য নিয়ে ডাঙ্গিবস্তির 'মঞ্জু ড্রাগস'-এ হানা দেয়। সেখান থেকেই দোকানের মালিক মৃণাল কুমার সাহা এবং কর্মী সুভাষ ক্ষেত্রীকে আটক করা হয়। কিশনগঞ্জ সদর থানার আইসি মুকেশ কুমার জানিয়েছেন, রাত দুটো নাগাদ বীরপাড়া থানার পুলিশ ট্রানজিট রিমান্ডে ধৃত দুজনকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বীরপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এবং মঙ্গলবার সকালে তাঁদের সংশ্লিষ্ট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত ওষুধের দোকানের মালিক মৃণাল কুমার সাহা একজন কুখ্যাত আন্তঃরাজ্য ড্রাগস মাফিয়া। কিশনগঞ্জ থেকে বীরপাড়া সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এই চক্রের মাধ্যমে রমরমিয়ে নেশার সামগ্রী পাচার চলত। এর আগেও ভিনরাজ্যের পুলিশ এই একই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল বলে গোপন সূত্রে খবর মিলেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে কঠোর এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। মঙ্গলবারই তাদের জলপাইগুড়ি আদালতে হাজির করার কথা রয়েছে।

কিশনগঞ্জে নেপাল সীমান্ত এলাকা থেকে এক ব্যক্তির রহস্যমৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কিশনগঞ্জ

নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন কিশনগঞ্জের দীঘলব্যাংক থানা এলাকার বালুবাড়ী গ্রাম থেকে মঙ্গলবার সকালে মহম্মদ মুসফিক আলম (৩৭) নামের এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃতের বাড়ি সীমান্ত এলাকার মোহমারী গ্রামে এবং তাঁর শ্বশুরবাড়ি হারিভিটটা গ্রামে বলে জানা গিয়েছে। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও নানা ধরনের গুজবের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ১০টা থেকে নিখোঁজ ছিলেন মহম্মদ মুসফিক আলম। এমনকি সেই সময় থেকেই তাঁর মোবাইল ফোনের সুইচ অফ ছিল। এরপর মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় লোকজন একটি নির্জন জায়গায় তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে দীঘলব্যাংক থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিভিন্ন ধরনের গুঞ্জন ছড়ালেও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মনোজ কুমার সিং জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর আসল কারণ ও ঘটনার সত্যতা স্পষ্ট হবে। এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ময়নাগুড়ির জরদা নদীতে শুরু রোমাঞ্চকর কর্মশালা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ময়নাগুড়ি

অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস মানেই সাধারণত পাহাড়ি ঝরনা, ট্র্যাকিং কিংবা দূরের কোনো নদী।

কিন্তু এবার আর পাহাড় বা দূরের নদী নয়, ঘরে ঠিক পাশেই ডুয়ার্সের মাটিতে শুরু হলো রোমাঞ্চকর কায়াকিং প্রশিক্ষণ শিবির।

ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন (ইস্ট জোন) ও ময়নাগুড়ি এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ময়নাগুড়িতে এই প্রথমবার ডুয়ার্সের বুকে এ ধরনের অভিনব প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হলো। দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালায় অংশ নিতে ত্রিপুরা, কলকাতা, শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উৎসাহী শিক্ষার্থীরা ছুটে এসেছেন।

তিনটি চুরির ঘটনার কিনারা!

শিলিগুড়িতে গ্রেপ্তার কুখ্যাত চোর, উদ্ধার সোনা-রুপোর গয়না

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

ভক্তিনগর থানার পুলিশের জালে এক ধুরন্ধর চোর। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভক্তিনগর থানা এলাকার পর পর তিনটি বড় চুরির ঘটনার কিনারা করল পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া ওই ব্যক্তির নাম নবনীত কুমার গুপ্ত, বাড়ি মাটিগাড়া এলাকায়। পুলিশি জেরার মুখে পড়ে সে একে একে একাধিক চুরির কথা স্বীকার করেছে এবং তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া সোনা ও রুপোর গয়নাও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৪ আগস্ট ২০২৬ ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত ভূপেন্দ্রনগর এলাকার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল ও গোপন সূত্র হাতাতে সক্ষম হন তদন্তকারীরা। সেই সূত্রের ভিত্তিতেই অভিযুক্ত নবনীত কুমার গুপ্তের পরিচয় সামনে আসে। এরপর গত ২৮ আগস্ট তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। দফায় দফায় চলা জিজ্ঞাসাবাদে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। পুলিশের জেরায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ধৃত কেবল ভূপেন্দ্রনগরের চুরিতেই নয়, ভক্তিনগর থানা এলাকার আরও দুটি বড় চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১. চলতি বছরের মার্চ মাসে বেতগাড়া এলাকার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। ওই বাড়ি থেকে নগদ টাকা ছাড়াও সোনা ও রুপোর গয়না হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। ২. গত ১৪ আগস্ট ভূপেন্দ্রনগর এলাকার বাড়িতে চুরি। ৩. চলতি বছরের আগস্ট মাসেই ভক্তিনগর থানা এলাকার গীতলপাড়া এলাকায় একটি ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে সোনা ও রুপোর গয়না চুরির ঘটনা ঘটে। ধৃতকে আদালতে পেশ করার পর তিন দফায় পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়েছে। পুলিশের দাবি,

এই দীর্ঘ জেরা থেকে আরও কয়েকটি চুরির ঘটনা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে।

নবনীত কুমার গুপ্ত একা এই সমস্ত কাণ্ড ঘটিয়েছিল, নাকি তার সঙ্গে আরও কোনো চোরচক্র বা অন্য কেউ জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

মঙ্গলবার ধৃতকে ফের জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই ঘটনার সম্পূর্ণ নেপথ্য তথ্য জানতে পুলিশি তদন্ত এখনও জারি রয়েছে।

শিলিগুড়িতে নির্মাণ সংস্থার গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

মঙ্গলবারে শিলিগুড়ির ভালোবাসা মোড় এলাকায় একটি নির্মাণ সংস্থার গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। মুহূর্তের মধ্যে গুদাম থেকে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ, যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দীর্ঘ সময় লাগায় দমকল বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভালোবাসা মোড় সংলগ্ন ওই নির্মাণ সংস্থার গুদামে হঠাৎই আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। খবর দেওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। প্রথমে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। তবে আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় লেগে যায়। দীর্ঘক্ষণ ধরে গোডাউনের ভেতর দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকায় আশপাশের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক চরমে পৌঁছায়। ঘটনাস্থলে কৌতূহলী জনতার ভিড়ও জমে যায়। আগুন লাগার বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে না আসায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। দমকলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে তারা বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আগুন দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেও তা নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেক বেশি সময় নিয়েছে দমকল।

এর ফলে আশপাশের বসতিপূর্ণ এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার মারাত্মক আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। ঠিক কী কারণে এবং কীভাবে এই গুদামে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট করে জানা যায়নি। গুদামের ভেতরে নির্মাণসামগ্রী ছাড়াও আর কী কী দাহ্য বস্তু ছিল এবং ঠিক কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এবং নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, তা জানতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ।

জাতীয় সড়কে লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিকের লেনে ঢুকে পড়া একটি এসইউভি গাড়ির সঙ্গে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এই দুর্ঘটনায় আরও চারজন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সোমবার গভীর রাতে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মালদায় ডালখোলা-বকখালি জাতীয় সড়কে। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য ওই জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে একটি এসইউভি গাড়িতে চেপে পাঁচজন যাত্রী মালদা থেকে কালিয়াচকের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময়েই গাড়িটিতে হঠাৎ কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়।

কালিয়াচক থানার জালালপুরে একটি হাসপাতালের সামনে চালক গাড়িটি থামানোর জন্য ব্রেক কষলেও তা কাজ করেনি বলে অভিযোগ। ব্রেক ফেল হওয়ার কারণে গাড়িটি আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চালক সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপর রাস্তা পার করে গাড়িটি সোজা বিপরীত দিকের লেনে চলে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই উলটো দিক থেকে একটি দ্রুতগামী লরি এসে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটিতে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে এসইউভি গাড়িটি সম্পূর্ণ চুরমার হয়ে যায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় গাড়ির ভেতর থেকে পাঁচজন যাত্রীকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করার পর একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি চারজন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ মৃত ও আহতদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার জেরে সোমবার গভীর রাতে জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

তবে কালিয়াচক থানা পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

গাড়িটিতে ঠিক কী ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছিল কিংবা চালকের কোনো অসতর্কতা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে উত্তাল বালুরঘাট!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালুরঘাট

বৈধ ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এবং নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবিতে মঙ্গলবার তীব্র বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল বালুরঘাট শহর। 'ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি'র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির ডাকে এ দিন একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিল ও জেলাশাসক দফতর অভিযান সংঘটিত হয়। এ দিন দুপুরে শহরের বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় শত শত মানুষ সমবেত হন এবং সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলাশাসকের দপ্তরের উদ্দেশে রওনা দেয়।আন্দোলনকারীদের প্রধান অভিযোগ, বিশেষ সংশোধন বা 'এসআইআর' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় ৪০ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম সুপরিকল্পিতভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মানুষের হাতে পর্যাপ্ত আইনি নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও শুনানির সময়ে সেগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে বাতিল করা হচ্ছে। এছাড়া প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিল প্রক্রিয়ার কারণে সাধারণ মানুষ তীব্র মানসিক হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে দাবি করেছেন সংগঠনের নেতৃত্ব।বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে জেলাশাসকের কাছে ৬ দফা দাবিতে একটি স্মারকলিপি জমা দেন সংগঠনের সভাপতি মোকসেদ সরকার ও সম্পাদক নন্দা সাহা। তাঁদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে; ব্লকস্তরে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দ্রুত ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করা, নাগরিকত্ব ও বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন কাউকে সরকারি সামাজিক প্রকল্প বা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা এবং সাধারণ মানুষের এই হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ করা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর ও কঠোর আন্দোলনের পথে নামার হুশিয়ারি দিয়েছেন আয়োজকরা।

খড়িবাড়িতে চায়ের দোকানে ঢুকে স্বামীর প্রেমিকার ওপর ব্লেড চালিয়ে খুনের চেষ্টা স্ত্রীর বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়িবাড়ি

ত্রিকোণ প্রেমের জেরে স্বামীর প্রেমিকার টিনের চায়ের দোকানে গিয়ে তাঁর গলায় ব্লেড চালিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক গৃহবধূর বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই তরুণীকে প্রথমে গ্রামীণ হাসপাতাল এবং পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত স্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি গন্ডগোলজোত এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত গৃহবধূ অঞ্জলি বর্মণের স্বামী ললিত বর্মণের সঙ্গে গন্ডগোলজোত এলাকার বাসিন্দা ভিমা বর্মণের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ। বেশ কিছুদিন ধরেই স্বামীর মোবাইল ফোনে ভিমা বর্মণের সঙ্গে চ্যাটিং দেখতে পেয়েছিলেন অঞ্জলি। গত প্রায় ৬ মাস ধরে এই পরকীয়া সম্পর্কের জেরে ললিতের স্ত্রীর মনে তীব্র ক্ষোভ ও অশান্তি দানা বাঁধছিল। সন্দেহ ও ক্ষোভ থেকেই এদিন দুপুরে সোজা প্রেমিকার চায়ের দোকানে গিয়ে হাজির হন অঞ্জলি বর্মণ।

দোকানে পৌঁছানোর পরেই দুই মহিলার মধ্যে এই পরকীয়া ও ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ ঘিরে তীব্র বচসা শুরু হয়। সেই তুমুল বাগবিতণ্ডা চলাকালীন ক্ষোভের বশে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আচমকা একটি ব্লেড বের করে ভিমা বর্মণের গলায় চালিয়ে দেন অঞ্জলি। মুহূর্তের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ভিমা। তাঁর আর্তনাদ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে আসেন এবং তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।

সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।ঘটনার খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত অঞ্জলি বর্মণকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ত্রিকোণ প্রেমের জেরে ঘটে যাওয়া এই হামলার ঘটনায় একটি মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে।

জঙ্গলে পরিত্যক্ত সদ্যজাতকে কুড়িয়ে বাঁচালেন মালদার গৃহবধূ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হরিশ্চন্দ্রপুব

হরিশ্চন্দ্রপুর প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে স্থানীয় এক গৃহবধূর কল্যাণে নতুন জীবন পেল এক সদ্যজাত কন্যাসন্তান। জন্মের পরেই তাকে জঙ্গল মধ্যে তোয়ালে মুড়ে ফেলে রেখে গিয়েছিল অমানবিক মা। রক্তমাখা সেই একরত্তির শরীরে তখন থিকথিক করছে লাল পিঁপড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে গোরু আনতে গিয়ে ওই শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান এক গৃহবধূ। দেরি না করে নিজে উদ্যোগী হয়ে ওই সদ্যজাতকে উদ্ধার করে তার শুশ্রূষা করেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার লক্ষ্মীপাড়া এলাকায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় যেমন একদিকে প্রকৃত মায়ের নিষ্ঠুরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তেমনই অন্যদিকে ওই গৃহবধূর মহৎ প্রাণ ও মমত্ববোধকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সকলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই সোমবার বিকেলে জঙ্গলে গোরু আনতে গিয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দা শঙ্করী দাস। সেই সময়ই তিনি জঙ্গল থেকে ভেসে আসা একটি অস্পষ্ট চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। কৌতূহলী হয়ে আওয়াজের উৎস খুঁজতে গিয়েই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। তিনি দেখতে পান, জঙ্গলঘেরা ঝোপঝাড়ের মধ্যে তোয়ালে মোড়া রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে রয়েছে একটি সদ্যজাত শিশু। তার কচি শরীরে তখন লাল পিঁপড়ের দল কামড়াচ্ছে।দৃশ্যটি দেখে শঙ্করী দেবীর মায়ের মন কেঁদে ওঠে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওই সদ্যজাতকে কোলে তুলে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এরপর নিজ হাতে তাকে পরিষ্কার করে প্রাথমিক সেবা-শুশ্রূষা করেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরে দ্রুত চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে বর্তমানে শিশুটি চিকিৎসাধীন রয়েছে।শিশুটিকে উদ্ধারকারী গৃহবধূ শঙ্করী দাস আবেগতাড়িত হয়ে জানান, তআর কিছুক্ষণ দেরি হলেই হয়তো একরত্তিকে কুকুর-শেয়ালে খেয়ে ফেলত। কারণ কিছুক্ষণ পরেই ওই বাগানে শেয়ালের দল আসে। একজন মা কীভাবে এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে, তা ভেবেই অবাক লাগছে।দশিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে তার সমস্ত দায়িত্ব নিজে নেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন ওই গৃহবধূ। এক নির্মম মায়ের নিষ্ঠুরতাকে ছাপিয়ে শঙ্করী দেবীর এই অপরিসীম মমতা ও সাহসিকতার ঘটনায় সমগ্র হরিশ্চন্দ্রপুর জুড়ে প্রশংসার ঝড় উঠেছে। সকলেই ওই একরত্তির দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন।

জলপাইগুড়িতে সিপিএম জেলা কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডে অবস্থিত সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে অতর্কিত হামলা ও পেট্রল বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠল। সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সংঘটিত এই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, এবিভিপি কর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে ওই কার্যালয় ভাঙচুর করে এবং বোতলে পেট্রল ভরে আগুন জ্বালিয়ে পার্টি অফিসের ভেতরে ছুঁড়ে মারে, যার ফলে কার্যালয়ে আগুন ধরে যায়।স্থানীয় ও দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় পার্টি অফিসের ভেতরে বেশ কয়েকজন

নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ এই হামলা শুরু হওয়ায় তাঁরা দ্রুত ভেতরে ঢুকে লোহার গ্রিল আটকে দিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

আনে।সিপিএমের জেলা নেতা দেবরাজ রায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জানিয়েছেন, তআমরা কয়েকজন সেই সময় অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। হঠাৎ করেই একদল ছেলে এসে চড়াও হয় এবং ভাঙচুর চালায়। পরে আমরা বুঝতে পারি যে ওরা এবিভিপি-র সদস্য।অন্যদিকে, এই হামলার সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই বলে দাবি করেছে এবিভিপি ও গেরুয়া শিবির।

বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষ দাবি করেছেন, সোমবার সন্ধ্যায় এসএফআই-এর কর্মীরা দু'জন যুবককে মারধর করেছিল। এর বাইরে পরবর্তীতে ঠিক কী ঘটেছে বা কেন এই হামলা হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের জানা নেই। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে হামলাকারীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

তোর্সার গ্রাসে আলিপুরদুয়ারের রণবাহাদুর বস্তি, জলের তলায় চাষের জমি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

কয়েকদিন আগেই তোর্সার জলে ভেসে গিয়েছিল মাত্র তিন মাস আগে তৈরি হওয়া ৫০ মিটারের একটি অস্থায়ী বাঁধ। আর এবার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব সংকটের মুখে আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রণবাহাদুর বস্তি। নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে উত্তর দিকে সরতে শুরু করায় ইতিমধ্যেই ওই বস্তির প্রায় ৫০ বিঘা উর্বর চাষের জমি জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে যে গত এক সপ্তাহে তোর্সার আগ্রাসনে প্রায় দু'কিলোমিটার বনাঞ্চল নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।স্থানীয় সূত্রে খবর, কালচিনি এলাকায় স্থানীয়ভাবে ভারী বৃষ্টি না হলেও ভুটান পাহাড়ে গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। আর তার ফলেই ফুলেফেঁপে ওঠা তোর্সার জল সরাসরি আঘাত হানছে এই জনপদে। অতীতে জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির তরফে ব্রহ্মপুত্র নদী কমিশনের কাছে রণবাহাদুর বস্তিকে নদী-বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে রক্ষা করার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানানো হলেও পরবর্তীতে কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

কালিম্পংয়ের জন্য একগুচ্ছ বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি/কালিম্পং

খারাপ আবহাওয়ার জেরে কালিম্পংয়ে কপ্টার অবতরণ করতে না পারায় শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা থেকেই ভার্চুয়ালি কালিম্পংয়ের সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই পাহাড়বাসীর জন্য একাধিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন তিনি। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন এবং কর্মসংস্থান;সব ক্ষেত্রেই পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ভার্চুয়াল মাধ্যম থেকেই ২০২৪ ও ২০২৫ সালের ভূমিধস ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৭৩টি পরিবারকে জমির পাট্টার পাশাপাশি ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি কালিম্পংয়ে মোট ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৫০০টি আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়ার ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই কালিম্পংয়ের ১৫ হাজার মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র ৩ হাজার টাকা করে জমা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বৃদ্ধাবস্থার পেনশন ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। পাহাড়ে কর্মসংস্থান বাড়াতে ভিবি-গ্রাম ()ঙ্ক-ঝট্টঙ্গু) প্রকল্পে ১২৫ দিনের কাজের ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি চা-বাগানগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে ৩৩০ কোটি টাকার কাজ এবং চলতি বছরেই চা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে পুজো বোনাস দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কালিম্পংয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ৮, ৩২৫টি পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নতুন হাইওয়ে ও বিকল্প রাস্তা নির্মাণের পাশাপাশি দার্জিলিং,
কালিম্পং ও মিরিকে রাস্তাঘাট সংস্কার ও তৈরির জন্য ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এছাড়াও কালিম্পংয়ে একটি নতুন মেডিকেল কলেজ তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।এদিনের সভা থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, পাহাড়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমস্যার একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানসূত্র খুঁজতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা চলছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা দাবি করেন যে, সাংবিধানিক আলোচনার মাধ্যমেই পাহাড়বাসীর জমি, নিজস্ব পরিচয়, ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করা হবে।

পাহাড়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

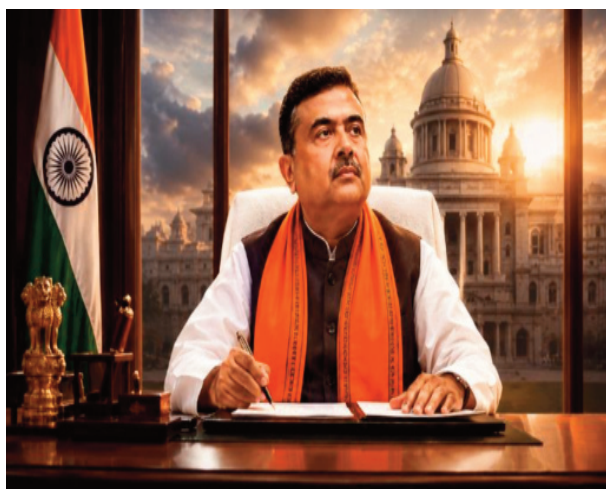

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি/কালিম্পং

অনীত থাপার ইস্তফার জেরে জিটিএ-তে তৈরি হওয়া অচলাবস্থা কাটাতে শেষপর্যন্ত আইএএস আধিকারিক স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তিকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করল নবান্ন। মঙ্গলবার কালিম্পংয়ের সরকারি অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের ভার্চুয়াল বৈঠক থেকেই পাহাড়ের বিপর্যয় মোকাবিলা এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে একাধিক বড় ঘোষণা করেছেন তিনি। পাশাপাশি অতীতে জিটিএ-র বিভিন্ন স্তরে হওয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধেও কড়া বার্তা দিয়ে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে পাহাড়ের ধস ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ৭৩টি পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে পাহাড়ের সামগ্রিক বিপর্যয় মোকাবিলা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে এদিন মুখ্যমন্ত্রী কালিম্পংয়ে সশরীরে পৌঁছাতে না পেরে শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা থেকেই ভার্চুয়ালি সমস্ত কর্মসূচিতে অংশ নেন। এদিনের সভা থেকে চা শ্রমিকদের জন্য বড় সুখবর শুনিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, এ বছর চা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে পুজো বোনাস দেওয়া হবে। এছাড়া যে সমস্ত চা বাগান বন্ধ রয়েছে, সেগুলিও পুনরায় খোলার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, কালিম্পংয়ের যে যোগ্য মহিলারা এখ নও 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র ৩ হাজার টাকা পাননি, তাঁদেরও সেই সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই কালিম্পংয়ের ১৫ হাজার মহিলা এই অনুদান পেয়েছেন এবং বাকি যোগ্যরাও দ্রুত তা পেয়ে যাবেন। অন্যদিকে, কালিম্পংবাসীদের জন্য আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি যারা এর বাইরে থাকবেন, তাঁদের 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা'র আওতায় নিয়ে আসার কথাও জানান তিনি। পাহাড়ের স্থায়ী সমস্যার সমাধানই সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে বার্তা দিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের অবিলম্বে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে একইসঙ্গে জিটিএ-র অন্দরে চলা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক সুরে তিনি বলেন, জিটিএ-তে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে পানীয় জলের প্রকল্পেও ব্যাপক দুর্নীতি ও সরকারি তছরুপ হয়েছে। এই ঘটনায় যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না জানিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে কঠোর আইনি পদক্ষেপ ও গ্রেপ্তার করা হবে। উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদলের পরেই জিটিএ-তে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, যার অব্যবহিত পরেই অনীত থাপা জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

গঙ্গার জল বাড়তেই ভূতনীতে বাঁধ কেটে বন্যার জল নামানোর উদ্যোগ

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

গঙ্গার জল দ্রুত হারে বাড়তে থাকায় মালদার মানিকচকের ভূতনীজুড়ে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় বন্যাকবলিত বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় দুই থেকে তিন ফুট জল বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অবশেষে প্রশাসনিক উদ্যোগে ভূতনীর দক্ষিণ চণ্ডীপুর এলাকায় বাঁধ কেটে ফুলহার নদীপথে বন্যার জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। বাঁধ কাটার পরই দ্রুত গতিতে জল নামতে শুরু করায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে বানভাসি মানুষের মধ্যে।উল্লেখ্য, গত ৩ সেপ্টেম্বর বাঁধ ভেঙে ভূতনী এলাকায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরপর থেকেই গঙ্গার জল অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকায় ভূতনীর বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নেয়। ভূতনীর তিনটি অঞ্চলের মিলিয়ে দুই লক্ষাধিক মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, কৃষিজমি-সহ বিভিন্ন এলাকা জলের তলায় চলে যায়।এই পরিস্থিতিতে বন্যার জল দ্রুত নামানোর জন্য দক্ষিণ চণ্ডীপুর এলাকায় বাঁধ কেটে দেওয়ার দাবি উঠতে থাকে বিভিন্ন মহল থেকে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের তরফে বাঁধ কাটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিন সকাল থেকেই জেসিবি মেশিন দিয়ে দক্ষিণ চণ্ডীপুর এলাকায় মাটির বাঁধ কাটার কাজ শুরু হয়। মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডলের উপস্থিতিতে প্রশাসনের উদ্যোগে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়।

বাঁধ কাটার পর ফুলহার নদীর দিকে জল বেরিয়ে যেতে শুরু করে। এর ফলে ভূতনীর বন্যাকবলিত একাধিক এলাকায় জলস্তর ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বাঁধ কেটে জল বের করে দেওয়ায় নতুন করে এলাকায় জল বাড়ার আশঙ্কা কিছুটা কমেছে। তবে গঙ্গার জলস্তর এখনও উদ্বেগজনক থাকায় পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন। বাঁধ কাটার কাজ শেষ হওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখে ামুখি হয়ে মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল বলেন, সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই দিনের আলোয় বাঁধ কেটে বন্যার জল নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এখন প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য বন্যাদুর্গত প্রতিটি মানুষের কাছে পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া।পাশাপাশি বন্যার কারণে যাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ পরিষেবা দীর্ঘসময় বিচ্ছিন্ন না থাকে, তার জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানান বিধায়ক। দুর্গত মানুষের পাশে থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ত্রাণ ও প্রশাসনিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

মিড ডে মিল নিয়ে চরম উত্তেজনা জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

বিশেষ মিড ডে মিলের আয়োজনকে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলা ও হাতাহাতির সাক্ষী থাকল জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল। মিড ডে মিলের মান ও অন্যান্য অভিযোগকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে খোদ স্কুলের প্রধানশিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ইকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল একাংশ পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। ছাত্রদের মারধরে প্রধানশিক্ষক মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং তাঁর নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে দেখা যায়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং প্রধানশিক্ষককে উদ্ধার করে। স্কুল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে এবং সেই উপলক্ষেই এদিন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে একটি বিশেষ মিড ডে মিলের আয়োজন করা হয়েছিল। অভিযোগ, দশম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র মিড ডে মিলের ঘরে গিয়ে খাবারের মান সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেলে প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে তাদের বচসা ও মারধরের ঘটনা ঘটে। প্রধানশিক্ষকের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের মারধরের এই খবর স্কুল চত্বরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে অন্যান্য ছাত্ররা। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান তুলে তারা দলবদ্ধভাবে প্রধানশিক্ষকের ওপর চড়াও হয়। মারধর করতে করতে তাঁকে স্কুল কক্ষ থেকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে চত্বরে নিয়ে আসা হয়। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের স্পষ্ট অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই তাদের স্কুলে মিড ডে মিলের মান অত্যন্ত নিম্নমানের দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মিড ডে মিলের জন্য বরাদ্দ চাল-ডাল ও অন্যান্য সামগ্রী চুরিরও গুরুতর অভিযোগ তুলেছে তারা।

এই অব্যবস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে ওই প্রধানশিক্ষককে স্কুল থেকে অপসারণের দাবি জানিয়েছে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা। শিক্ষক দিবস কিংবা তার রেশ কাটতে না কাটতেই এমন অপ্রত্যাশিত ও নজিরবিহীন ঘটনায় গোটা জলপাইগুড়ি শহরজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তরকন্যার হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ভেঙে ঢুকে পড়ল তৃণমূল নেতার ছেলের গাড়ি! ধুন্ধুমার কাণ্ড ফুলবাড়িতে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফুলবাড়ি

দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে যখন উত্তরকন্যায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ঠিক সেই সময়ই ভবনের ঠিক পাশে তাঁর জন্য নির্ধারিত হেলিপ্যাড চত্বরে নিরাপত্তার বলয় ভেদ করে ঢুকে পড়ল একটি চারচাকা গাড়ি। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়ের পুত্র বাপি রায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হেলিপ্যাড চত্বরে চরম উত্তেজনা ও ধুন্ধুমার কাণ্ডের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খারাপ আবহাওয়ার জেরে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার নামতে না পারলেও নির্দিষ্ট হেলিপ্যাডের বাইরে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য জড়ো হয়েছিলেন বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থক। ঠিক সেই মুহূর্তে 'আর্মি' লেখা একটি সাদা রঙের গাড়ি নিয়ে সলিসিটর বাপির হেলিপ্যাড চত্বরে সোজা ঢুকে পড়ার দৃশ্য দেখে শোরগোল শুরু হয়ে যায়। আচমকা এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন সেখানে উপস্থিত বিজেপি কর্মীরা। তাঁরা তেড়ে যান ওই গাড়ির দিকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎক্ষণাৎ আসরে নামে পুলিশ। গাড়িটিকে কোনোমতে ওই চত্বর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালালে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের তীব্র বচসা ও ধস্তাধস্তি বাধে। একদল ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী দলীয় পতাকা লাগানো বাঁশ দিয়ে ওই গাড়িটির পেছনের কাচে সজোরে আঘাত করেন, যার জেরে গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার চাদরে মোড়া মুখ ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাড চত্বরে কী ভাবে কোনো পাস বা অনুমতি ছাড়াই একটি চারচাকা গাড়ি ঢুকে পড়ল, তা নিয়ে। এছাড়া ঠিক কী উদ্দেশ্যে তৃণমূল নেতার পুত্র ওই সময় গাড়ি নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিলেন, তা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। যদিও এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই মুখ্যমন্ত্রী সড়কপথেই বাগডোগরা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেন, তবে এই নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনায় প্রশাসনিক স্তরে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

খারাপ আবহাওয়ায় কালিম্পংয়ে নামল না মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার

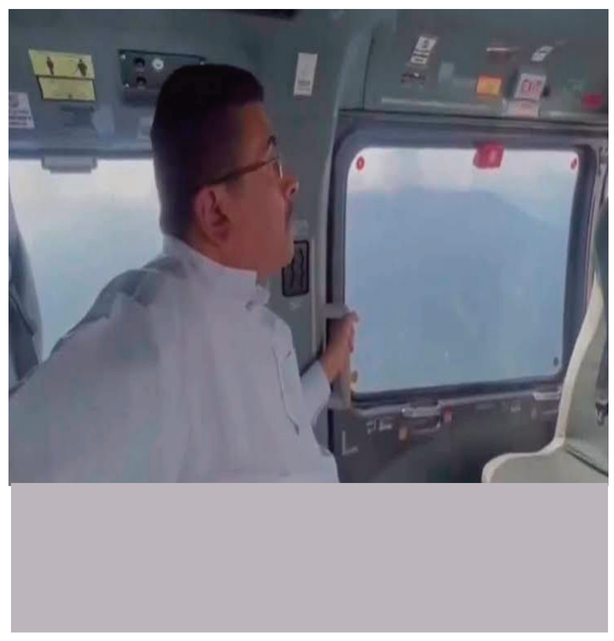

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি/কালিম্পং

খারাপ আবহাওয়ার জেরে শেষমুহূর্তে কালিম্পংয়ে নামতে পারল না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কপ্টার। ডুরপিন হেলিপ্যাডে অবতরণ করতে না পেরে কপ্টারটি ফিরিয়ে আনা হয় এবং শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যার কাছে একটি হেলিপ্যাডে সেটিকে নামানো হয়। তবে প্রতিকূল আবহাওয়া বাধা হয়ে দাঁড়ালেও মুখ্যমন্ত্রীর কালিম্পংয়ের কোনো সরকারি কর্মসূচি বাতিল করা হয়নি, বরং শিলিগুড়ি থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে সমস্ত কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে কপ্টারে করে কালিম্পংয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কালিম্পংয়ের আকাশে আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ থাকায় এবং দৃশ্যমানতা কম থাকায় নিরাপত্তার খাতিরে কপ্টার নামানো সম্ভব হয়নি। বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, কপ্টার ফিরে এলেও নির্ধারিত কর্মসূচি ভেস্তে যায়নি। কালিম্পং টাউন হলে আয়োজিত মূল সরকারি অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারলেও ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে পাহাড়বাসীর হাতে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ভার্চুয়াল মাধ্যমেই প্রশাসনিক বৈঠক সম্পন্ন করেন তিনি। কালিম্পংয়ের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তা, বিধায়ক ভরত ছেত্রী, সোনম লামা ও নোমান রাইয়ের মতো জনপ্রতিনিধিরা। অন্যদিকে, উত্তরকন্যায় ফিরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়েও একটি উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর।

সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়েও প্রার্থী দিল না তৃণমূল

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চালসার নতুন প্রধান নির্বাচিত বিজেপির পবিত্রী রসাইলি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চালসা

মাটিয়ালি ব্লকের চালসার মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান হিসেবে মনোনীত হলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা পবিত্রী রসাইলি। মঙ্গলবার কঠোর পুলিশি নিরাপত্তায় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে প্রধান গঠনের নির্বাচনি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধান হিসেবে পবিত্রী দেবীর নাম চূড়ান্ত হয়। নির্বাচন পর্ব মিটতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন উপস্থিত বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। আবির খেলে আনন্দ উদযাপনের পাশাপাশি নবনির্বাচিত প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে চালসা গোলাই পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য মিছিলও বের করা হয়। জানা গিয়েছে, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ২৬। এর মধ্যে গত ১৭ আগস্ট তৃণমূলের তৎকালীন প্রধান দীপা মিঝা নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এছাড়া এক জন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। এদিন প্রধান নির্বাচনের সভায় মোট ২৪ জন পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান দীপা মিঝা। উপস্থিত ২৪ জন সদস্যের মধ্যে বিজেপির ৫ জন, তৃণমূল কংগ্রেসের ১৭ জন এবং সিপিআইএম ও নির্দলের ১ জন করে সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সভায় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা শঙ্করী মুখ ার্জী রাই প্রধান হিসেবে পবিত্রী রসাইলির নাম প্রস্তাব করেন এবং অপর সদস্যা রোমা ওরাওঁ সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানান। সভায় উপস্থিত অন্য সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্যও একযোগে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। অন্য কোনো প্রার্থীর নাম প্রস্তাব না আসায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধান নির্বাচিত হন পবিত্রী রসাইলি। প্রধান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় চত্বরে ছিল কড়া পুলিশি পাহারা ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। মাল এসডিপিও সুদীপ্ত সরকার এবং মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গোটা এলাকা মুড়ে রেখেছিল। সমস্ত প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর নবনির্বাচিত প্রধান পবিত্রী রসাইলি জানিয়েছেন, দলমত নির্বিশেষে আগামী দিনে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে তিনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করবেন।

পরবর্তী প্রজন্মের সিক্স-জি প্রযুক্তির রূপরেখা তৈরি

আমেরিকা ও ২৪টি দেশের জোটে শামিল ভারত

সকালের শিরোনাম

সুনীপম মহাকুল

ভবিষ্যতের অত্যাধুনিক টেলিকম যোগাযোগ ব্যবস্থা সিক্স-জি (৬জি) নেটওয়ার্কের রূপরেখা ও সার্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত করতে আমেরিকার নেতৃত্বে এক আন্তর্জাতিক উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিল ভারত। আমেরিকার বাণিজ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগে ভারত ছাড়াও আরও চব্বিশটি দেশ একযোগে কাজ করবে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ রক্ষা করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সম্প্রতি আমেরিকায় অনুষ্ঠিত জি-২০ উদ্ভাবন সংক্রান্ত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের ফাঁকে ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ এবং আমেরিকার বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিকের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকেই পরবর্তী প্রজন্মের এই নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভবিষ্যৎ দিশা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমেরিকার বাণিজ্য মন্ত্রক এক আনুষ্ঠানিক বার্তায় জানায়, ক্ষ্মআমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে ভারত আমেরিকা ও অপর চব্বিশটি দেশের সঙ্গে সিক্স-জি প্রযুক্তি বিষয়ক যৌথ উদ্যোগে শামিল হয়েছে। আমাদের যৌথ লক্ষ্য হলো এমন একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যা পারস্পরিক সুরক্ষাকে প্রাধান্য দেবে, বাজার প্রতিযোগিতা বাড়াবে এবং উন্নত উদ্ভাবনের পথ প্রশস্ত করবে। আমেরিকার মাটিতে হওয়া এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ভারতীয় প্রতিনিধি দল স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, সেমিকন্ডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডেটা সেন্টারের পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের যোগাযোগ নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত তার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারি আরও জোরদার করতে প্রস্তুত।

একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে 'ভারত ৬জি মিশন'-এর মাধ্যমে দেশীয় গবেষণাকে উৎসাহ দেওয়ার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, এই আন্তর্জাতিক সমঝোতা তাতে আরও বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।

হিন্দু ধর্মীয় দলের সফরের সময় মহিলা কর্মীদের সরানোর অভিযোগ

প্রতিবাদে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারে ধর্মঘট

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্যারিস

একটি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিনিধি দলের সফরের সময় মহিলা কর্মীদের কাজ থেকে সরিয়ে 'অদৃশ্য' করে রাখার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তুমুল ক্ষোভ ছড়াল ফ্রান্সে। লিঙ্গবৈষম্যমূলক এই আচরণের প্রতিবাদে সোমবার কর্মীরা ধর্মঘটের ডাক দেওয়ায় প্যারিসের ঐতিহাসিক আইফেল টাওয়ার সারাদিন দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখা হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে ফ্রান্সের রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে এবং প্যারিস পুর কর্তৃপক্ষ ঘটনার দ্রুত তদন্তে ্স্র নির্দেশ দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, প্যারিসের শহরতলিতে একটি বড় মন্দিরের উদ্বোধনে আসা বোচাসনবাসী অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থা (বিএপিএস)-এর সঙ্গে যুক্ত প্রায় একশো জনের একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি আইফেল টাওয়ার পরিদর্শনে যায়। সেই সময় টাওয়ার কর্তৃপক্ষ ও ঠিকা সংস্থার মহিলা কর্মীদের তাঁদের কর্মস্থল থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে বলা হয় এবং তাঁদের জায়গায় পুরুষ কর্মীদের বসানো হয়। এমনকি প্রতিনিধি দলটি যে সমস্ত এলাকা দিয়ে যাবে, সেখানে মহিলাদের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে কর্মী সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে। আইফেল টাওয়ার পরিচালনাকারী সংস্থা 'সেট' (সোসাইটি দেক্সপ্লয়টেশন দে লা তুর আইফেল) স্বীকার করেছে যে, ওই ধর্মীয় প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকেই মহিলাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ এড়াতে এই বিশেষ বন্দোবস্তের অনুরোধ করা হয়েছিল। তবে সংস্থার সভাপতি এরিয়েল উইল স্পষ্ট জানান, এই ধরনের বৈষম্যমূলক শর্ত কোনোভাবেই মেনে নেওয়া উচিত হয়নি।

ফরাসি প্রজাতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষতা ও নারী-পুরুষের সমানাধিকারের মূল্যবোধের পরিপন্থী এই সিদ্ধান্তের দায় স্বীকার করে সংস্থার তরফে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ঘটনার জল গড়াতেই বিবৃতি জারি করে ক্ষমা চেয়েছে বিএপিএস কর্তৃপক্ষ। প্যারিসের বিএপিএস মন্দিরের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিনিধি দলের আকার বড় হওয়ায় সাধারণ দর্শনার্থীদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেজন্যই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে এই পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কাউকে আইফেল টাওয়ারে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়নি দাবি করে সংস্থাটি জানায়, এই ঘটনায় কেউ আঘাত পেয়ে থাকলে বা কারও কোনো অসুবিধা হয়ে থাকলে তারা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এদিকে ফরাসি রাজনীতিবিদরা একযোগে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। প্যারিসের মেয়র এমানুয়েল ্র

গ্রগোয়ার কর্মীদের অসন্তোষকে সম্পূর্ণ ন্যায্য বলে উল্লেখ করে জানিয়েছেন, কোনো অবস্থাতেই লিঙ্গবৈষম্য বরদাস্ত করা হবে না এবং দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফ্রান্সের জাতীয় সংসদের সভানেত্রী ইয়ায়েল ব্রন-পিভে কড়া ভাষায় বলেন, বিদেশি কোনো দর্শনার্থীর চাপে পড়ে ফরাসি মহিলাদের পিছিয়ে যেতে বলা কখনই মেনে নেওয়া যায় না।

সমানাধিকার মন্ত্রী অরোরা বের্গে এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আতালও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ফ্রান্সে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বা মতাদর্শের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার খর্ব করা বরদাস্ত করা হবে না।

বসেছে ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আসর, সেরা ছবি 'আর্টিকেল ৩৭০'

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি

আগামী ২২ সেপ্টেম্বর গুজরাটের একতা নগরে (কেভাড়িয়া) অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেশের সেরা চলচ্চিত্র শিল্পী, কলাকুশলী ও নির্দেশকদের হাতে ২০২৪ সালের চলচ্চিত্রিক সাফল্যের এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার তুলে দেবেন। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের নতুন নীতি অনুযায়ী, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানকে শুধু জাতীয় রাজধানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার অংশ হিসেবেই এবার এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্মারক সংলগ্ন একতা নগরে। এবারের আসরে সেরা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে হিন্দি ছবি 'আর্টিকেল ৩৭০'। সেরা অ-পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবির সম্মান পেয়েছে 'ভাঙ্গার' এবং সেরা তথ্যচিত্রের শিরোপা জিতেছে 'রাম-নামী'। প্রধান চরিত্রে সেরা অভিনেতার পুরস্কার যৌথভাবে পেয়েছেন মালয়ালম ছবি 'ভ্রমযুগম'-এর জন্য প্রবীণ তারকা মামুট্টি এবং ক্রীড়াভিত্তিক ছবি 'চন্দু চ্যাম্পিয়ন'-এর জন্য কার্তিক আরিয়ান। 'আর্টিকেল ৩৭০' ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয়ের সুবাদে প্রধান চরিত্রে সেরা অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার জিতে নিয়েছেন ইয়ামি গৌতম।

এছাড়া 'স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর' ছবির জন্য সেরা নবাগত পরিচালকের পুরস্কার খ

পাচ্ছেন রণদীপ হুডা। মারাঠি, সাঁওতালি, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, টুলু এবং গাড়োয়ালি-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ছবির বিশেষ উৎকর্ষ এ বছর জাতীয় মঞ্চে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। এই প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ইতিহাসে কোনো সাঁওতালি ভাষার ছবি অ-পূর্ণদৈর্ঘ্য বিভাগে পুরস্কৃত হতে চলেছে। বক্স অফিসে ঝড় তোলা 'কল্কি ২৮৯৮ এডি', 'আমরণ', 'পুষ্পা দ্য রুল পার্ট-০২', 'ভুল ভুলাইয়া ৩' এবং 'স্ত্রী ২'-এর মতো জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলিও বিভিন্ন কারিগরি ও শৈল্পিক বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে। সিনেমা বিষয়ক লেখ ালেখির ক্ষেত্রে সেরা চলচ্চিত্র সমালোচকের সম্মান পাচ্ছেন সঞ্জীব শ্রীবাস্তব। কন্নড় চলচ্চিত্রের রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটের ওপর ড. প্রদীপ কেঞ্চানুরুর লেখা গ্রন্থটি সেরা সিনেমা বিষয়ক বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। ১৯৫৪ সাল থেকে শুরু হওয়া দেশের এই সর্বোচ্চ সম্মান এবার দিল্লিতে না হয়ে 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর বার্তা নিয়ে গুজরাটের মাটিতে প্রদান করা হবে।

প্রাণনাশের হুমকি অগ্রাহ্য করে ২৩তম ফাঁসির সাজা ঘোষণা বিচারকের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজাফফরনগর

মাফিয়া বা অপরাধীদের ভয়ে দায়িত্ব পালন করলে বিচার ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা ভেঙে পড়বে। একজন কাপুরুষ বিচারক হিসেবে পরিচিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাও আমার কাছে শ্রেয়ক্ষ্ম;এক বধূ হত্যার মামলায় অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে নিজের রায়ে এমনই কঠোর ও সাহসী পর্যবেক্ষণ তুলে ধরলেন উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক রবি কুমার দিবাকর। গ্যাংস্টার ও মাফিয়াদের লাগাতার হুমকি সত্ত্বেও গত চার মাসে এটি তাঁর এজলাস থেকে ঘোষিত ২৩তম মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ। সোমবার যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার একটি বহুল চর্চিত মামলায় নদীম নামের এক ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৫০৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের এই বিচারক।

সরকারি আইনজীবী কুলদীপ কুমার জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের ২৩ জুলাই শাহপুর এলাকায় যৌতুকের দাবিতে ২৩ বছর বয়সী স্ত্রী শাহজাদীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে নদীমের বিরুদ্ধে। দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে মৃত্যুর আগে তরুণীর দেওয়া জবানবন্দির (ডাইং ডিক্লারেশন) ওপর ভিত্তি করেই আদালত এই চরম সাজা ঘোষণা করে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, বিচার চলাকালীন প্রসিকিউশনের মোট ১১ জন সাক্ষীর প্রত্যেকেই বয়ান বদলে বৈরী (হস্টাইল) হয়ে গিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও বিচারক চিকিৎসাধীন অবস্থায় রেকর্ড করা তরুণীর মৃত্যুকালীন বয়ানকেই চূড়ান্ত সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন। নিজের রায়ে বিচারক রবি কুমার দিবাকর উল্লেখ করেন, তাঁর বাবা-মা তাঁকে কেবল ঈশ্বরকে ভয় করতে শিখি য়েছেন, অন্য কাউকে নয়। বাহুবলী বা সন্ত্রাসীদের কোনো চাপ তিনি মেনে নেবেন না। নীতি ও সততার সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই তিনি পদে থাকবেন, নয়তো বিচার ব্যবস্থার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে চেয়ার আঁকড়ে থাকবেন না। বিচারক ক্ষোভের সঙ্গে এ-ও জানান, মাফিয়া ও অপরাধীদের সুবিধা পাইয়ে দিতেই সম্প্রতি তাঁর এজলাস থেকে প্রায় একশোটি গুরুত্বপূর্ণ খুনের মামলা প্রত্যাহার করে অন্য আদালতে স্থানান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাত্র চার মাসে ১০টি মামলায় ২২ জনকে ফাঁসির সাজা দেওয়ায় আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে;এই যুক্তি দেখিয়ে গত অগস্টে জেলা দায়রা বিচারক বীরেন্দ্র কুমার সিং এক প্রশাসনিক নির্দেশে দিবাকরের এজলাস থেকে ৯৭টির বেশি খুনের মামলা নিজেদের হাতে ফিরিয়ে নেন। এছাড়া মুজাফফরনগরে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বহর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ বিচারকের। প্রাণনাশের আশঙ্কার কথা জানিয়ে তিনি শীর্ষ পুলিশ ও প্রশাসনিক মহলে অবিলম্বে নিরাপত্তা বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন।

মিথ্যাকে হারাবে সত্য', গুজরাটের যুব সমাবেশে বিনামূল্যে অনলাইন কোচিংয়ের ঘোষণা মোদীর

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভদোদরা

মিথ্যার আওয়াজ দিয়ে যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু দেশের যুবশক্তি সবসময় সত্যের পক্ষেই দাঁড়াবে;মঙ্গলবার গুজরাটের ভদোদরায় এক সুবিশাল যুব সমাবেশে এভাবেই কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীকে নাম না করে কড়া রাজনৈতিক আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভদোদরায় আয়োজিত 'নমো ফর বিকশিত ভারত' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে তিনি ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি উন্নয়ন প্রকল্পের উল্লেখের পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পড়ুয়াদের জন্য বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং ব্যবস্থা চালু করার বড় প্রতিশ্রুতি দেন। ভদোদরার সভাস্থলে যুবসমাজের বিপুল উপস্থিতির মাঝে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করে জানান, যারা নানা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বিলি করছে তাদের ফাঁদে যেন তরুণ প্রজন্ম পা না দেয়। রাহুল গান্ধীর 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' প্রচার কর্মসূচির প্রতি ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু মানুষ 'ঝুট কি গুঞ্জ' (মিথ্যার অনুরণন) ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, তবে শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় সুনিশ্চিত। দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে ভালো কাজের মধ্যেই খুঁত খুঁজে বের করে অনুযোগ করা ক্ষ্ম একই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন, ২০১৪ সালের আগে পূর্ববর্তী সরকারের সাত-আট বছরে মালবাহী রেল করিডরের এক কিলোমিটার কাজও এগোয়নি।

তরুণ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে মোদী জানান, বর্তমান বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়াশোনার ধরনও বদলাচ্ছে।

> **মিথ্যার আওয়াজ দিয়ে যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু দেশের যুবশক্তি সবসময় সত্যের পক্ষেই দাঁড়াবে;মঙ্গলবার গুজরাটের ভদোদরায় এক সুবিশাল যুব সমাবেশে এভাবেই কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীকে নাম না করে কড়া রাজনৈতিক আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।**

বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে নিজস্ব চেনা রসিক ভঙ্গিতে তীব্র কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডরে ডাবল-স্ট্যাক কন্টেইনার ট্রেনের সফল যাত্রার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ক্ষ্মসম্প্রতি মুম্বইয়ের জেএনপিটি থেকে ভদোদরা পর্যন্ত দোতলা কন্টেইনার ট্রেন চালানো হয়েছে। এই একটি ট্রেনেই ২৫০টিরও বেশি ট্রাকের সমপরিমাণ পণ্য পরিবহণ সম্ভব হয়েছে। এখন কোনো কোনো অসন্তুষ্ট আত্মীয় বা 'নারাজ ফুফা'-র মতো মানুষ হয়তো অভিযোগ তুলতে শুরু করবেন যে ট্রাক চালকদের কী হবে বা যারা ট্রাক কিনেছিলেন তাদের কী হবে! কিছু মানুষের কাজই হলো প্রতিটি শুধু ডিগ্রি অর্জনের যুগ পেরিয়ে এখন ডিগ্রির পাশাপাশি বাস্তব দক্ষতার গুরুত্ব অনেক বেশি।

প্রতি বছর গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়ের একটি বড় অংশ সন্তানদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কোচিংয়ের পেছনে ব্যয় হয়।

সেই আর্থিক বোঝা লাঘব করতে দেশের সেরা শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরকারি অনলাইন কোচিং প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই রূপান্তর বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণে যুবসমাজকে আরও শক্তিশালী করবে।

পিলার ও বিম ছাড়াই দাঁড়িয়েছিল সত্য নিকেতনের বহুতল

সাত মৃত্যুর পর মালিক গ্রেফতার ও পাঁচ পুরকর্তা বরখাস্ত

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নতুন দিল্লি

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ ক্যাম্পাসের অদূরে সত্য নিকেতন এলাকায় বহুতল ভেঙে পড়ে সাতজনের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এলো। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, কয়েক দশক পুরনো ওই ভবনটিতে ভারবহনকারী কোনো স্তম্ভ (কলাম বা পিলার) এবং বিম ছিল না। তার ওপর দীর্ঘদিন ধরে ভূগর্ভস্থ অংশে (বেসমেন্ট) লাগাতার জল চুইয়ে পড়ার সমস্যা ছিল। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর ভবনের মূল মালিক ও পরিচালক পরিবারের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে গাফিলতির অভিযোগে দক্ষিণ জোনের ডেপুটি কমিশনার-সহ পুরসভার পাঁচ পদস্থ ইঞ্জিনিয়ারকে বরখ াস্ত করা হয়েছে। রবিবার দুপুর আনুমানিক দেড়টা নাগাদ প্রায় ৫৫ বর্গমিটার জায়গার ওপর গড়ে ওঠা বেসমেন্ট এবং একতলা-সহ চার তলার ওই বয়েজ পেয়িং গেস্ট (পিজি) ভবনটি মেরামতের কাজ চলাকালীন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপ থেকে ১২ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও সাতজনের মৃত্যু হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, বেসমেন্টে জল চুইয়ে পড়ার কারণে সেখানে মেরামতের কাজ চলছিল। কোনো কাঠামোগত রদবদল বা নিয়ম লঙ্ঘন করে সংস্কারকাজ করার জেরেই এই বিপর্যয় ঘটল কি না, তা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এই ঘটনায় ভারতীয় বায়ুসেনার অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট ৮১ বছর বয়সী হরিরাম গুপ্ত, তাঁর ৭৫ বছর বয়সী স্ত্রী উর্মিলা গুপ্ত এবং ৫২ বছর বয়সী পুত্র মহেশ গুপ্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, নথিপত্র অনুযায়ী ভবনের প্রকৃত মালিক উর্মিলা গুপ্ত, তবে তাঁর স্বামী ও পুত্র মিলে ওই পেয়িং গেস্ট আবাসনের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। দুর্ঘটনার পর দিল্লি পুরনিগমের (এমসিডি) অন্দরেও তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়েছে প্রশাসন। দক্ষিণ জোনের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ কুমার, সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার রণবীর সিং, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ললিত কুমার গোয়েল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুনীল চৌহান এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আশিস কুমারকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে গোটা দিল্লি জুড়ে বিপজ্জনক বহুতল চিহ্নিত করতে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। উচ্চতা ও তলার সংখ্যা লঙ্ঘন করা বহুতলগুলির ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত শহরের সমস্ত নিয়মবহির্ভূত পাঁচতলা বাড়ি সিল করার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে দিল্লির উপরাজ্যপাল তরণজিৎ সিং সান্ধু পেয়িং গেস্ট হাবগুলিতে বিশেষ পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। দিল্লি হাইকোর্ট গোটা ঘটনাকে ক্ষ্মঅত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকক্ষ্ম আখ্যা দিয়ে সরকারের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই বলে স্পষ্ট জানিয়েছে এবং পুরসভাকে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতির ভারসাম্য ও কূটনীতির মহড়া নয়াদিল্লিতে

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নতুন দিল্লি

আগামী সপ্তাহান্তে আন্তর্জাতিক কূটনীতির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠতে চলেছে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি। প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। ২০০৬ সালে আত্মপ্রকাশের পর চলতি বছরই এই আন্তর্জাতিক জোট প্রতিষ্ঠার কুড়ি বছর পূর্ণ করল। এর আগে ২০১২, ২০১৬ এবং ২০২১ সালে সফলভাবে দায়িত্ব পালনের পর ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি চতুর্থবারের মতো ব্রিকসের সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছে ভারত। সম্মেলনের প্রাক্কালে ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে ব্রিকস দেশগুলির অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরদের চূড়ান্ত বৈঠক বসছে। ব্রাজিলের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, সম্প্রসারিত ব্রিকস বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৯ শতাংশ, বৈশ্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩৯ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ২৩ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বব্যাংক, জি-সেভেন এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পশ্চিমি দেশগুলির একাধিপত্যের বিকল্প হিসেবে গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল বিশ্বের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর তুলে ধরাই এই মঞ্চের মূল অভিমুখ। আয়োজক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন সদস্য ও সহযোগী দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব রাশিয়া ও চিন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইতিমধ্যে নিজের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন। ২০১৯ সালের পর প্রথমবার ভারত সফরে আসছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, সঙ্গে থাকছে চার শতাধিক প্রতিনিধির বিশাল দল। সম্মেলনের ফাঁকে মোদী-জিনপিং দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জোর সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ। আমন্ত্রিত ও সহযোগী দেশ বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো, কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম-জোমার্ট তোকায়েভ, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম, থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল এবং রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারত সভাপতিত্ব করায় এই সম্মেলন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

অক্ষরের আলোয় জীবনের পথচলা

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ আশীষ দত্ত

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস আট সেপ্টেম্বর। অ আ ক খ;কয়েকটি অক্ষর। কিন্তু এই অক্ষরগুলোই বদলে দিতে পারে একটি মানুষের জীবন। খুলে দিতে পারে জ্ঞানের দরজা, তৈরি করতে পারে আত্মবিশ্বাস, জানাতে পারে অধিকার এবং দেখাতে পারে স্বপ্নপূরণের পথ। তাই সাক্ষরতা শুধু পড়তে বা লিখতে শেখার বিষয় নয়; এটি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে মানুষের এগিয়ে যাওয়ার গল্প। আজ ৮ সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। বিশ্বের নানা প্রান্তে এখনও যখন শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞান থেকে বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা উদ্বেগের বিষয়, তখন এই দিনটি নতুন করে মনে করিয়ে দেয়;উন্নয়নের প্রকৃত ভিত্তি গড়ে ওঠে শিক্ষিত ও সচেতন মানুষকে কেন্দ্র করেই। একটি শিশুর হাতে যখন প্রথম বই ওঠে, তখন তার সামনে শুধু কয়েকটি পাতা খুলে যায় না; খুলে যায় সম্ভাবনার এক নতুন পৃথিবী। আবার কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যখন জীবনের অনেকটা সময় পার করে প্রথম নিজের নাম লিখতে শেখেন, তখন সেই মুহূর্তটিও হয়ে ওঠে আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার এক অনন্য অভিজ্ঞতা। সাক্ষরতার শক্তি এখানেই;এটি মানুষকে কেবল তথ্য দেয় না, নিজের সক্ষমতার ওপর বিশ্বাস করতেও শেখায়। তবে সময়ের সঙ্গে সাক্ষরতার ধারণাও বদলেছে। একসময় পড়তে, লিখতে এবং সাধারণ হিসাব করতে পারাকেই সাক্ষরতার প্রধান মাপকাঠি হিসেবে ধরা হতো। আজকের প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে সেই ধারণা আরও বিস্তৃত। ডিজিটাল পরিসরে তথ্য খুঁজে নেওয়া, প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করা, অনলাইন পরিষেবা ব্যবহার করা এবং প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণের সক্ষমতাও আধুনিক সাক্ষরতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। বিশ্ব এগোলেও শিক্ষার আলো এখনও সব মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছায়নি। দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, শিশুশ্রম এবং নানা প্রতিকূলতার কারণে বহু শিশু নিয়মিত শিক্ষার সুযোগ থেকে দূরে সরে যায়। প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের ক্ষেত্রে এই সংকট আরও প্রকট। অনেক সময় পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে শিশুদেরও অল্প বয়সে কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। ফলে থমকে যায় তাদের শিক্ষাজীবন, সংকুচিত হয়ে আসে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও।

সাক্ষরতার সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নের সম্পর্কও অত্যন্ত গভীর। একজন শিক্ষিত নারী শুধু নিজের জীবন সম্পর্কে সচেতন হন না, তাঁর পরিবার ও আগামী প্রজন্মের শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা একটি পরিবারে সচেতনতার পরিবেশ তৈরি করে, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ধারণা বাড়ায় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাক্ষরতার প্রসারকে শুধুমাত্র বিদ্যালয়মুখী শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। স্কুলছুট শিশুদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার সুযোগও নিশ্চিত করা জরুরি। কারণ বয়সের সঙ্গে শেখার অধিকার শেষ হয়ে যায় না। জীবনের যে কোনও পর্যায়েই নতুন করে অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় মানুষের জীবনকে বদলে দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে পরিবার এবং সমাজের ভূমিকাও কম নয়। কোনও শিশু যেন শুধুমাত্র আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার পথ থেকে সরে না যায়, কোনও কিশোরী যেন সামাজিক বাধার কারণে স্কুলছুট না হয় এবং কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যেন অক্ষরজ্ঞানহীন থাকার কারণে দৈনন্দিন জীবনে পিছিয়ে না পড়েন;সেই দায়িত্ব সমাজেরও। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস তাই কেবল একটি দিবস পালনের আনুষ্ঠানিকতা নয়। এটি আত্মসমালোচনারও দিন। আমাদের চারপাশে এখনও কত মানুষ শিক্ষার আলো থেকে দূরে? কত শিশু আজও নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না? প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে কত মানুষ এখনও হিমশিম খাচ্ছেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়াই হোক দিনের প্রকৃত তাৎপর্য। সাক্ষরতা মানুষের হাতে কেবল একটি কলম তুলে দেয় না, তুলে দেয় নিজের ভবিষ্যৎ লেখার ক্ষমতা। আর সেই ক্ষমতাই বদলে দিতে পারে একটি পরিবার, একটি সমাজ, এমনকি একটি দেশের ভবিষ্যৎ। ৮ সেপ্টেম্বরের এই দিনে তাই অঙ্গীকার হোক;শিক্ষার আলো পৌঁছবে সবার কাছে। কারণ একটি অক্ষর থেকে শুরু হওয়া পথচলাই একদিন হয়ে উঠতে পারে বদলে যাওয়া জীবনের সবচেয়ে বড় গল্প। অক্ষরের আলো নিভে না;একজন থেকে আরেকজনের কাছে ছড়িয়ে পড়তে পড়তেই তা আলোকিত করে সমাজকে।

খণ্ডঘোষে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খণ্ডঘোষ

মঙ্গলবার খণ্ডঘোষ বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে সালুন অ্যাসোসিয়েশন লজে অনুষ্ঠিত হলো ভারতীয় জনতা পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং আগামী দিনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে এদিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি তাপস বোস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তাপস মল্লিক, শম্পা মাথুর, বিভাস চাঁদ, হরে কৃষ্ণ মণ্ডল, কৃষ্ণকান্ত হালদার, মানিক রায়-সহ ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির সদস্যরা। পাশাপাশি বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্রের প্রমুখ এবং অন্যান্য বিজেপি কার্যকর্তারাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও সুসংহত করা, কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচিগুলি সফলভাবে রূপায়ণের বিষয়েও এদিন আলোচনা করা হয়। দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সক্রিয় উপস্থিতিতে সালুনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠককে ঘিরে বিজেপির সাংগঠনিক তৎপরতা ছিল যথেষ্ট চোখে পড়ার মতো।

বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে মুখ ঢেকে দুষ্কৃতী তাণ্ডব!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই একাধিকবার হুমকি ও শাসানি দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছিল বলেও দাবি। সেই অভিযোগের আবহেই এবার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাতের অন্ধকারে মুখ ঢেকে একদল দুষ্কৃতীর

দোকানে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠল। দোকানের পাশের বাড়িতে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের মারধর করে আলমারি ভেঙে নগদ টাকা ও অলঙ্কার নিয়ে চম্পট দেওয়ারও অভিযোগ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান শহরের বড়নীলপুর দক্ষিণশান্তি এলাকায়। আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কার্তিক দাস এ ঘটনায় লিখিতভাবে বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, সোমবার রাতে এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর মুখে গামছা বাঁধা একদল দুষ্কৃতী ওই এলাকায় হানা দেয়। প্রথমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালানো হয় এবং লুটপাট করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর দুষ্কৃতীরা দোকানের পাশের বাড়িতেও ঢুকে পড়ে। সেখানে পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয় এবং আলমারি খুলে নগদ টাকা ও সোনার অলঙ্কার নিয়ে হামলাকারীরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর দাবি, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিভিন্নভাবে হুমকি ও শাসানি দেওয়া হচ্ছিল। অভিযোগপত্রে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে তাঁদের মদতেই এই হামলা ও তাণ্ডব চালানো হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। এই হামলার নেপথ্যে রাজনৈতিক কোনও কারণ রয়েছে, নাকি অন্য কোনও ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক বিবাদ কাজ করছে;তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

রাতের অন্ধকারে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত এবং লুট হওয়া নগদ ও অলঙ্কারের পরিমাণ কত, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

দুর্গাপুজোর আগে হাওড়া পুরসভার সমন্বয় বৈঠকে সিইএসসি-সহ একাধিক সংস্থা

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

দুর্গাপুজোর আগেই শহরের বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ পরিকাঠামোকে আরও নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল করতে উদ্যোগী হল হাওড়া পুরসভা। উৎসবের মরশুমে বিদ্যুৎজনিত দুর্ঘটনা কিংবা তারের জট থেকে যাতে কোনওরকম বিপত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে বৈঠক করল পুরসভা। পুরসভা কমিশনার তেজস্বী রানা-র নেতৃত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে সিইএসসি, ডাব্লুবিএসইডিএল এবং কেবল ও ইন্টারনেট পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা তারের জট, দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার না হওয়া কেবল এবং অনুমোদনহীন তার নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পুরসভা সূত্রে খবর, রাস্তার উপর কিংবা বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর আশপাশে থাকা অপ্রয়োজনীয় তার চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে সরিয়ে ফেলার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে যে কেবল ও নেটওয়ার্কগুলি বর্তমানে পরিষেবায় রয়েছে, সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণেও বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পুরসভার লক্ষ্য, পুজোর সময় শহরের ব্যস্ত রাস্তাগুলিতে মানুষের চলাচল ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণে কোনও সমস্যা তৈরি না হওয়া। পাশাপাশি বিদ্যুতের তার থেকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানো এবং শহরের সৌন্দর্য ও পরিকাঠামোগত শৃঙ্খলা বজায় রাখাও এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। পুজোর আগে হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় পরিকাঠামো সংক্রান্ত একাধিক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমস্ত সংস্থার মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পুরসভার এই উদ্যোগের ফলে উৎসবের দিনগুলিতে নাগরিক পরিষেবা আরও নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

টোটোর 'দৌরাত্ম্য' চিন্তামণি দে রোডে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

যত্রতত্র টোটো পার্কিংয়ের জেরে নাজেহাল দশা হাওড়ার চিন্তামণি দে রোডে। যানজট, পথচলতি মানুষের ভোগান্তি আর দোকানের সামনে টোটো দাঁড় করিয়ে রাখা নিয়ে ক্ষোভ চরমে। অবশেষে স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সোমবার হাওড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে গণপিটিশন জমা দিলেন এলাকার ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই চিন্তামণি দে রোডের বিভিন্ন অংশে নিয়ম না মেনে রাস্তার উপরেই পার্কিং করা হচ্ছে টোটো। রাস্তার একটা বড় অংশ টোটোর দখলে চলে যাওয়ায় ব্যস্ত সময়ে যান চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ছে। চরম সমস্যায় পড়ছেন পথচারী থেকে ক্রেতা, সকলেই। ব্যবসায়ীদের দাবি, দোকানের মুখের সামনেই সার দিয়ে টোটো দাঁড়িয়ে থাকায় ক্রেতাদের ঢোকা-বেরোনোর পথ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে ব্যবসায়। প্রতিবাদ করলে বা টোটো সরাতে বললে চালকদের একাংশ দুর্ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ। এই নিয়ে একাধিকবার এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, সমস্যা নতুন নয়। এর আগে হাওড়া থানা, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট ও ট্রাফিক বিভাগে বারবার জানানো হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সাময়িক ব্যবস্থা নিলেও কয়েকদিন পরেই ফের যে কে সেই অবস্থা। ফলে কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। পুজোর আগে ভিড় বাড়ার আশঙ্কায় এবার সরাসরি জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তাঁরা। গণপিটিশনে তিন দফা দাবি তোলা হয়েছে - ১) রাস্তার উপর অবৈধ টোটো পার্কিং অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, ২) নিয়মিত ট্রাফিক নজরদারি চালাতে হবে এবং ৩) যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে নির্দিষ্ট পার্কিং জোন চিহ্নিত করতে হবে। বাসিন্দাদের আশঙ্কা, উৎসবের মরসুমে এখনই ব্যবস্থা না নিলে চিন্তামণি দে রোডে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নেবে।

অনাস্থা সভা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গেল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সুতি, মুর্শিদাবাদ

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ঘিরে মঙ্গলবার চাঞ্চল্য ছড়ালো মুর্শিদাবাদের সুতি-২ ব্লকে। হাইকোর্টের নির্দেশে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই অনাস্থা সভা ডাকা হলেও শেষ পর্যন্ত তা কার্যত ভেস্তে যায়। সভা ভেস্তে যাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলন করে পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও অভিযোগ প্রকাশ করেন অনাস্থার পক্ষে থাকা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। বিদ্রোহী সদস্যদের দাবি, মোট ৩০ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের মধ্যে ১৬ জন সভাপতি শাহানাজ বিবির বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। সেই অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে সভা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অভিযোগ, সভার আগের রাতে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় এলাকা থেকে পঞ্চায়েত সমিতির দুই সদস্য রাখি সরকার সিংহ এবং আব্দুস শুকুরকে পুলিশ আটক করে। বিদ্রোহী সদস্যদের অভিযোগ, ওই দুই সদস্যকে আটক করার ফলে অনাস্থার পক্ষে থাকা সদস্যের সংখ্যা ১৬ থেকে কমে ১৪-তে দাঁড়ায়। ফলে মোট ৩০ জন সদস্যের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংখ্যা আর পূরণ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে অনাস্থা প্রস্তাব কার্যকর করার মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় বাকি সদস্যরাও সভায় অনুপস্থিত থাকেন। শেষ পর্যন্ত অনাস্থা সভা ভেস্তে যায়। সভা শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্রোহী সদস্যরা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে দুই সদস্যকে আটক করে অনাস্থা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা হয়েছে। তবে তাঁদের এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। হাইকোর্টের নির্দেশে অনাস্থা সভা ঘিরে আগে থেকেই

এলাকায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার মধ্যেই দুই সদস্যকে আটক করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। আগামী দিনে এই অনাস্থা প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশাসনিক ও আইনি ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ হয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

ঝুলন মেলার সার্কাসে রহস্যমৃত্যু

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
উখড়া

খনি অঞ্চল তো বটেই, আশপাশের গ্রামাঞ্চলেও উখড়ার ঝুলন মেলা পরিচিত। প্রতি বছরের মতো এ বারও ঘটা করে শুরু হয়েছে মেলা ও উৎসব। নানান দোকানপাটের পাশাপাশি বসেছে সার্কাসের আসরও। আর সেই উৎসবের মধ্যেই মঙ্গলবার সকালে সার্কাসের তাঁবুর ভিতর এক কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল উখড়ায়। মৃতের নাম অনিল কুমার ঠাকুর (৫৭)। তিনি নদিয়া জেলার বেতাই গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অন্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সার্কাস কোম্পানির ম্যানেজার রথীন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় জানান, সার্কাসের তাঁবু কী ভাবে বাঁধা হবে, তার নকশা ও নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে অনিল দক্ষ ছিলেন। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আগের কর্মী বয়সজনিত কারণে কিছু দিন আগে কাজ ছেড়ে দেন। এর পরেই নদিয়ার অনিলবাবু সার্কাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই কাজে যোগ দেন। রথীন্দ্রবাবুর দাবি, সোমবার রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাজ করেছেন অনিল। তার পর মঙ্গলবার সকালে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। কী ভাবে এবং কেন এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশের তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মেলা চলাকালীন সার্কাসের তাঁবুর ভিতর কর্মীর এমন রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে মেলা চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায়।

বেআইনি চোলাই মদের ঠেকে অভিযান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দু'নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি চোলাই মদের কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল নয়াগ্রাম সার্কেলের আবগাড়ি দপ্তর ও বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। পেটবিন্ধি, মহাপাল, নাকাইজুড়ি ও সালবনী এলাকায় যৌথভাবে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কয়েকটি বেআইনি চোলাই মদের ঠেক ভেঙে দেওয়া হয়। অভিযান চালিয়ে প্রায় ৮০ লিটার চোলাই মদ নষ্ট করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি চোলাই মদ তৈরিতে ব্যবহৃত প্রায় ৪৫০ লিটার ফারমেন্টেড ওয়াশও নষ্ট করা হয়েছে। চোলাই মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত বেশ কিছু সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ও আবগাড়ি দপ্তর। অভিযান চলাকালীন পুলিশ ও আবগাড়ি দপ্তরের আধিকারিকদের দেখতে পেয়ে চোলাই কারবারিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ফলে এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকাগুলিতে রমরমিয়ে চলছিল বেআইনি চোলাই মদের ব্যবসা। আবগাড়ি ও পুলিশের এই অভিযানে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

ফ্রুট প্রসেসিং কারখানায় হানা খাদ্য সুরক্ষা দফতরের

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য্য
কাঁকসা

পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি ফ্রুট প্রসেসিং কারখানায় মঙ্গলবার আচমকা হানা দেয় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের একটি প্রতিনিধি দল।এই অভিযান চলাকালীন বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে যে,ওই কাইখানায় কাঁচা কলায় রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে তা পাকানো হতো।প্রায় ২০ ডিগ্রি তাপমাত্রার ঘরে সেগুলি রেখে পাকানো হতো।ওই কারখানায় অভিযান চলার ঘটনা প্রকাশে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, ওই কারখানায় কাঁচা কলাকে প্রথমে রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে প্রক্রিয়া করা হয় এবং এরপর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার চেম্বারে রাখা হয়। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক শুভম ঘোষ জানিয়েছেন, কলা পাকানোর জন্য ঠিক কী ধরনের রাসায়নিক কতটা পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি খাদ্য সুরক্ষা মানদণ্ড মেনে চলছে কি না, তা যাচাই করতেই খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে। আধিকারিকরা কারখানায় কলা মজুত, প্রক্রিয়াকরণ এবং পাকানোর পুরো পদ্ধতির তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পাশাপাশি কারখানা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। ল্যাব রিপোর্টের পরেই স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে ব্যবহৃত রাসায়নিক খাদ্য সুরক্ষা নিয়ম মেনে করা হচ্ছে কি না। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের এই বিশেষ অভিযানের সময় কাঁকসা থানার পুলিশ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। আচমকা

এই অভিযানে কারখানা চত্বরে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দপ্তরের এই পদক্ষেপের পর এখন সকলের নজর তদন্ত রিপোর্টের দিকে।এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে এই কারখানা থেকেই নিত্যদিন সকালে ঠেলা গাড়িতে করে কলা পানাগড় বাজারে বিক্রি করেন বহু ব্যবসায়ী।এছাড়াও এই কারখানা থেকে কল পৌঁছায় অন্যান্য জেলাতেও।

ধর্মান্তরের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা, আটক একাধিক

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
পাথরপ্রতিমা

ধর্মান্তরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে বহিরাগত এক দলের হাতাহাতি ও হামলার অভিযোগ উঠেছে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া এই উত্তেজনা সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঢোলাহাট থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিগম্বরপুরের বাসিন্দা শ্রীকৃষ্ণ মাইতির বাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে বহিরাগত কিছু মানুষের যাতায়াত লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। অভিযোগ, ওই বাড়িতে এলাকার মানুষকে একত্রিত করে

যিশুখ্রিস্টের উপাসনা করার জন্য প্ররোচিত করা হতো।

পাশাপাশি, আরাধনার মাধ্যমে ব্যাধি ও শারীরিক কষ্ট থেকে অলৌকিক মুক্তির প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চলছিল। এই নিয়ে এলাকায় গুঞ্জন তৈরি হলে মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় কয়েকজন মহিলা ওই বাড়িতে গিয়ে বহিরাগতদের পরিচয় জানতে চান। অভিযোগ, তখনই উভয়পক্ষের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয় এবং মহিলাদের ওপর আচমকা হামলা চালানো হয়। অন্যদিকে, অভিযুক্ত পক্ষের দাবি ধর্মান্তরের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁদের বক্তব্য, সেখানে কোনো বেআইনি কাজ হচ্ছিল না। খ্রিস্ট ধর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি মানুষকে সৎ পথে চলা, প্রার্থনা করা, ব্যায়াম ও পরচর্চা এড়িয়ে সুস্থ জীবনযাপনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। উল্টে স্থানীয় কিছু লোক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধর্মান্তরের মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই বাড়ি থেকে কয়েকজনকে উদ্ধার করে গদামথুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। এ বিষয়ে দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রবীন্দ্রনাথ বেরা জানান, এলাকায় শান্তি বজায় রাখাই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। কী উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়িতে বহিরাগতরা জড়ো হচ্ছিলেন এবং সেখানে সত্যি ধর্মান্তরকরণ চলছিল কি না, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। কোনোভাবেই এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বিনষ্ট হতে দেওয়া হবে না। আইন অনুযায়ী প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।ক্ষ্ম ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং পুলিশ পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে।

Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 09-09-2026 06:49 Page 8

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় হাওড়ায় নতুন উদ্যোগের সূচনা

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর ও দায়িত্বশীল করে তুলতে হাওড়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা শুরু করল 'প্লাস্টিক ট্র্যাক' অ্যাপ। সোমবার সন্ধ্যায় হাওড়ার শরৎ সদনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করা হয়। প্লাস্টিক বর্জ্যকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে তা সংগ্রহ, পুনর্ব্যবহার এবং নাগরিকদের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে। 'ট্র্যাক, কলেক্ট, রিসাইকেল, রিওয়ার্ড' ; এই ভাবনাকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে 'প্লাস্টিক ট্র্যাক' অ্যাপ। আয়োজকদের দাবি, প্লাস্টিক ব্যবহারের পর তা যাতে যত্রতত্র ফেলে না দেওয়া হয় এবং পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যায়, সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই এই উদ্যোগ। 'ডিজিট্যাল ইকোসিস্টেম(ইন্ডিয়া)'-এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য, বিজেপির হাওড়া জেলা সদরের সহ-সভাপতি অজয় মান্না, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অল ইন্ডিয়া কো-কনভেনর ধনপত রাম আগরওয়াল এবং 'গঙ্গা সংগ্রাম'-এর পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি ব্রিজ উপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। আয়োজকদের বক্তব্য, প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে শুধুমাত্র প্রশাসনিক পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণও। সেই লক্ষ্যেই প্রযুক্তিনির্ভর এই প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়ে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, নাগরিকদের অংশগ্রহণ যত বাড়বে, ততই প্লাস্টিক বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে পরিবেশ দূষণ কমিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ও টেকসই পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

নামী বহুজাতিক আইটি সংস্থার চাকরি ছেড়ে সাইবার প্রতারণায় ! জালে ১২

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
হুগলি

নামী বহুজাতিক আইটি সংস্থার চাকরি ছেড়ে সাইবার প্রতারণার চক্রে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠল উত্তরপাড়ার এক যুবকের বিরুদ্ধে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করার পর একটি নামী মাল্টিন্যাশনাল আইটি সংস্থায় চাকরিও করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই চাকরি ছেড়ে সাইবার প্রতারণার কারবারে যুক্ত হন বলে পুলিশের দাবি। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার থানার তদন্তে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। সাইবার প্রতারণার অভিযোগের তদন্তে নেমে মোট ১২ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে চন্দননগর পুলিশের সাইবার গোয়েন্দারা। ধৃতদের বয়স ২২ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের নেটওয়ার্ক শুধু হুগলি বা পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, প্যান কার্ড, চেকবই, ব্যাঙ্কের পাসবই-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও তিনটি মোবাইল ফোন এবং সাতটি মোবাইল সিমকার্ড উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া নথি ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী খতিয়ে দেখে প্রতারণার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাইবার প্রতারণার অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে চন্দননগর পুলিশের সাইবার থানা। তদন্তে উঠে আসে একটি সংগঠিত চক্রের বিষয়টি। প্রাথমিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১২ জনকে। চন্দননগর পুলিশের ডিসি (ডিডি) রূপান্তর সেনগুপ্ত জানান, ধৃতদের বাড়ি বিভিন্ন জায়গায়। তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে তাঁদের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না। অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনের নিজেদের মধ্যে পরিচয় ছিল, আবার কয়েকজনের ক্ষেত্রে সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। তবে তাঁদের প্রতারণার কৌশল অনেকটাই একই ধরনের। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, কখনও হোয়াটসঅ্যাপ বা মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে লিঙ্ক পাঠিয়ে সেই লিঙ্কে ক্লিক করিয়ে প্রতারণা করা হত। আবার কখনও সাহায্য বা উপকার করার অছিলায় সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলা হত। পুলিশের অনুমান, এই চক্রের সঙ্গে আরও বহু ব্যক্তি যুক্ত থাকতে পারেন। তদন্তকারীদের মতে, প্রতারণার ধরন অনেকটাই জামতারা-ধাঁচের। তবে এই চক্রের নেটওয়ার্ক দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকায় গোটা চক্রের হদিশ পেতে সময় লাগতে পারে। এখনও পর্যন্ত ঠিক কতজনের কাছ থেকে কত টাকা প্রতারণা করা হয়েছে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য পুলিশের হাতে আসেনি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে বারবার সতর্ক করা হচ্ছে। অপরিচিত কোনও ব্যক্তি ফোন, মেসেজ বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে লিঙ্ক পাঠালে তাতে ক্লিক না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত বা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য, পাসওয়ার্ড, ওটিপি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ নথির তথ্য শেয়ার না করার জন্যও সতর্ক করেছে পুলিশ। পুলিশের বার্তা স্পষ্ট;সামান্য অসতর্কতাই সাইবার প্রতারকদের হাতে বড়সড় আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই সতর্ক থাকাই প্রতারণা থেকে বাঁচার অন্যতম প্রধান উপায়।

পানাগড়ে হাইড্রা ক্রেনের ধাক্কায় পিষ্ট সাইকেল আরোহী

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য্য
কাঁকসা

অনিয়ন্ত্রিত হাইড্রা ক্রেনের ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহীর মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে পানাগড় থেকে রনডিহা যাওয়ার রাস্তায় অনুরাগপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম রতন দাস। ৫৫ বছর বয়সী রতন দাস পানাগড়ের রেল কলোনি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি পেশায় একজন দিন মজুর ছিলেন। ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রতনবাবু সকালে নিজের সাইকেলে চেপে রেল কলোনি থেকে ব্যক্তিগত কাজে রঘুনাথপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় পেছন থেকে আসা একটি দ্রুতগামী হাইড্রা ক্রেন তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে গেলে ক্রেনটি তাঁকে পিষে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান রতন দাস। দুর্ঘটনাটি চোখে পড়তেই ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা ধাওয়া করে হাইড্রা ক্রেনটিকে আটক করেন। উত্তেজিত জনতা ক্রেন চালককে ধরে স্থানীয় একটি ক্লাবের ঘরে আটকে রাখেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল এবং সেটির ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিল ক্রেনটি। দুর্ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ পানাগড়-রনডিহা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বুদবুদ থানার পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকরা উত্তেজিত জনতাকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পুলিশ রতনবাবুর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় এবং অভিযুক্ত চালককে আটক করার পাশাপাশি ঘাতক হাইড্রা ক্রেনটিকে বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এই অকাল মৃত্যুতে পানাগড়ের রেল কলোনি এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশ দিয়ে মহিলা-শিশুদের বার করে ঋণ খেলাপির বাড়ির দখল আধার ফাইনান্স কোম্পানি

সকালের শিরোনাম
রাজ কুমার ঘোষ
কালনা

পুলিশ দিয়ে বাড়ির শিশু ও মহিলাদের টেনে বার করে দিয়ে ঋণখেলাপিদের বাড়ির দখল নিল আধার ফাইনান্স কোম্পানি। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার নাদনঘাট থানার পারুলডাঙ্গা গ্রামে। এই গ্রামের পরিমল হালদার এবং প্রতাপ হালদার নামের দুই ব্যক্তি ২০১৮ সালে বর্ধমানের আঁধার হাউসিং ফাইনান্স কোম্পানি থেকে ১০ লক্ষ ৭০হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। অভিযোগ ঋণগ্রহীতারা ঋণ নেবার পর ৫৪ মাস আধার ফাইন্যান্স কোম্পানির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেননি। সেই টাকা সুদে আসলে দাঁড়ায় ২৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। কোম্পানি কালনা আদালতে মামলা করে ঋণগ্রহীতাদের বাড়ি দখল নেওয়ার আদেশ পায়। সেই আদেশ মোতাবেক মঙ্গলবার নাদনঘাট থানার পুলিশের সহযোগিতায় আধার ফাইন্যান্স কোম্পানির লোকজন বাড়ির দখল নিতে আসে। বাড়ির মহিলারা প্রথমে গেটের তালা খুলতে চাইনি, পরবর্তীতে পুলিশ গেটের তালা ভেঙে প্রবেশ করে। সেই তালা ভেঙে বাড়ির ভিতরে ঢুকে শিশু এবং মহিলাদের পুলিশ দিয়ে বাড়ির গেটের বাইরে করে দেওয়া হয়। তারপরে উল্লেখিত ফাইন্যান্স কোম্পানির পক্ষ থেকে বাড়িটিকে সিল করে দেওয়া হয়।

জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ ও ধর্নায় সিজেপি

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বাঁকুড়া

ইন্দাসে ককরোচ জনতা পার্টির কর্মীর পিতাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।গত ১৩ আগস্ট ঘটে যাওয়া এই হত্যাকাণ্ডের বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হলেও মূল আসামিরা এখনও ধরা না পড়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ককরোচ জনতা পার্টির কর্মী ও সমর্থকেরা। ঘটনার নেপথ্যে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ তোলা হয়েছে। মঙ্গলবার একাধিক দাবি নিয়ে ককরোচ জনতা পার্টির কর্মী-সমর্থকেরা জেলা শাসকের দপ্তরের অভিমুখে একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। তবে মিছিলটি জেলা শাসকের অফিসের সামনে পৌঁছালে পুলিশের তরফ থেকে ব্যারিকেড গড়ে তা আটকে দেওয়া হয়।পুলিশি বাধার মুখে পড়ে ক্ষুব্ধ কর্মীরা ঘটনাস্থলেই রাস্তায় বসে পড়ে অবস্থান ধর্নায় শামিল হন। ককরোচ জনতা পার্টির মূল ৩ দফা দাবি, ঘটনার মূল অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে, দ্বিতীয়ত নিহত আব্দুল মাফিজের বাবা মাফিকের স্মরণে এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।তৃতীয়ত ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ তদন্তের জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। আন্দোলনকারী নেতাদের অভিযোগ, আজকের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসার পথে তাঁদের কর্মীদের নানাভাবে বাধা দিয়েছে পুলিশ। শুধু তাই নয়, আন্দোলনকারীদের মুখ বন্ধ করতে তাঁদের কর্মী-সমর্থকদের বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মারাত্মক হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিনিধিরা। দলের নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পুলিশ ও প্রশাসনের এই ধরনের ভীতি প্রদর্শনে তাঁরা পিছু হটবেন না। মূল অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত এবং তাঁদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই আন্দোলন জারি থাকবে এবং জেলা শাসকের এই প্রাঙ্গনে ধরনা দেবে।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত ২

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাঁকুড়া

একই দিনে পরপর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দু'জনের মৃত্যু। সকালে বাড়ির পাশে বাঁশ কাটতে গিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধার। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই দুপুরে ধান জমিতে ওষুধ দিতে গিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক কৃষকের। পরপর দুই মৃত্যুর ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। মৃত কৃষকের নাম মিলন ঘোষ (৪৮)। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধান জমিতে ওষুধ দিতে গিয়েছিলেন মিলনবাবু। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। এরপর তাঁর ছেলে জমিতে বাবাকে খুঁজতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, জমির মধ্যে পড়ে রয়েছেন তাঁর বাবা। ঘটনাটি জানাজানি হতেই পরিবারের সদস্যরা খবর দেন পুলিশকে। খবর পেয়ে ইন্দাস থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যে জমিতে মিলন ঘোষ ওষুধ দিতে গিয়েছিলেন, সেই জমির উপর দিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইন চলে গিয়েছে। কোনওভাবে ওই বিদ্যুৎ লাইনের সংস্পর্শে এসে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে থাকতে পারেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে মাঠের মধ্যে পড়ে থাকার পর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করেন। একদিকে সকালে বৃদ্ধার মৃত্যু, অন্যদিকে দুপুরে কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু;একই দিনে পরপর দুটি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনায় ইন্দাসজুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি থানায় যান স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎ লাইনের নিরাপত্তা ও জমির উপর দিয়ে যাওয়া উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ তার নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মহা সমারোহে পালিত প্রাচীন নন্দ উৎসব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুরের ঐতিহ্যবাহী পঁচেটগড় রাজবাড়িতে মহা সমারোহে পালিত হলো কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন নন্দ উৎসব। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ উৎসবকে ঘিরে সকাল থেকেই রাজবাড়ি চত্বরে ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে। শুধু পঁচেট এলাকার মানুষই নয়, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ভক্ত ও পুণ্যার্থী এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবে সামিলিত হন।এদিন রাজবাড়ির প্রাচীন রীতি ও পরম্পরা মেনে পঁচেট রাজবাড়ির কুলদেবতা কিশোররাই জীউ সহ সমস্ত দেবদেবীর বিগ্রহ রাজবাড়ির ঝুলন মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। বিশেষ পুজো ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় নন্দ উৎসবের বিভিন্ন পর্ব।

নন্দ উৎসব উপলক্ষে রাজবাড়ির ছোট্ট গোপাল ঠাকুরকে ননী খাওয়ানোর বিশেষ রীতিও পালন করা হয়। এই আচারকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে দেখা যায় বিশেষ আবেগ ও উৎসাহ। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও ভক্তিগীতের সুরে এদিন মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা রাজবাড়ি। ভক্তিগীতির মধুর সুর, ধর্মীয় মন্ত্রোচ্চারণ এবং ভক্তদের সমাগমে রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে তৈরি হয় এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে এই উৎসব আজও মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষণের।

রান্নাঘরে ছত্রাকযুক্ত খাবার, ঢাকনাবিহীন খাদ্যসামগ্রী !

হাওড়ার নামী রেস্তোরাঁকে ১৪ দিন বন্ধের নির্দেশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

খাবারের গুণমান ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে কোনওরকম আপোস নয়। 'ফুড সেফটি উইক'-এর মধ্যেই হাওড়া শহরের একটি নামী রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসায় কড়া পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাঁটি ১৪ দিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ওই সময়ের জন্য রেস্তোরাঁটির লাইসেন্সও স্থগিত করা হয়েছে বলে হাওড়া পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা খাদ্য সুরক্ষা অভিযানের অংশ হিসেবে সোমবার হাওড়া শহরের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে ও খাবারের দোকানে পরিদর্শন চালায় হাওড়া পুরনিগম। সেই অভিযানের সময় বেলপোল এলাকার একটি নামী রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি নজরে এসেছে বলে প্রশাসনের দাবি। পরিদর্শনকারীদের অভিযোগ, রেস্তোরাঁটির রান্নাঘরে কাঁচা মুরগির মাংস, মাছ, পনির-সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী যথাযথ নিয়ম মেনে সংরক্ষণ করা হচ্ছিল না। কয়েকটি খাদ্যসামগ্রী ঢাকনাবিহীন অবস্থায় রাখা ছিল বলেও অভিযোগ। পাশাপাশি, প্যাকেটজাত খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রস্তুতের তারিখ ও মেয়াদ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় লেবেলও পাওয়া যায়নি বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। অভিযানের সময় আরও গুরুতর একটি বিষয় নজরে আসে বলে দাবি করা হয়েছে। ডিপ ফ্রিজে রাখা রান্না করা কাবাবের উপর ছত্রাকের উপস্থিতি দেখতে পান পরিদর্শনকারীরা। এরপর ব্যবহারের অনুপযুক্ত ও দূষিত খাদ্যসামগ্রীগুলি নষ্ট করে দেওয়া হয়। এই সমস্ত অনিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য সুরক্ষা ও মান আইন, ২০০৬-এর ৩২ নম্বর ধারায় রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষকে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১৪ দিনের জন্য রেস্তোরাঁটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সচিব অনুপম চক্রবর্তী জানান, পরিদর্শনের সময় একাধিক নিয়ম-বহির্ভূত বিষয় নজরে আসায় ডেপুটি সিএমওএইচ-২-এর তরফে ১৪ দিনের ক্লোজার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিকাঠামোগত উন্নতি করতে হবে। এরপর ফের পরিদর্শন করা হবে। সমস্ত খাদ্য সুরক্ষা বিধি মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরের ছাড়পত্র মিললেই রেস্তোরাঁটি পুনরায় চালু করা যাবে। পুর প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনওরকম আপস করা হবে না। খাবার তৈরি থেকে শুরু করে সংরক্ষণ ও পরিবেশন;প্রতিটি পর্যায়ে নির্ধারিত খাদ্য সুরক্ষা বিধি মেনে চলতে হবে। নিয়ম ভাঙার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে আগামী দিনেও এই ধরনের নজরদারি ও অভিযান চলবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

চাকরি দেওয়ার নামে ২ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ মঙ্গলকোটের মণ্ডল সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে

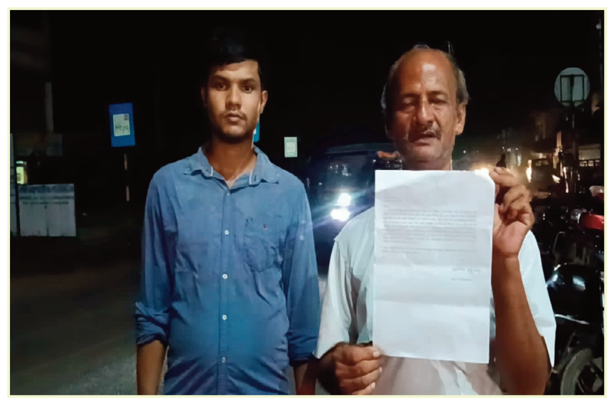

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মঙ্গলকোট

চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে দু-লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল মঙ্গলকোটে। ৩ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে উঠেছে এই মারাত্মক অভিযোগ। যদিও অভিযুক্ত নেতার দাবি, তিনি কোনও চাকরির জন্য টাকা নেননি, বরং ব্যক্তিগত দরকারে ধার নিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ ঘটনাটি ঘিরে এই মুহূর্তে মঙ্গলকোটের রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক বছর আগে মঙ্গলকোটের লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা বিমল চট্টরাজের কাছ থেকে তাঁর ছেলের চাকরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২ লক্ষ টাকা নেন ৩ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সৌমেন মুখোপাধ্যায়। বিমলবাবুর আত্মীয় অ্যালিস চট্টরাজের দাবি, টাকা লেনদেনের একাধিক স্পষ্ট প্রমাণ তাঁদের কাছে রয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই কড়া অবস্থান নিয়েছে দল। ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি মন্দিরা চট্টরাজ জানান, আমাদের মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা ও একাধিক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। দলগতভাবে ইতিমধ্যেই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে এবং পুলিশ প্রশাসন পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।অন্যদিকে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক সৌমেন মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমি টাকাটা চাকরির জন্য নিইনি, ধার নিয়েছিলাম। খুব শীঘ্রই তা পরিশোধ করে দেব। আমাকে রাজনৈতিকভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই শাসকদলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠতে শুরু করায় চরম অস্বস্তিতে স্থানীয় নেতৃত্ব।

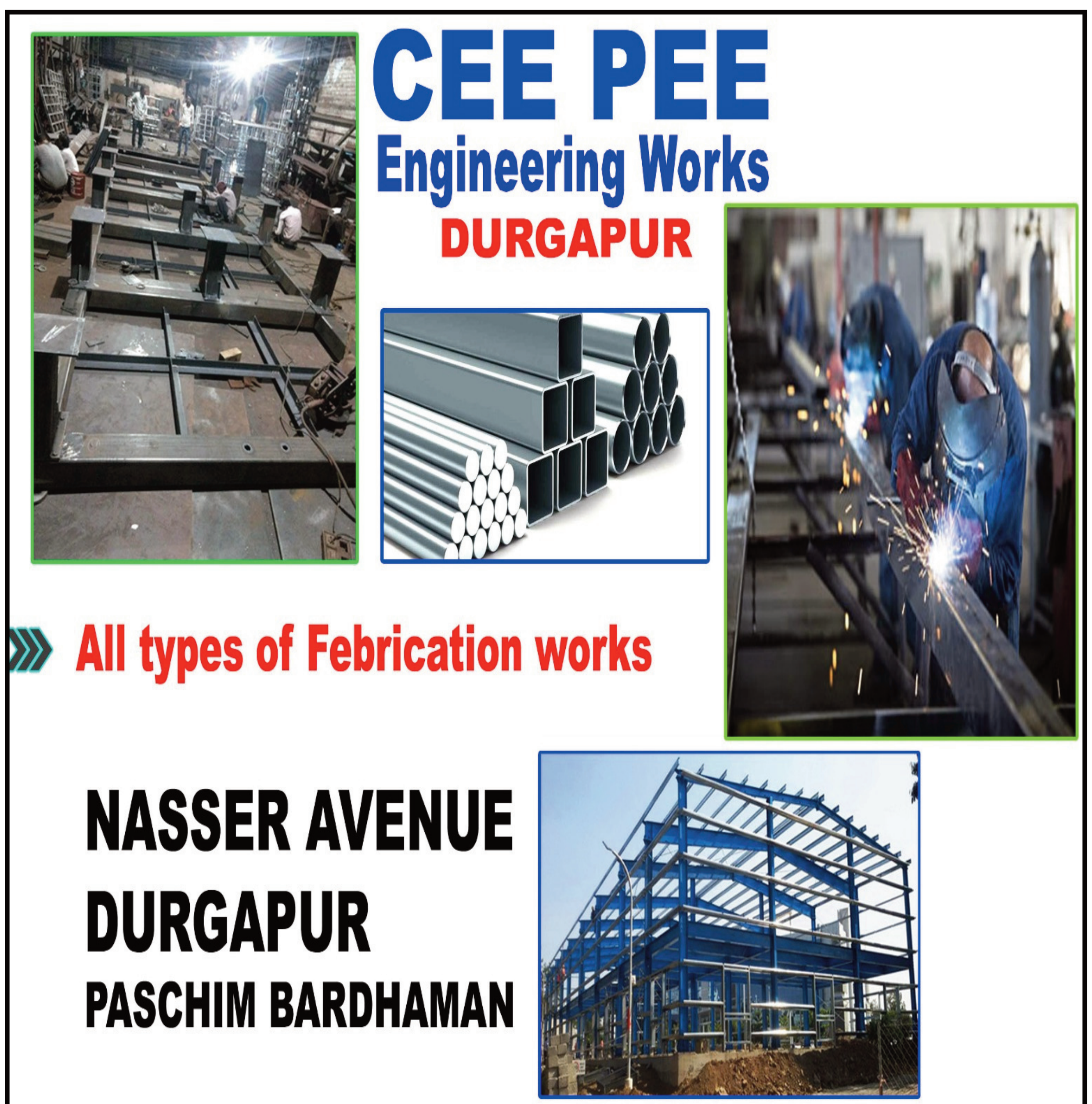

Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 09-09-2026 06:49 Page 9

বাল্যবিবাহ ও কিশোরী মাতৃত্ব রুখতে সাগরে প্রশাসনিক সচেতনতা শিবির

সকালের শিরোনাম

রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া

সাগর

বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে গঙ্গাসাগরে বিশেষ উদ্যোগ নিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। বাল্যবিবাহ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া হুঁশিয়ারির পর প্রশাসনিক তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে সাগর ব্লকের ঐতিহ্যবাহী খানসাহেবাবাদ উচ্চতর বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ জনসচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ১৮ বছরের নিচে বিয়ে দেওয়া যে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, সে বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সচেতন করা হয়। কম বয়সে বিয়ে ও মাতৃত্বের ফলে কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব এবং জটিলতা নিয়ে চিকিৎসকেরা বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিবিরে অংশ নিয়ে খানসাহেবাবাদ উচ্চতর বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী সুপ্রীতি মাইতি বলে, ক্ষ্মআমাদের আশপাশে এখনও গোপনে অনেক সহপাঠীর বিয়ে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। আজকের শিবির থেকে আমরা জানতে পারলাম যে কীভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে এবং প্রশাসনের সাহায্য নিতে হবে। এখন থেকে আমরা নিজেরা তো সচেতন থাকবই, পাশাপাশি এলাকায় বাল্যবিবাহ রুখতে বন্ধুদের সাথে নিয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলব।ক্ষ্ম শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সাগর ব্লকের বিডিও অনন্ত কুমার গোস্বামী, সাগর থানার ওসি অর্পণ নায়েক এবং সাগর গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ ড. তন্ময় ঘোষ। এ ছাড়াও পুলিশ আধিকারিক, প্রবীণ নার্স ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়ে বিডিও অনন্ত কুমার গোস্বামী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ক্ষ্মবাল্যবিবাহ শুধু আইনি অপরাধ নয়, এটি একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ ও স্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। সাগর ব্লকে বাল্যবিবাহের হার শূন্যে নামিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। এর জন্য বিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পর্যন্ত আমরা নজরদারি বাড়াচ্ছি। কোথাও বাল্যবিবাহের খবর পেলেই প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ করবে। ভবিষ্যতেও এই ধরণের সচেতনতামূলক কর্মসূচি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে চালানো হবে।ক্ষ্ম সরাসরি মতবিনিময়ের মাধ্যমে এই সচেতনতা শিবির কেবল আলোচনা সভার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এলাকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সামাজিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করার অঙ্গীকারের মঞ্চ হয়ে ওঠে।

গঙ্গাসাগরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সাগর

পরিবেশ রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুস্থ-সবুজ পৃথিবী উপহার দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের খাস মহল এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। ভিবিজি রামজি প্রকল্পের উদ্যোগে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও বিশিষ্টজনদের সহায়তায় এই পরিবেশবান্ধব অভিযানের আয়োজন করা হয়। এদিনের কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঐতিহাসিক কালিগিরি মন্দির সংলগ্ন সুপরিচিত 'শ্রী রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার'। পাঠাগার চত্বর ও তার আশপাশের এলাকাকে সবুজ ও সুন্দর করে তুলতে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও অন্যান্য উপকারী চারাগাছ রোপণ করা হয়।

জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র এবং আধ্যাত্মিক স্থান জুড়ে আয়োজিত এই কর্মসূচি স্থানীয় বাসিন্দা ও যুব সমাজের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) অনন্ত কুমার গোস্বামী সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্তাব্যক্তিরা। বিডিও নিজ হাতে চারাগাছ রোপণ করে এই উদ্যোগের শুভসূচনা করেন। প্রশাসনিক আধিকারিকদের এমন সরাসরি অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান উপস্থিত তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। 'আজকের চারা দেবে আগামীর ফল';এই বার্তাকে সামনে রেখে আয়োজিত অভিযানটি জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের এই সংকটময় সময়ে গাছ লাগানোর সুদূরপ্রসারী গুরুত্বকে নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। আজ রোপণ করা চারাগাছগুলি আগামী দিনে শুধু ফল ও ছায়াই দেবে না, বরং বিশুদ্ধ অক্সিজেন জোগাতে এবং প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে আগত আধিকারিকরা গাছ রোপণের পাশাপাশি তার নিয়মিত পরিচর্যার ওপর জোর দেন।

সাগর ব্লকের খাস মহল এলাকার এই উদ্যোগ স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী ও যুবকদের মনে পরিবেশ সচেতনতার নতুন আলো জ্বালিয়েছে। সামগ্রিকভাবে, শ্রী রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার প্রাঙ্গণের এই বৃক্ষরোপণ অভিযান গঙ্গাসাগরের সাধারণ মানুষকে প্রকৃতি রক্ষার নতুন শপতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

খাবারে টিকিটিকি, অসুস্থ ৪৫ শিশু

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ওন্দা

খাবারে টিকটিকি বিষক্রিয়া অসুস্থ ৪৫ শিশু নিয়ে আসা হল হাসপাতালে। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটলেন বিধায়ক অমর নাথ শাখা। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়া ওন্দা ব্লকের পুনিশোল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ধান্দা আই সি এস সেন্টারে। সেন্টারের রান্না করা খাবারের মধ্যে দেখা যায় টিকটিকি। সেই খাবার অনেকেই খেয়ে পেলে। এরপরেই শিশুরা অসুস্থ বোধ করে বমি করতে শুরু করে। একের পর এক শিশুকে নিয়ে আসা হয় ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে শিশুদের চিকিতসা চলছে। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান এলাকার বিধায়ক অমর নাথ শাখা। শিশুদের খোজ খবর নেন। তবে শিশুরা সুস্থ রয়েছে। কিছুটা আতংকের কারনেও অসুস্থ বলেও জানান বিধায়ক।

সাড়ম্বরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

সকালের শিরোনাম

সঞ্জীব মল্লিক

বাঁকুড়া

সাড়ম্বরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হল সোনামুখী উত্তর চক্রের ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। দিবসটি উপলক্ষে বিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে গ্রাম পরিক্রমা করেন। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল বিভিন্ন সচেতনতামূলক পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড। সেখানে লেখা ছিল; 'সাক্ষর মায়ের সন্তান কখনও নিরক্ষর হয় না', 'চোখ থাকতে অন্ধ কারা, নিরক্ষর আছেন যারা', 'নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ, নিরক্ষরতা দূর করা সকলের দায়িত্ব'-সহ বিভিন্ন বার্তা। শোভাযাত্রার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সাক্ষরতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ বলেন, 'সাক্ষরতা মানুষের আত্মমর্যাদা, অধিকার ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। শুধু নিজের নাম লেখা বা পড়তে পারাই সাক্ষরতার শেষ কথা নয়; তথ্য বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে ওঠাও সাক্ষরতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের মধ্যেও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিরক্ষরতা দূর করতে বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।' প্রসঙ্গত, ইউনেস্কো-র ১৪তম সাধারণ সম্মেলনে ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৬৭ সাল থেকে প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজজীবনে সাক্ষরতার গুরুত্ব তুলে ধরা, নিরক্ষরতা দূর করার জন্য জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং সাক্ষরতাকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। ইউনেস্কো-র সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালেও বিশ্বে প্রায় ৭৩৯ মিলিয়ন যুব ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ন্যূনতম সাক্ষরতার দক্ষতার অভাব রয়েছে। ২০২৬ সাল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের ৬০তম বার্ষিকী। এবারের প্রতিপাদ্য; 'মানুষ, গ্রহ ও সমৃদ্ধির জন্য সাক্ষরতা'। এই প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে সাক্ষরতার সঙ্গে মানুষের ক্ষমতায়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ভবিষ্যৎ এবং জীবিকা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগের সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে শিক্ষকরা জানান, শুধু বই পড়া ও লেখা শেখাই সাক্ষরতার উদ্দেশ্য নয়; শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক করে তোলাই প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। একটি পরিবারে একজন মানুষ শিক্ষিত হলে তার সুফল গোটা পরিবার ও সমাজের উপর পড়ে। তাই নিরক্ষরতা দূর করতে বিদ্যালয়, পরিবার এবং সমাজের প্রত্যেককে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা গ্রামবাসীর মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলেছে। শিক্ষা ও সাক্ষরতার আলোকে সমাজকে আরও আলোকিত করার বার্তা দিয়েই শেষ হয় দিনের কর্মসূচি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত মর্টার শেল উদ্ধার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সোনামুখী

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের অন্তর্গত ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গামাটি সংলগ্ন দামোদর নদী থেকে উদ্ধার হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত

একটি মর্টার শেল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাময়িক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনামুখী থানার আইসি তাপস দত্ত সহ অন্যান্য পুলিশ প্রশাসন। দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মর্টার শেলটিকে ব্যারিকেট করে ঘিরে রাখা হয়েছে। যাতে ওই শেলের কাছে সাধারণ মানুষরা পৌঁছে যেতে না পারে। স্থানীয় সূত্র জানতে পারা যায়, গত কয়েক মাস আগেও এই এলাকায় দামোদর নদী থেকে তিনটি মর্টার শেল উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পরে সেনাবাহিনী সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে। দুখিরাম সরেন, শিবু প্রসাদ মন্ডল নামের স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এই ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। প্রশাসনের কাছে আমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ এই ধরনের আরও মর্টার শেল আছে কিনা প্রশসনের তরফে তল্লাশি করা হোক। এ বিষয়ে ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, ইতিমধ্যেই আমরা এলাকার মৎস্যজীবীদের সতর্ক করেছি যাতে করে ওই মটার শেলের আশেপাশে কেউ না যায়। প্রশাসন আইন মেনে এই মর্টার শেলটিকে দ্রুত কিভাবে নিষ্ক্রিয় করা যায় তার সব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং প্রশাসন সতর্ক রয়েছে।

নালা থেকে উদ্ধার ব্যক্তির মৃতদেহ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সোনামুখী

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গামাটি এলাকায় রাস্তার ধারে একটি নালা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সাতসকালে এলাকায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম উত্তম বাগদি। বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। বাড়ি রাঙ্গামাটির নামোপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, গতকাল রাত্রে টর্চ লাইট নিয়ে ওই ব্যক্তি শৌচকর্ম করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, তারপর সারারাত আর বাড়ি ফেরেননি। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান রাস্তার ধারে থাকা নালার জলে ওই ব্যক্তি পড়ে রয়েছে। এলাকায় জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমায় স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় সোনামুখী থানায়।

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনামুখী থানার পুলিশ এবং পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে সোনামুখী থানার পুলিশ।

কলাইকুন্ডা রেঞ্জ অফিসে তালা ঝুলিয়ে হুলা পার্টির বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদিনীপুর

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলমহলে হাতি তাড়ানোর কাজ করলেও মিলছে না প্রাপ্য পারিশ্রমিক ও গাড়ির ভাড়া। দীর্ঘ চার বছর ধরে জমে থাকা বকেয়া টাকার দাবিতে মঙ্গলবার রণক্ষেত্রের রূপ নিল খড়গপুর বন বিভাগের কলাইকুন্ডা রেঞ্জ অফিস চত্বর। রেঞ্জ আধিকারিককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি অফিসের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন ক্ষুব্ধ হুলা পার্টির সদস্য ও কাজে ব্যবহৃত গাড়ির মালিকেরা। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কলাইকুন্ডা ফাঁড়ির পুলিশ। জানা গিয়েছে, কলাইকুন্ডা রেঞ্জের অধীন কলাইকুন্ডা, বারডাঙ্গা এবং সাঁকরাইল বিট এলাকায় মূলত ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ ও সাঁকরাইল ব্লকের স্থানীয় যুবকদের নিয়ে সাত-আটটি হুলা দল কাজ করে। লোকালয়, বাড়িঘর ও ফসলের জমি বাঁচাতে দিনরাত এক করে হাতির গতিপথ পরিবর্তনের কাজ করেন তাঁরা। তবে আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ২০২২ সাল থেকে দফায় দফায় কাজ করা সত্ত্বেও বনদপ্তর তাঁদের ন্যায্য মজুরি এবং কাজে ব্যবহৃত নজরদারি গাড়ির ভাড়া মেটায়নি। বিক্ষোভে অংশ নিয়ে হুলা পার্টির কর্মী জ্যোতির্ময় মাহাতো জানান, ২০২২ সালে তৎকালীন রেঞ্জ আধিকারিক অঙ্কন পান্ডার সময় টানা প্রায় দেড় মাস কাজ করেছিলেন তাঁরা। পরবর্তীকালে দায়িত্বে আসা আধিকারিক শুভেন্দু বিশ্বাসও টাকা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেলেও পাওনা কানাকড়িও মেলেনি। উল্টে নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করে গাড়িতে ডিজেল ভরে হাতির মোকাবিলা করতে হয়েছে তাঁদের। সঞ্জয় মাহাতো ও তপন মাহাতোর মতো কর্মীদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, প্রাণ বাজি রেখে কাজ করার পর ন্যায্য পাওনা না পেলে আগামী দিনে এলাকায় হাতি তাড়ানোর সমস্ত কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হবে এবং কাউকে কাজ করতেও দেওয়া হবে না। মঙ্গলবার বিক্ষোভের জেরে রেঞ্জ আধিকারিক প্রণয় সরকার দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও হয়ে থাকেন। বকেয়া পরিশোধ নিয়ে বনদপ্তরের একের পর এক ফাঁকা আশ্বাসে যে ক্ষোভ চরমে পৌঁছেছে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। দ্রুত সমস্ত বকেয়া না মিটলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার ডাক দিয়েছেন তাঁরা।

জামবনিতে জাতীয় সড়ক থেকে আটক ৫টি বালির ডাম্পার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝাড়গ্রাম

পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে বাংলায় অবৈধভাবে বালি পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় পদক্ষেপ করল জেলা পুলিশ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি থানা এলাকার ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৪৯) থেকে বালি বোঝাই পাঁচটি বিশালাকার ডাম্পার আটক করা হয়েছে। পুলিশের এই ঝটিকা অভিযানে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কোনো বৈধ চালান বা নথিপত্র ছাড়াই ঝাড়খণ্ডের সীমানা পেরিয়ে নদী থেকে তোলা বালি নিয়ে বেশ কয়েকটি ডাম্পার এই মহাসড়ক দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাচার করা হচ্ছিল। পাচারের খবর পেতেই জামবনি থানার পুলিশ জাতীয় সড়কে বিশেষ নজরদারি ও নাকা চেকিং শুরু করে। সন্দেহভাজন পাঁচটি ডাম্পারকে হাতেনাতে আটকে বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হলে চালকেরা কোনো সন্তোষজনক নথি পেশ করতে ব্যর্থ হয়। এরপরই গাড়িগুলিকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেমেছে জামবনি থানার পুলিশ। এই আন্তঃরাজ্য বালি পাচার চক্রের শিকড় কত দূর বিস্তৃত, সীমান্ত পার করে এই বালি কোথায় সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল এবং এর নেপথ্যে কোনো প্রভাবশালী চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না;তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চক্রের মূল পান্ডাদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনতে তৎপর হয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ প্রশাসন।

এগরায় সমবায় নির্বাচনে জয়ী বিজেপি

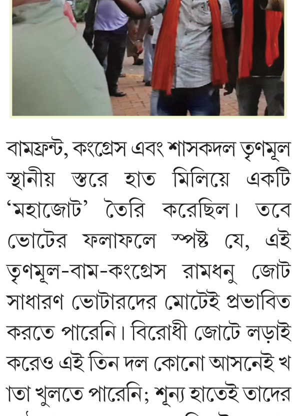

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

এগরা

পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় সমবায় নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে উত্তপ্ত রাজনীতির ময়দান। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে এগরা-২ নম্বর ব্লকের বালিঘাই সমবায় সমিতির পরিচালনা কমিটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের মধ্যে আলাদা উন্মাদনা ও কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। তবে ভোট গণনা ও চূড়ান্ত ফলাফল সামনে আসতেই দেখা গেল তৃণমূল, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের জোটকে কার্যত ধুলিসাৎ করে একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। সমিতির মোট ৯টি আসনের প্রতিটিতেই জয়লাভ করে সম্পূর্ণ একতরফাভাবে বোর্ড নিজেদের দখলে নিয়েছে গেরুয়া শিবির। তৃণমূল-বাম-কংগ্রেসের 'ত্রিপক্ষীয় জোট' ব্যর্থ। এই সমবায় নির্বাচনটির সবচেয়ে রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল বিরোধী দলগুলির জোটবদ্ধ লড়াই। ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসকে ঠেকাতে এবং নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস এবং শাসকদল তৃণমূল স্থানীয় স্তরে হাত মিলিয়ে একটি 'মহাজোট' তৈরি করেছিল। তবে ভোটের ফলাফলে স্পষ্ট যে, এই তৃণমূল-বাম-কংগ্রেস রামধনু জোট সাধারণ ভোটারদের মোটেই প্রভাবিত করতে পারেনি। বিরোধী জোটে লড়াই করেও এই তিন দল কোনো আসনেই খাতা খুলতে পারেনি; শূন্য হাতেই তাদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে। বালিঘাই সমবায় সমিতিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫২৭ জন। নির্বাচনকে ঘিরে সকাল থেকেই এলাকার সমবায় সদস্য এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ও উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। সব মিলিয়ে ৪৫৮ জন ভোটার তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন। কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনী এবং টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে শান্তিপূণভাবেই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। ভোট গণনা শেষে ৯-০ ব্যবধানে বিজেপির জয়ের খবর আসতেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। গেরুয়া আবীর উড়িয়ে ও মিষ্টি মুখ করিয়ে জয়োল্লাসে মেতে ওঠেন দলীয় কর্মীরা। বিজয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধনা জানাতে এবং এই জয় উদযাপন করতে উপস্থিত ছিলেন একাধিক শীর্ষ ও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব মণীষা গুচ্ছাইত ও দেবাশীষ আচার্য, বিজেপি নেতা আশীষ ধাওয়া, দেবকুমার পণ্ডা, সাগর জিৎ, রবীশঙ্কর মাইতি, অসীম মাইতি, সৌমিত্র দাস অধিকারী, চন্দন পণ্ডা, তাপস জিৎ, অমলেশ পাহাড়ি, সূর্যেন্দু বর, কমল গিরি, তপন মন্ডল প্রমুখ। এগরার বালিঘাই সমবায় সমিতির এই ফলাফল কেবল একটি গ্রামীণ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার বিষয় নয়; রাজ্য রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষিত ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নিজস্ব সমীকরণের দিক থেকে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্থানীয় স্তরে বিরোধীদের সমস্ত রকম ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিজেপির এই নিরঙ্কুশ জয় জেলার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা ও চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

চোখের জলে শেষ বিদায় বীর সৈনিক অরবিন্দকে

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সিমলাপাল

চোখের জলে শেষ বিদায় জানানো হলো প্রয়াত বীর সেনাকর্মী অরবিন্দ সিংহবাবুকে। মঙ্গলবার সকালে কফিনবন্দি মরদেহ যখন সিমলাপালের তালদা গ্রামে এসে পৌঁছায়, তখন একবার শেষ দেখা দেখার জন্য ভিড়ে ভেঙে পড়ে গোটা গ্রাম। আত্মীয়-পরিজন থেকে শুরু করে গ্রামবাসী, কারও চোখই শুকনো ছিল না। অত্যন্ত পরোপকারী, হাসিখুশি এই যুবকের এমন অকাল মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না কেউ। গ্রাম জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে তিনি জম্মুতে কর্মরত ছিলেন। অসুস্থতাজনিত কারণে কলকাতার কমাণ্ডো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দেশের এই বীর সন্তান।

মধ্যরাতে দুই লরি ভর্তি ৪৫টি গরু উদ্ধার, ধৃত ২

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝাড়গ্রাম

রাতের অন্ধকারে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ওড়িশা থেকে বাংলায় গরু পাচারের বড়সড় ছক বানচাল করল পুলিশ। মধ্যরাতে ফিল্মি কায়দায় তাড়া করে ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্গত এলাকা থেকে আটক করা হলো গরুবোঝাই দুটি লরি। লরির ডালা থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় মোট ৪৫টি গবাদি পশু উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় লরি দুটির চালককে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওড়িশা সীমানা পেরিয়ে দুটি বড় লরিতে গাদাগাদি করে গরু বোঝাই করে কলকাতার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মাঝরাতে ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্গত পাড়া বিট হাউস এলাকার টোল প্লাজার কাছে টহলরত পুলিশের সন্দেহ হয়। গাড়ি দুটিকে থামার নির্দেশ দেওয়া হলে চালকরা গতি বাড়িয়ে পুলিশের নজর এড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হয়ে ধাওয়া শুরু করে পুলিশের টহলদারি ভ্যান। বেশ কিছুটা দূর তাড়া করার পর শেষ পর্যন্ত পথ আটকে লরি দুটিকে পাকড়াও করতে সক্ষম হন পুলিশকর্মীরা। এরপর লরির পেছনের ডালায় তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ তদন্তকারীদের। অত্যন্ত অমানবিক ও বিপজ্জনকভাবে বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার হয় ৪৫টি গরু। বৈধ কোনো নথিপত্র বা পরিবহণের সরকারি অনুমতি দেখাতে না পারায় গাড়ি দুটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনাস্থল থেকেই দুই চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম শেখ রিয়াজ উদ্দিন ও শেখ রিয়াজ। মঙ্গলবার তাদের ঝাড়গ্রাম মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। আন্তঃরাজ্য এই পাচারচক্রের নেপথ্যে বড় কোনো চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, ওড়িশার কোথা থেকে এই গরুগুলি তোলা হয়েছিল এবং কলকাতায় কার কাছে পৌঁছে দেওয়ার বরাত ছিল;তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশ।

আদিবাসী ছাত্রী নিগ্রহের প্রতিবাদে উত্তাল নয়াগ্রাম

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝাড়গ্রাম

এক আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে মঙ্গলবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল ও আদিবাসী সমাজের যৌথ উদ্যোগে নয়াগ্রাম ব্লকের খড়িকা ধূমশাই যাওয়ার মূল রাজ্য সড়কের বরাকাটি চকে ব্যাপক পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। জানা গিয়েছে, গত ২৩ অগস্ট এলাকায় এক আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই আদিবাসী সমাজের ক্ষোভের পারদ চড়ছিল। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই মঙ্গলবার দুপুর থেকে বরাকাটি চকে জড়ো হন বহু মানুষ। অভিযুক্তকে অবিলম্বে কঠোরতম শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হন আন্দোলনকারীরা। সেই সঙ্গে জঙ্গলমহল জুড়ে আদিবাসী সমাজের ছাত্রীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে আরও কঠোর ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার দাবি তোলেন তাঁরা। রাস্তা অবরোধের জেরে খড়িকা ধূমশাই রাজ্য সড়কে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ থমকে যায়। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নয়াগ্রাম থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ আধিকারিকরা ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা ও ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

ব্যাংককে যোগায় পদক অন্ডালের চার কন্যার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

অন্ডাল

আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় নজর কাড়ল অন্ডাল। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ইউওয়াইএসএফ এশিয়া প্যাসিফিক ২০২৬-এ দেশের হয়ে সাফল্য পেল অন্ডালের চার কন্যা। নিজেদের বিভাগে শীর্ষস্থান দখল করে পদক জিতেছে উখড়ার মন বাধ্যকর ও সঞ্জিতা খাতুন, বহুলার অনুষ্কা পাল এবং খান্দরার ভাস্বতী বটব্যাল। ৪ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ব্যাংককে বসেছিল এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসর। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে কঠিন লড়াইয়ে নামে অন্ডালের চার যোগা প্রতিভা। সেখানেই নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সাফল্য ছিনিয়ে নেয় তারা। মঙ্গলবার বাড়ি ফিরতেই চার কন্যাকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে মাতল উখড়া। রেলস্টেশনে তাঁদের স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন বহু মানুষ। স্টেশন থেকে শুরু হয় শোভাযাত্রা। গ্রাম পরিক্রমা করে তাঁদের সংবর্ধনা জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। আন্তর্জাতিক মঞ্চে চার কন্যার এই সাফল্যে গর্বিত গোটা খনি অঞ্চল। স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রত্যন্ত এলাকার এই প্রতিভাদের সাফল্য আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে। যোগাসনের প্রতি বাড়বে আগ্রহও।

Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 09-09-2026 06:49 Page 10

খনি আবাসনে ঢুকে টাকা সোনা নিয়ে উধাও দুষ্কৃতীরা

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
অন্ডাল

দিনের আলোয় ডিউটিতে গিয়েছিলেন খনি কর্মী। রাতের অন্ধকারে তাঁর তালাবন্ধ আবাসনে হানা দিল দুষ্কৃতীরা। ঘরের তালা ভেঙে আলমারি থেকে নগদ টাকা ও সোনার অলংকার হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিল তারা। শুধু তাই নয়, সঙ্গে নিয়ে যাওয়া রুপোর গণেশ-লক্ষ্মীর মূর্তি রাখা বাক্সটিও ফেলে গেল রাস্তার পাশে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে অন্ডালের বাঁকোলা মশান ধাওড়া এলাকায়। ইসিএলের বাঁকোলা কোলিয়ারির মশান ধাওড়া খনি আবাসনে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,

আবাসনে একাই থাকেন খনি কর্মী জগদীশ যশওয়ারা। তাঁর দাবি, সোমবার আবাসনে তালা লাগিয়ে তিনি ডিউটিতে চলে যান। রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন, আবাসনের তালা ভাঙা। ঘরের ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। জগদীশবাবুর দাবি, আলমারিতে রাখা নগদ ৪৫ হাজার টাকা এবং ৪ গ্রাম সোনার অলংকার চুরি হয়েছে। পাশাপাশি একটি রুপোর পায়েল এবং প্রায় ২৫০ গ্রাম ওজনের রুপোর গণেশ ও লক্ষ্মীর মূর্তিও খোয়া গিয়েছে বলে জানান তিনি। রুপোর মূর্তিগুলি রাখা ছিল একটি ছোট বাক্সের ভিতরে। চুরির পর মঙ্গলবার সকালে আবাসন সংলগ্ন কিছুটা দূরে রাস্তার পাশে ওই বাক্সটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। তবে বাক্সের ভিতরে আর কোনও সামগ্রী ছিল না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ। খালি বাক্সটি উদ্ধার করে ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

তালা ভেঙে পরিকল্পিতভাবে এই চুরি করা হয়েছে, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য;তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক।

ওটিপি দেননি, ফোনও ধরেননি, তবু উধাও ব্যবসায়ীর অ্যাকাউন্ট থেকে ৬ লক্ষ!

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

ওটিপি দেননি, কোনও লিঙ্কে ক্লিকও করেননি, এমনকি সন্দেহজনক ফোনও ধরেননি। তারপরও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে একসঙ্গে উধাও হয়ে গেল ৬ লক্ষ টাকা! ফের একই ধরনের সাইবার প্রতারণার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে। জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের বিধাননগর এলাকার ব্যবসায়ী প্রবুদ্ধ গুহ সোমবার তাঁর মোবাইলে একাধিক ফোন আসতে দেখেন। তবে কোনও ফোনেরই উত্তর দেননি তিনি। কাউকে কোনও ওটিপি-ও দেননি। বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় তিনি দ্রুত ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। কিন্তু অভিযোগ, ব্যাংকে জানানোর কয়েক ঘণ্টা পরই তাঁর মোবাইলে একটি মেসেজ আসে। সেই মেসেজে দেখা যায়, তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৬ লক্ষ টাকা ডেবিট হয়ে গিয়েছে। ঘটনায় কার্যত মাথায় হাত পড়ে যায় ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবারের। পরিবারের দাবি, চিকিৎসার খরচ এবং ছেলেকে ভর্তি করানোর জন্য জমানো অর্থই ছিল তাঁদের শেষ সম্বল। সেই টাকা এভাবে অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যাওয়ায় চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাঁরা। ঘটনার পর প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা বাঁচানো সহ একাধিক দাবি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চিত্তরঞ্জন

চত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (সিএলডাবলু) বা রেল ইঞ্জিন কারখানার অস্তিত্ব রক্ষা,আউটসোর্সিং বন্ধ এবং কর্মীদের একাধিক বকেয়া দাবি আদায়ে সরব হলো সিএলডাবলু লেবার ইউনিয়ন। কারখানা, অফিস, হাসপাতাল ও পাওয়ার হাউস বাঁচানোর ডাক দিয়ে মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে চিত্তরঞ্জন জি এম অফিসের সামনে এক ধর্না কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ক্ষ্মচিত্তরঞ্জন বাঁচান, রেল বাঁচান, দেশ বাঁচানক্ষ্ম, এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এই ধর্না কর্মসূচিতে সমস্ত স্তরের কর্মী ও স্থানীয় মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিত নজরে পড়ে। ইউনিয়নের তরফে প্রধান দাবি হলো, অফলোডিং ও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে সিএলডাবলু-এর কাজ বাইরে পাঠানো বন্ধ করতে হবে। স্মার্ট ইঞ্জিন কেনার নামে কারখানা রুগ্ন করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার হুঁশিয়ারি। বর্ধিত উৎপাদনের সাথে সঙ্গতি রেখে অবিলম্বে কারখানায় শূন্যপদ পূরণ, বিশেষ করে 'গ্রুপ-ডি' পদে দ্রুত কর্মী নিয়োগ করতে হবে। কারখানার উৎপাদনে যুক্ত সকল কর্মীকে ইনসেনটিভের আওতায় আনা এবং অতিরিক্ত কাজের প্রাপ্য অর্থ অবিলম্বে পরিশোধের দাবি। অবিলম্বে ৮ম পে কমিশন কার্যকর করা এবং পেনশনভোগীদের জন্য এর সংশোধিত সুযোগ নিশ্চিত করার দাবি। নতুন পেনশন প্রকল্প (এনপিএস) ও সাম্প্রতিক ইউপিএস বাতিল করে সকল কর্মীকে পুরোনো পেনশন স্কিমের (ওপিএস) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সিএলডাবলু সহ ভারতীয় রেলে তথাকথিত 'থ্রেট কালচার' বা হুমকির সংস্কৃতি বন্ধ করার দাবি জানান হয়েছে। ঠিকাকর্মীদের ন্যূনতম মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা, ডানকুনির কর্মীদের জন্য ইনসেনটিভ ও প্রথম শ্রেণির শহরের সমতুল্য এইচআরএ চালু করা এবং সিএলডাবলু-তে রেলের অন্যান্য ইউনিটের মতো বাড়ি ভাড়া ভাতা চালু করার দাবি করা হয়েছে। স্বীকৃত ইউনিয়নের সাথে আলোচনা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া, গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়ন স্বীকৃতির নির্বাচন করা, শাখা কমিটির সভা আয়োজন এবং নিয়মিত পিএনএমের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার দাবি জানানো হয়েছে। সিএলডাবলু লেবার ইউনিয়নের তরফে বলা হয়েছে, চিত্তরঞ্জন কারখানার ঐতিহ্য এবং শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতেই এই আন্দোলন। সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে পেনশনার ও সাধারণ মানুষকে এই আন্দোলনে শামিল হয়ে নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিন প্রধান বক্তা হিসেবে সুদীপ দত্ত, কমরেড আভাস রায় চৌধুরী ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

বিদ্রোহী কবির ছবিতে কালী মাখানোর অভিযোগ, ধর্নায় শিক্ষক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ভাতাড়

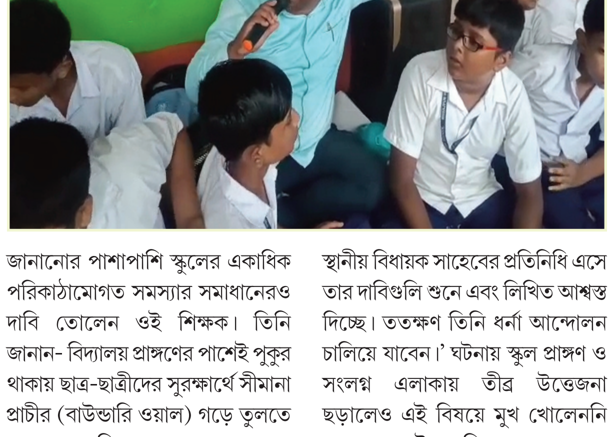

স্কুলেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছবিতে কালী মাখানোর চরম অসংবেদনশীল অভিযোগ। পাশাপাশি ছাত্রীদের সুরক্ষা, পুকুরঘেরা সীমানা প্রাচীর তৈরি এবং ভাঙা গ্রিল মেরামতের দাবিতে স্কুলের সামনেই ধর্নায় বসেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতাড়ের কুবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক অসিতাভ দাস। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তাঁকে বিদ্যালয়ের সামনে আন্দোলন চালিয়ে যেতে দেখা যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, শিক্ষক অসিতাভ দাস সম্প্রতি নিজ উদ্যোগে ও খরচে বিদ্যালয়ের দেওয়াল রং করিয়েছিলেন। সেখানে কাজী নজরুল ইসলামসহ দেশের একাধিক মণীষী ও ঋষিদের ছবিও আঁকানো হয়েছিল। অভিযোগ, সম্প্রতি বিদ্রোহী কবির সেই ছবিতে দুর্বৃত্তরা কালী লেপে দেয়। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। ছবিতে কালী মাখানোর প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি স্কুলের একাধিক পরিকাঠামোগত সমস্যার সমাধানেরও দাবি তোলেন ওই শিক্ষক। তিনি জানান- বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের পাশেই পুকুর থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষার্থে সীমানা প্রাচীর (বাউন্ডারি ওয়াল) গড়ে তুলতে হবে।ভাঙা গ্রিল দ্রুত মেরামত করে ছাত্রীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নিজের দাবির পক্ষে অনড় অবস্থান নিয়ে শিক্ষক অসিতাভ দাস স্পষ্ট জানান, 'যতক্ষণ না বিডিও কিংবা স্থানীয় বিধায়ক সাহেবের প্রতিনিধি এসে তার দাবিগুলি শুনে এবং লিখিত আশ্বস্ত দিচ্ছে। ততক্ষণ তিনি ধর্না আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।' ঘটনায় স্কুল প্রাঙ্গণ ও সংলগ্ন এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ালেও এই বিষয়ে মুখ খোলেননি কুবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তবে একজন শিক্ষকের এমন প্রতিবাদ এবং প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগকে ঘিরে গোটা ভাতাড় ব্লকে চরম চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর সংঘর্ষে ধারালো অস্ত্রের আঘাত, স্ত্রীর মৃত্যু

সকালের শিরোনাম
স্বরূপ সনগিরি
খাতড়া

মঙ্গলবার সাতসকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা। সেই বচসা গড়াল হাতাহাতিতে। এরপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরের উপর হামলার অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় দুজনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল ৩৩ বছরের কবিতা সর্দারের। গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁর স্বামী ৩৫ বছরের ধনঞ্জয় সর্দার। ঘটনাকে ঘিরে মঙ্গলবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় খাতড়া বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খাতড়া হাই স্কুলের সামনে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন কবিতা সর্দার। তাঁর বাপের বাড়ি খাতড়ার গদারহার গ্রামে। কবিতার পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চলছিল। সেই কারণে কবিতাকে আলাদা ভাড়া বাড়িতে রাখা হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে আচমকাই ওই ভাড়া বাড়িতে হাজির হন ধনঞ্জয়। সেই সময় বাড়িতে একাই ছিলেন কবিতা। এরপর দুজনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। ক্রমে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। পরে ধারালো অস্ত্র নিয়ে দুজনেই একে অপরের উপর হামলা চালান বলে অভিযোগ। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির ভিতরে কবিতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর মাথা, হাত ও গলায় আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। অন্যদিকে, বাড়ির বাইরে রক্তাক্ত অবস্থায় ধনঞ্জয়কে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর পেট ও মাথাতেও আঘাত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খাতড়া থানার পুলিশ। দুজনকেই উদ্ধার করে প্রথমে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় কবিতার। ঘটনার খবর পেয়ে খাতড়া হাসপাতালে পৌঁছন কবিতার বাবা-মা। তাঁদের দাবি, প্রায় দশ বছর আগে ছাতনার লক্ষ্মণপুরের বাসিন্দা ধনঞ্জয়ের সঙ্গে কবিতার বিয়ে হয়। তাঁদের একটি মেয়েও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্য অশান্তি চলায় কবিতাকে আলাদা ভাড়া বাড়িতে রাখা হয়েছিল বলে পরিবারের দাবি। পরিবারের আরও দাবি, সোমবার রাতেও কবিতার সঙ্গে তাঁরা ছিলেন। মঙ্গলবার ভোরে তাঁরা বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরই ধনঞ্জয় ওই ভাড়া বাড়িতে এসে ঝামেলা শুরু করেন। কী কারণে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত, কীভাবে ধারালো অস্ত্রের ব্যবহার হল এবং ভাড়া বাড়ির ভিতরে ঠিক কী ঘটেছিল;তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল থেকে ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে খাতড়া থানার পুলিশ। খাতড়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান, ক্ষ্মবচসার থেকেই ধারালো অস্ত্র নিয়ে মারামারি হয়। দুজনেই আহত হন। আহত অবস্থায় দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে স্ত্রীর চোট বেশি থাকায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। অভিযোগ পেলেই পুরো ঘটনার তদন্ত হবে। ইতিমধ্যেই ওই মহিলার স্বামীকে আমরা আটক করেছি।

সাইবার অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুলটি

আসানসোলের কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ি এলাকার হরিজন পাড়ায় সাইবার অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে সোমবার পুলিশের বড়সড় অভিযান চালানো হয়েছিলো। এই ঘটনায় ধৃত ১১ জনকে মঙ্গলবার আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করা হলো। পুলিশের এই অভিযানের পর থেকেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযান চলাকালীন পুলিশ ও সাইবার থানার যৌথ দল হরিজন পাড়ার একাধিক বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তদন্তের সময় ১২ জনকে আটক করা হয়। এরপর আইনি প্রক্রিয়া মেনে ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই অভিযানে নগদ ৩ লক্ষ টাকা ও ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন সহ একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাইবার অপরাধের সঙ্গে যুক্ত পুরো নেটওয়ার্কের হদিশ পেতে অভিযুক্তদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে আরও কতজন জড়িত এবং সাইবার অপরাধের মাধ্যমে কি ধরনের কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসাররা।

সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সদর ব্লকের কঙ্কাবতী অঞ্চলের লোধাসাই এলাকায় সরকারি জমিতে লাগানো গাছ কেটে বিক্রি করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দশরথ মাঝি জানান, ওই গাছ কাটার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না, গ্রাম পঞ্চায়েতে গাছ কাটার জন্য কোন টেন্ডার হয়নি এবং বিষয়টি বন বিভাগকে জানানো হয়নি। তিনি বলেন, যারা ওই এলাকায় বিজেপি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারাই গাছগুলি কেটে বিক্রি করে দিচ্ছে। সরকারি জায়গার উপর থাকা গাছ কেটে বিক্রি করার ঘটনায় যারা জড়িত রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর বন বিভাগের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে সরকারি গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়ার বিষয় সম্পর্কে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বদের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হোটেলেই প্রতারণার 'কন্ট্রোল রুম'

হোটেলেই প্রতারণার 'কন্ট্রোল রুম'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

বাইরে থেকে আর পাঁচটা সাধারণ হোটেল। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ হলেই নাকি চলত প্রতারণার 'অপারেশন'! হোটেলের ঘরকে কার্যত অফিস বানিয়ে ল্যাপটপ ও মোবাইলের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে টার্গেট করার অভিযোগ উঠল চার যুবকের বিরুদ্ধে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুর্গাপুর স্টেশন বাজার সংলগ্ন সাধুডাঙা এলাকার একটি হোটেলে হানা দিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের কুখ্যাত 'জামতারা গ্যাং'-এর যোগ রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের সন্দেহ।ধৃতরা সকলেই ঝাড়খণ্ডের দেওঘর জেলার মধুপুর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে তাঁদের নাম গণেশ সদ্দার, সচিন দাস, জিতেন্দ্র কুমার দাস এবং সুরেন্দ্র দাস। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত ল্যাপটপ, একাধিক মোবাইল ফোন, এটিএম কার্ড-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। হোটেলের ঘর থেকেই ডিজিটাল মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষকে ফোন করে বা অন্য কৌশলে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা চলত বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান। তদন্তকারীদের অনুমান, নির্দিষ্ট কৌশলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে বেছে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করত অভিযুক্তরা। কথার জালে ফেলে বিভ্রান্ত করা, তারপর বিভিন্ন অছিলায় টাকা হাতিয়ে নেওয়াই ছিল এই চক্রের মূল লক্ষ্য। হোটেলের ঘরকে সাময়িকভাবে 'অফিস' হিসেবে ব্যবহার করে চলছিল সেই কাজ;এমনটাই পুলিশের প্রাথমিক ধারণা। গোপন সূত্রে ওই হোটেলে চার যুবকের অবস্থানের খবর পায় পুলিশ। এরপর পরিকল্পনা করে অভিযান চালানো হয়। হোটেলের ঘরে হানা দিয়ে চারজনকেই পাকড়াও করেন তদন্তকারীরা। 'জামতারা যোগ' খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের ঝাড়খণ্ডের মধুপুরের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁদের সঙ্গে জামতারা-কেন্দ্রিক সাইবার প্রতারণা চক্রের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ পরীক্ষা করে প্রতারণার নেটওয়ার্কের আরও তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। এই চক্রের পিছনে আরও কেউ রয়েছে কি না, দুর্গাপুরের হোটেলে কতদিন ধরে তাদের 'অপারেশন' চলছিল এবং দেশের কতজন মানুষকে টার্গেট করা হয়েছিল; এখন সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

বিপদের দিনে মানুষের পাশে ভূমিপুত্র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মঙ্গলকোট

বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ফের মানবিকতার নজির গড়লেন মঙ্গলকোটের ভূমিপুত্র ও সমাজসেবী ননীচূড়া ঘোষ। প্রবল বৃষ্টিতে বাড়ির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সমস্যায় পড়া দুঃস্থ পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের হাতে ত্রিপল তুলে দিলেন তিনি। শুধু একটি গ্রামেই নয়, মঙ্গলকোটের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি মঙ্গলকোটের পালিগ্রাম অঞ্চলের মাঝিখাড়া গ্রামে বাঁধের পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সমাজসেবী ননীচূড়া ঘোষ। সেই সময় এলাকার কয়েকজন দুঃস্থ মহিলা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাঁদের অভিযোগ, টানা বৃষ্টির জেরে বাড়ির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেকের বাড়ির চাল ও দেওয়ালের অংশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে বৃষ্টি নামলেই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সমস্যার কথা শোনার পর তাঁদের আশ্বস্ত করেন ননীচূড়া ঘোষ। তিনি জানান, যতটা সম্ভব দ্রুত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এরপর বিষয়টি তিনি মঙ্গলকোটের বিধায়ক শিশির ঘোষের নজরে আনেন।

সমস্যার কথা জানার পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হয়। বিধায়কের সহযোগিতায় আনা সেই ত্রিপল মাঝিখাড়া গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃস্থ মহিলাদের হাতে ত্রিপল তুলে দেন ননীচূড়া ঘোষ। ত্রিপল হাতে পেয়ে খুশি এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি। তাঁদের বক্তব্য, বৃষ্টির কারণে বাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। সামান্য বৃষ্টি হলেই ঘরের ভিতরে জল ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে ত্রিপল পাওয়ায় আপাতত কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। মাথার উপর ক্ষতিগ্রস্ত ছাউনি সাময়িকভাবে ঢেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে থাকার সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে জানান তাঁরা। শুধু মাঝিখাড়া গ্রামেই থেমে থাকেননি ননীচূড়া ঘোষ। মঙ্গলকোটের আরও বেশ কয়েকটি গ্রামে বৃষ্টির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া এবং তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। বিভিন্ন এলাকার মানুষের সমস্যার কথা শুনে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন তিনি। ননীচূড়া ঘোষ বলেন, আঝিখাড়া গ্রামে বাঁধ পরিদর্শনে গিয়ে কয়েকজন দুঃস্থ মহিলা তাঁদের বাড়ির ক্ষতির কথা আমাকে জানান। তাঁদের সমস্যার কথা শোনার পর আমি বিষয়টি মঙ্গলকোটের বিধায়ক শিশির ঘোষের কাছে জানাই। বিধায়কের সহযোগিতায় ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছেক্ষ্ম। তিনি আরও জানান, মানুষের বিপদের সময় পাশে দাঁড়ানোই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। কোনও অসহায় পরিবার সমস্যার মধ্যে রয়েছে, এমন খবর পেলে যতটা সম্ভব দ্রুত তাঁদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন তিনি। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, বর্ষার সময় বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হলে দরিদ্র পরিবারগুলির সামনে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় অনেকেই দ্রুত বাড়ি মেরামত করতে পারেন না। সেই পরিস্থিতিতে ত্রিপলের মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী সাময়িকভাবে হলেও তাঁদের কিছুটা স্বস্তি দেয়। মাঝিখাড়ার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্যরা জানান, তাঁদের সমস্যার কথা শোনার পর দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ায় তাঁরা খুশি। বিপদের সময় কেউ তাঁদের কথা শুনেছেন এবং সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন;এই বিষয়টিও তাঁদের কাছে বড় পাওয়া বলে মনে করছেন তাঁরা। মানুষের প্রয়োজনে এভাবেই পাশে দাঁড়ানোর জন্য ননীচূড়া ঘোষের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, সমাজের অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত মানবিকতার পরিচয়। বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে ত্রিপল তুলে দিয়ে সেই মানবিকতার বার্তাই আরও একবার তুলে ধরলেন মঙ্গলকোটের ভূমিপুত্র ও সমাজসেবী ননীচূড়া ঘোষ।

সরকারি ন্যূনতম মজুরির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সালানপুর

সালানপুরের ইসিএল অঞ্চলের ইটাপাড়া ওসিপিতে সরকারি ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করার দাবিতে মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। 'আরকে গ্রিন মাইনিং' নামে একটি ঠিকাদার সংস্থার অধীনে কর্মরত শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে ওসিপি চত্বরে বিক্ষোভে বসেন। এর জেরে প্রায় দুই ঘণ্টা খনি ও উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ আংশিকভাবে ব্যাহত হয়। বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করলেও বাস্তবে তাঁরা সেই হারে পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। ঠিকাদার সংস্থা ও স্থানীয় নিয়োগ কর্তৃপক্ষ সরকারি নির্ধারিত মজুরি কাঠামো উপেক্ষা করে তুলনামূলকভাবে কম টাকা দিচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। পাশাপাশি কাজের সময় অনুযায়ী সঠিক পারিশ্রমিক না পাওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ে বেতন না দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের দাবি, বর্তমান বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। অথচ সরকারি ন্যূনতম মজুরি না পাওয়ায় তাঁদের সংসার চালানো কার্যত কঠিন হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েও সুরাহা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁরা কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান আন্দোলনকারীরা। শ্রমিক প্রতিনিধিরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অবিলম্বে প্রশাসন ও শ্রম দপ্তর হস্তক্ষেপ করে সরকারি নির্ধারিত মজুরি কার্যকর না করলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে পারেন তাঁরা। প্রয়োজনে কাজ বন্ধ রেখে চাকা স্তব্ধ করার কর্মসূচিও নেওয়া হতে পারে বলে সতর্ক করেন শ্রমিকরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও পরে স্থানীয় বিজেপি নেতারা বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন। শ্রমিক ও খনি কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বুধবার সকালে একটি
বৈঠকের মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়। সেই আশ্বাসের পর শ্রমিকরা বিক্ষোভ তুলে নিয়ে পুনরায় কাজে যোগ দেন। অন্যদিকে, ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদার সংস্থা 'আরকে গ্রিন মাইনিং'-এর ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রতিনিধির কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

জেনেক্স এসকোটিকার ফ্ল্যাটে ভয়াবহ আগুন, আতঙ্ক-হুড়োহুড়ি আবাসনে

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

আসানসোলের জেনেক্স এসকোটিকা আবাসিক কমপ্লেক্সের টাওয়ার নম্বর ৫-এর প্রথম তলায় মঙ্গলবার আচমকা আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়া দেখতে পেয়ে আবাসনের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। খবর দেওয়া হলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টাওয়ারের প্রথম তলার একটি ফ্ল্যাটের রান্নাঘর থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন রান্নাঘরের বিভিন্ন সামগ্রীতে ছড়িয়ে পড়ে। ঘন ধোঁয়ায় পরিস্থিতি আরও আতঙ্কজনক হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দারাও সতর্ক হয়ে যান। জানা গিয়েছে, ওই ফ্ল্যাটে ব্যাংককর্মী সচিন অম্বস্তা তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে বসবাস করেন। ঘটনার সময় তাঁর স্ত্রী ও সন্তান বাড়িতেই ছিলেন। আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁদের নিরাপদে বের করে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। দমকল কর্মীদের দ্রুত তৎপরতার কারণে বড় ধরনের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে দমকল ও স্থানীয় সূত্রে অনুমান করা হচ্ছে, ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে থাকা ফ্রিজে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ। তদন্তের পরই আগুন লাগার সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানানো হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন। দমকল কর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ করেন।

এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে আবাসিক কমপ্লেক্সের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় দিনের ব্যস্ত সময়ে ফ্ল্যাটে আগুন লাগার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দমকল বিভাগের প্রাথমিক তৎপরতায় আগুন অন্য ফ্ল্যাটে ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পুলিশ ও দমকল বিভাগ আগুন লাগার কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখছে।

১৪ সেপ্টেম্বর 'জাতীয় প্রেক্ষাপটে নারীর অবদান' নিয়ে জাতীয় সেমিনার

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

জাতীয় প্রেক্ষাপটে নারীর অবদান' বিষয়কে সামনে রেখে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে অখিল ভারতীয় হিন্দি মহাসভার উদ্যোগে একটি জাতীয় স্তরের সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান। মোট ছয়টি পৃথক অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সেমিনার উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের পদাধিকারীরা জানান, ১৯৪৯ সাল থেকে অখিল ভারতীয় হিন্দি মহাসভা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সমন্বয়, ঐক্য ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নানা কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। এবার পশ্চিমবঙ্গেও এই কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। সংগঠনের দাবি, জাতীয় সেমিনারে কেন্দ্রীয় সরকারের চারজন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, রাজ্যের ২৫ জন মহিলা বিধায়ক-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহাসভার হাজার হাজার কর্মী ও সদস্য আসানসোলে উপস্থিত হবেন বলে জানানো হয়েছে। সন্ধ্যায় থাকছে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে বিভিন্ন শিল্পী তাঁদের পরিবেশনা করবেন। পদাধিকারীরা জানান, বাড়ি সামলানো থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র এবং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই সেই অবদান যথাযথভাবে সামনে আসে না। এই সেমিনারের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সেই সমস্ত মহিলার ভূমিকা ও অবদানকে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরা। পাশাপাশি মহিলা সংরক্ষণ বিলের প্রেক্ষাপটেও এই অনুষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলে দাবি করেন তাঁরা। অনুষ্ঠান সফল করতে গত ১৫ দিন ধরে সংগঠনের পদাধিকারীরা পশ্চিম বর্ধমানের সাতটি বিধানসভা এলাকায় ঘুরে প্রচার ও প্রস্তুতির কাজ করছেন। সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের জাতীয় উপদেষ্টা ওম নারায়ণ প্রসাদ হিন্দি ভাষাকে ঘিরে সংগঠনের অবস্থানও স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব ভাষা রয়েছে এবং প্রত্যেক ভাষাই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় বাংলা, মহারাষ্ট্রে মারাঠি এবং তামিলনাড়ুতে তামিল ভাষার গুরুত্ব বজায় থাকবে। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের নিজস্ব ভাষা পড়া, লেখা ও বলার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক থাকা উচিত। একইসঙ্গে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য হিন্দিকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানান তিনি। ওম নারায়ণ প্রসাদ বলেন, বিভিন্ন রাজ্যের ভাষাকে 'মা' ও 'মাসি'র মতো সম্মান দিয়ে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চায় তাঁদের সংগঠন।

তমলুক পঞ্চায়েত সমিতিতে বোর্ড গঠন করল বিজেপি

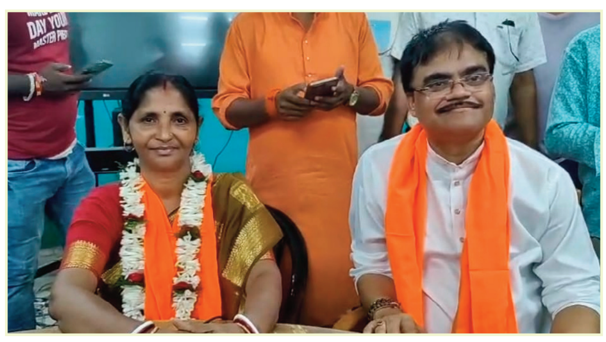

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
তমলুক

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি তৃনমুল এর হাত থেকে বিজেপি র দেখলে চলে যাচ্ছে। সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিল ভারতীয় জনতা পার্টি। সোমবার তমলুক পঞ্চায়েত সমিতি দপ্তরে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছিল টানটান উত্তেজনা। ৩৬ আসন বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েত সমিতিতে আজকের নির্বাচনী সভায় বিজেপির ১৩ জন সদস্য এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকালে সদস্যরা বিজেপিকে সমর্থন করায়
বোর্ড গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায় বিজেপি। ফলস্বরূপ, তমলুক পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মমতা মণ্ডল এবং সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আশিস মণ্ডল। এই জয়ের পর এলাকার বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। গেরুয়া আবির মেখে উল্লাসে মেতে উঠলেন।

পূর্বতন সরকারের আমলে কাজ করতে দেওয়া হয়নি

জুন মালিয়ার মন্তব্য ঘিরে মেদিনীপুরে বিতর্ক!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

'পূর্বতন সরকারের আমলে আমরা কাজ করতে পারতাম না, আমাদের কাজ করতে দেওয়া হতো না। এখন কাজ করার জায়গাটা অনেকটাই প্রসারিত হয়েছে, খুলে গিয়েছে'; মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়ার এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। মঙ্গলবার মেদিনীপুরে জাতীয় জোকা নির্মল কর্মসূচির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করেন সাংসদ জুন মালিয়া। তাঁর বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কারণ, 'পূর্বতন সরকার' বলতে তিনি ঠিক কোন সময় বা কোন পরিস্থিতির কথা বোঝাতে চেয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েও নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দেন জুন মালিয়া। তাঁর বক্তব্য, মানুষের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে বর্তমানে তাঁর সামনে আগের তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং মানুষের সমস্যা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রও অনেকটাই প্রসারিত হয়েছে বলে জানান তিনি।উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রশাসনিক বৈঠকেও জুন মালিয়ার উপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা তৈরি হয়েছিল। জুন মালিয়ার এই মন্তব্যকে ঘিরে এখন প্রশ্ন উঠছে; তাঁর 'পূর্বতন সরকার' বলতে আসলে কোন সময়কে বোঝানো হয়েছে? সাংসদের বক্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েই শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। ওই অনুষ্ঠানে মেদিনীপুরের সংসদ জুন মালিয়া সহ উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের বিধায়ক ডক্তর শঙ্কর কুমার গুছাইত, মেদিনীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান সহ আরো অনেক।

কালনা পৌরসভায় বিজেপির বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কালনা

দীর্ঘদিন ধরেই কালনা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানুষেরা পৌর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পৌরসভা এলে পরিষেবা পারছেন না তারা। মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে কালনা পৌরসভায় কালনা নগর মন্ডল বিজেপির তরফে বিক্ষোভ উত্তেজনা। পৌর মাতার কাজকে ঘিরেও ক্ষোভ বিজেপি কর্মী এবং সাধারণ মানুষের। জানা যায় এরপরই এই ঘটনার জেরে কালনা পৌরসভার উপ পৌরপতি তপন পড়েল সহ আরো তিনজন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেন এদিন মঙ্গলবার। যদিও কালনা পৌরসভার পৌর মাতা রিনা ব্যানার্জির দাবি তাদের পদত্যাগ পত্র আমি গ্রহণ করিনি। বিজেপির নগর মন্ডলের সভানেত্রী ডালিয়া সূত্রধরের অভিযোগ, নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করছেন সাধারণ মানুষকে কালনা পৌরসভার কাউন্সিলরা। এরা মানুষের ভোটে জিতে আসেনি। ছাপ্পা দিয়ে জিতেছে। মানুষ তাদের কাছে কাজের জন্য এলে তারা মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করছেন। বিজেপির কাছে মানুষের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে, আমরা তাই আজকে তাদের কাছে জবাবদিহি চাইতে এসেছি। নয় কাজ করুক নয় পদত্যাগ করুক। পরবর্তী তোমায় কালনা পৌরসভার উপপৌরপতি তপন পড়েল বলেন, শাসক দলেরই কিছু কর্মীরা এসেছিলেন একটি কাগজ লিখে নিয়ে এসেছিলেন। ততে লেখা ছিল শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি পদত্যাগ করছি, তাতে সই করে দিয়েছি। এর বেশি আর উনি কিছু বলতে চাননি। অন্যদিকে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কার্যত কেঁদেই ফেলেন কালনা পৌরমাতা রিনা ব্যানার্জি।

এদিন তিনি বলেন, সকাল সাড়ে নটার সময় পৌরসভায় আসি সন্ধে ছটার সময় বাড়ি যাই। কাউন্সিলররা আমার কথা মতনই কাজ করে। এরপরও যদি কেউ বলে পরিসেবা দিতে ব্যাহত হয়েছি। এ বিষয়ে আর আমার কিছু বলার নেই। আর
পৌরসভায় কাউন্সিলরদের পদত্যাগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পদত্যাগ পত্র আমি গ্রহণ করিনি তাই আমি মনেই করি না তারা পদত্যাগ করেছেন।

সরকারি একাধিক পরিষেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, অংশ নিলেন কয়েক হাজার মহিলা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামালপুর

রাজ্যের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে বিশাল মিছিল করল ভারতীয় জনতা পার্টি। মঙ্গলবার জামালপুর বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে এবং মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পালের নেতৃত্বে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, জামালপুর এলাকার ৬৬ হাজারেরও বেশি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার সাম্মানিক পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ১২৫ দিনের কাজ চালু করা, সাধারণ মানুষের হাতে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড তুলে দেওয়া এবং প্রবীণ নাগরিকদের মাসে ১৫০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা প্রদানের মতো একাধিক পরিষেবা চালু হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত উদ্যোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতেই বিজেপির পক্ষ থেকে এই মিছিলের আয়োজন করা হয় বলে জানান উদ্যোক্তারা। মিছিলটি চৌবেড়িয়া পুল এলাকা থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে চৌবেড়িয়া বাজারে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে কয়েক হাজার মহিলা অংশগ্রহণ করেন বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। হাতে দলীয় পতাকা ও বিভিন্ন স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিলকারীরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। মিছিলকে কেন্দ্র করে চৌবেড়িয়া ও সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বাগ, বর্ষীয়ান নেতা খোকন ঢালী, ২ নম্বর মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি তথা জেলা নেতা জগবন্ধু ঘোষ-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। মিছিল চলাকালীন দেশের প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং জামালপুরের বিধায়ক অরুন হালদারের নামে জয়ধ্বনি দিতে দেখা যায় কর্মী-সমর্থকদের। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই নির্বাচনের আগে দেওয়া একাধিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের কাছে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার একের পর এক বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রধান চন্দ্র পাল আরও বলেন, রাজ্যের মহিলাদের জন্য অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় ৩০০০ টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ১০০ দিনের কাজকে নতুন রূপ দিয়ে ১২৫ দিনের কাজ হিসেবে চালু করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে প্রবীণ নাগরিকরা মাসে ১৫০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড। তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবকে দুর্গাপুজোর আয়োজনের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই একাধিক উদ্যোগের প্রশংসা করে প্রধান চন্দ্র পাল বলেন, এমনভাবে প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে তিনি এর আগে কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেননি। এদিন বক্তব্যে জামালপুরের বিধায়ক অরুন হালদারের ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন তিনি। প্রধান চন্দ্র পালের দাবি, বিধায়কের নিরলস প্রচেষ্টা এবং সাধারণ মানুষের জন্য ধারাবাহিক কাজের ফলেই জামালপুরের মানুষ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। এজন্য তিনি বিধায়ক অরুন হালদারকেও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এদিনের মিছিল শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা পেয়ে উপকৃত হওয়া সাধারণ মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও একটি মাধ্যম। বিশেষ করে বিপুল সংখ্যক মহিলার উপস্থিতি মিছিলকে অন্য মাত্রা দিয়েছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জামালপুরের চৌবেড়িয়া এলাকায় বিজেপির এই বিশাল মিছিল রাজনৈতিক মহলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

পরিত্যক্ত বাড়িতে মাদক বিক্রি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাসাত

আমডাঙ্গার বেড়াবেড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকার নীলগঞ্জ বাজার সংলগ্ন রসিগঞ্জে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে গত রবিবার সকালে এলাকার বাসিন্দারা খবর পায় গোপনে বিক্রি হচ্ছে গাঁজা এবং সিনথেটিক ড্রাগ। গোপন সূত্রে খবর অনুযায়ী এলাকার বাসিন্দারা হানা দেয় ওই পরিত্যক্ত বাড়িতে। ধরা পড়ে বিপুল পরিমাণে গাঁজা এবং সিনথেটিক ড্রাগ। এলাকার মানুষ বিষয়টি জানাতে দীর্ঘক্ষন থানায় ফোন করার পরও থানা বিষয়টি নিয়ে যথাযত পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ। বেশ কিছু সময় পর পুলিশ কর্মী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। উদ্ধার করে নিয়ে যায় গাঁজা এবং সিন্থেটিক ড্রাগ। যদিও অভিযুক্তদের ধরা হয়নি বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের। এলাকার মানুষ ভেবেছিল হয়তো বন্ধ হবেই ব্যবসা। কিন্তু পুনরায় মঙ্গলবার এলাকার বাসিন্দারা খবর পায় যে আবার একই জায়গায় শুরু হয়েছে গাঁজার ব্যবসা। এলাকার বাসিন্দারা আবার হানা দেয় ওই জায়গায়। এক ব্যক্তি আবার সেখানে ব্যবসা করছে ওই গাঁজার, এলাকার মানুষ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে যায় ওই ব্যক্তি। উদ্ধার হয় গাঁজা ,মদের বোতল। এলাকাবাসীর অভিযোগ আমরা অভিযোগ করার পর ও কেন পুলিশ এই সমাজ বিরোধীদের গ্রেফতার করছে না । এলাকাবাসীর আরো প্রশ্ন কারা রয়েছে এই অবৈধ ব্যবসার পিছনে ?কারা মদত দিচ্ছে? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারবার জোর দিয়েছেন এই অবৈধ মাদকদ্রব্যের ব্যবসা বন্ধ করার জন্য, পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার। এরপরও কেন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। যদিও এ বিষয়ে আমডাঙা থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনা তদন্ত চলছে।

ডিঙ্গি চালিয়ে ত্রান পৌঁছে দিলেন বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঘাটাল

প্রত্যেক বছর বর্ষাকাল এলেই বন্যা এবং ঘাটাল, কার্যত এযেন সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে! ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ প্রাথমিকভাবে শুরু হলেও ২০২৬ এ আবারও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশের পাশাপশি ঘাটালও বন্যা কবলিত। দীর্ঘ প্রায় ১৪ থেকে ১৫ দিন জলের তলায় রয়েছে ঘাটাল পৌরসভার ১০ থেকে ১২টি ওয়ার্ড। সরকারিভাবে কয়েকটি বোট বা লোকাল ব্যবস্থা করা থাকলেও তা যথেষ্ট ভাবে নয়। এদিন বিরলে দেখা গেল। ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট নিজেই ডিঙ্গি চালিয়ে ত্রাণ পৌঁছে দিতে গেলেন বন্যা কবলিত এলাকায়। এদিন বন্যা কবলিত এলাকায় ডিঙ্গি চালিয়ে, কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ঘাটাল পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ড নিশ্চিন্দীপুর, ১০ নম্বর ওয়ার্ড গড়প্রতাপনগর এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে বন্যা দুর্গতদের হাতে ত্রিপল সহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। বিধায়ক কে সামনে পেয়ে খুশি ঘাটালের বনবাসি এলাকার মানুষজন। তবে তারা জানাচ্ছেন এলাকায় যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা রয়েছে কোনভাবেই বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না, সরকারের পক্ষ থেকে নৌকার ব্যবস্থা করুক যাতায়াতের জন্য। তারা মনে করছেন এভাবেই মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত এলাকার জনপ্রতিনিধিদের। বিধায়ক জানিয়েছেন আমি যে এলাকার মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি তাদের দুঃখের সময়ে পাশে দাঁড়ানোই আমার কর্তব্য। আগামী দিনে আরো যে সমস্ত জায়গাগুলি এখনো জলের তলায় রয়েছে সেখান থেকে মানুষদেরকে সরিয়ে অন্যত্ত্ব কোথাও নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় না কি সে দিকে যেমন দেখা হচ্ছে, ঠিক তেমনি সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা ত্রাণ ও পৌঁছে দেবেন তিনি।

কয়েক মিনিটের দমকা হাওয়া ও সাময়িক বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
এগরা

মাত্র কয়েক মিনিটের দমকা হাওয়া ও সাময়িক বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড হয়ে গেল এগরার বেশ কয়েকটি গ্রাম। সোমবার বিকেলে আচমকা নামা ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবে গাছ ভেঙে পড়ার পাশাপাশি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক কাঁচা ও পাকা বাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেল নাগাদ এগরার চাটলা, কলসাপোতা এবং চিরুলিয়া গ্রামসহ সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎই কালবৈশাখীর মতো প্রবল গতিতে হাওয়া বইতে শুরু করে। সেই সঙ্গে শুরু হয় বৃষ্টি। ঝড়ের দাপটে এই গ্রামগুলির একাধিক জায়গায় একের পর এক বড় বড় গাছ উপড়ে ও মচকে পড়ে। গাছের ডাল ভেঙে পড়ে কয়েকটি বাড়ির চাল উড়ে যায় এবং দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশ কিছু জায়গায় গাছ পড়ে সাময়িকভাবে যাতায়াতের পথও অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ঘটনার পরপরই দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের তরফ থেকে বড় ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে উদ্যোগী হয়ে কুড়ুল ও
করাত নিয়ে ভেঙে পড়া গাছ কাটার কাজ শুরু করেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় দ্রুত রাস্তা থেকে বড় গাছের ডালপালা সরিয়ে চলাচলের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 09-09-2026 06:49 Page 12

ইউএস ওপেন থেকে বিদায় ওসাকার

ইউএস ওপেনের চতুর্থ রাউন্ড থেকেই ছিটকে গিয়ে আরও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অপেক্ষা বাড়ল নাওমি ওসাকার। কাজাখস্তানের এলেনা রিবাকিনার কাছে সরাসরি সেটে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিলেও এই ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ছেন না জাপানি টেনিস তারকা।

সকালের শিরোনাম
স্পোর্টস ডেস্ক
নিউ ইয়র্ক

ইউএস ওপেনের চতুর্থ রাউন্ড থেকেই ছিটকে গিয়ে আরও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অপেক্ষা বাড়ল নাওমি ওসাকার। কাজাখস্তানের এলেনা রিবাকিনার কাছে সরাসরি সেটে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিলেও এই ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ছেন না জাপানি টেনিস তারকা। বরং মাতৃত্ব এবং টেনিসের বাইরের জীবন সাফল্যের সংজ্ঞা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে বলে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জানালেন চারবারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী এই খেলোয়াড়। সোমবার চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে রিবাকিনার বিরুদ্ধে একতরফা লড়াইয়ে ৬-১, ৬-৪ ব্যবধানে পরাজিত হন ওসাকা। ২০২১ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের পর খেলা থেকে সাময়িক বিরতি নেন তিনি এবং তিন বছর আগে জন্ম দেন কন্যাসন্তান শাই-এর। মা হওয়ার পর কোর্টে ফিরে উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনাল ও ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছনোর মতো ইতিবাচক পারফরম্যান্স উপহার দিলেও ট্রফির খরা এখনও কাটেনি। দীর্ঘ সময় ধরে বড় খেতাব না পাওয়ার প্রসঙ্গে ম্যাচ শেষে ওসাকা জানান, এই সময়ে তাঁর জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে, ফলে এই অপেক্ষাকে একই সঙ্গে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত;দুই-ই মনে হয়। ২৮ বছর বয়সী এই তারকা বলেন, আমার একটি সন্তান হয়েছে। এই সময়ে জীবনে বহু বদল এসেছে। নিজের কেরিয়ার ও প্রাপ্তির দিকে তাকালে আমার কোনো আক্ষেপ বা হতাশা নেই।

এখন যদি আরেকটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতিও, তা আমার বাস্তব জীবনকে নতুন করে বদলে দেবে না। জীবনের প্রথম স্ল্যাম জয়ের সেই উন্মাদনার কথা মনে পড়লে এখন এমন কথা বলতে পারা সত্যিই অন্যরকম এক অনুভূতি।ক্ষ্ম ম্যাচ চলাকালীন অ্যাচিলিস টেন্ডনের চোটে কাবু হওয়া ওসাকা জানান, এই হারে যদি কোনো দুঃখ থাকে, তবে তা কেবল নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে নিজের সেরাটা খেলতে না পারার জন্য। তবে ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গে ফিরে তিনি বলেন, ক্ষ্মআমার মেয়ে পুরোপুরি সুস্থ রয়েছে, পরিবারের প্রত্যেকে ভালো আছে। গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেলার সুযোগ পেয়ে নিজের সাধ্যমতো লড়াই করতে পেরেছি। এখান থেকে শুধুই এগিয়ে যাওয়ার পালা।

ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচের দল ঘোষণা করল জাপান

সকালের শিরোনাম
ক্রীড়া প্রতিবেদক
টোকিও

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তথা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি র্যা ঙ্কিংয়ের শীর্ষ দল ভারতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঐতিহাসিক দল ঘোষণা করল জাপান ক্রিকেট সংস্থা। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর সানোর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দুই দেশ এক স্মরণীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে। এই ম্যাচের ঠিক দু'দিন পরেই নাগোয়ায় শুরু হচ্ছে এশিয়ান গেমসের আসর। ঘরের মাঠে এশিয়ান গেমসের জন্য নির্বাচিত ১৫ সদস্যের

দলটির ওপরেই ভারতের বিরুদ্ধে এই একমাত্র ম্যাচের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। দলের নেতৃত্ব দেবেন জাপানের হয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক কেণ্ডেল কাদোওয়াকি-ফ্লেমিং। ৫০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইব্রাহিম তাকাহাশি এবং ডেক্লান সুজুকি-ম্যাকম্বকেও দলে রাখা হয়েছে।

এশিয়ান গেমসের কড়া বিধিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের সাধারণ যোগ্যতার আওতায় থাকা কিছু খেলোয়াড়কে বাদ রেখে কেবলমাত্র এশিয়ান গেমসের নিয়মানুযায়ী যোগ্য খেলোয়াড়দের নিয়ে এই দল সাজানো হয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে সুযোগ পেয়েছেন তরুণ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার জেক কুসুদা-নেয়ার্ন এবং ২০১৩ সালের পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে অভিজ্ঞ তুয়োশি তাকাডার। দলের অন্যতম বড় আকর্ষণ লেগ স্পিনার মাকোতো তানিয়ামা। ইউটিউবে প্রয়াত অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি শেন ওয়ার্নের বোলিং ভিডিও দেখে নিজের বোলিং অ্যাকশন তৈরি করা তানিয়ামা ওয়ার্নের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে ২৩ নম্বর জার্সি গায়ে মাঠে নামেন। তিনিই বর্তমানে জাপানের সমস্ত স্তরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। এছাড়া অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তথা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি র্যা ঙ্কিংয়ের শীর্ষ দল ভারতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঐতিহাসিক দল ঘোষণা করল জাপান ক্রিকেট সংস্থা। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর সানোর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দুই দেশ এক স্মরণীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মুখে ামুখি হতে চলেছে। এই ম্যাচের ঠিক দু'দিন পরেই নাগোয়ায় শুরু হচ্ছে এশিয়ান গেমসের আসর। ঘরের মাঠে এশিয়ান গেমসের জন্য নির্বাচিত ১৫ সদস্যের

তানজানিয়ার বিরুদ্ধে জয়ী দলের সদস্য চার্লি হারা-হিঞ্জি এবং চোট সারিয়ে ফেরা স্পিনার বেঞ্জামিন ইতো-ডেভিসও সুযোগ পেয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানাই তাকাইচির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর ক্রীড়া আদান-প্রদান বাড়াতে গৃহীত 'স্পোর্ট ৭৫' কর্মসূচির আওতায় এই ম্যাচটি আয়োজিত হচ্ছে। ২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজনের লক্ষ্যে ভারতের প্রস্তুতি এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সৌহার্দ্যের নিদর্শন হিসেবে এই ম্যাচ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর হংকংয়ের বিরুদ্ধে দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে জাপান। এরপর এশিয়ান গেমসে আফগানিস্তান (২৪ সেপ্টেম্বর)

ও নেপালের (২৬ সেপ্টেম্বর) মুখোমুখি হবে তারা। ঘোষিত জাপান দল কেণ্ডেল কাদোওয়াকি-ফ্লেমিং (অধিনায়ক), চার্লি হারা-হিঞ্জি, বেঞ্জামিন ইতো-ডেভিস, আলেস্টার কাদোওয়াকি-ফ্লেমিং, কোহেই কুবোতা, জেক কুসুদা-নেয়ার্ন, ওয়াতারু মিয়াউচি (উইকেটরক্ষক), রেও সাকুরাঙ্ক-টমাস, অ্যালেক্স শিরাই-প্যাটমোর (উইকেটরক্ষক), শোমা সুগায়া-স্লেটার, ডেক্লান সুজুকি-ম্যাকম্ব, তুয়োশি তাকাডা, ইব্রাহিম তাকাহাশি, মাকোতো তানিয়ামা, লাচলান ইয়ামামোতো-লেক।

জরিমানা ও ডিমেরিট পয়েন্টের মুখে পাক অধিনায়ক ফাতিমা সানা

সকালের শিরোনাম
ক্রীড়া প্রতিবেদক
দুবাই

এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে আউট হওয়া ব্যাটারকে লক্ষ্য করে অশোভন অঙ্গভঙ্গির দায়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের শাস্তির মুখে পড়লেন পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ফাতিমা সানা। শনিবার দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ভারতের ওপেনার শেফালি বর্মাকে কট অ্যান্ড বোল্ড করার পর ড্রেসিংরুমের পথ দেখিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি। এই আচরণের জেরে সানাকে তাঁর ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে তাঁর শৃঙ্খলাভঙ্গের রেকর্ডে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা। ঘটনাটি ঘটে ভারতের ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে। ছয় বলে ১২ রান করে বিধ্বংসী মেজাজে থাকা শেফালিকে নিজের বলেই ক্যাচ নিয়ে ফেরান পাক অধিনায়ক। উইকেট নেওয়ার উচ্ছ্বাসে মেতে তিনি ভারতীয় ব্যাটারকে সাজঘরের দিকে আঙুল তুলে মাঠ ছাড়ার ইঙ্গিত করেন। ম্যাচ রেফারিদের প্যানেলের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে আইসিসির আচরণবিধির লেভেল-১ পর্যায়ের ধারা ২.৫ লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়। এই ধারা অনুযায়ী, কোনো ব্যাটার আউট হওয়ার পর তাঁকে অসম্মান করা বা আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়ায় প্ররোচিত করতে পারে এমন কোনো ভাষা, আচরণ বা ইঙ্গিত করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

ম্যাচ রেফারির প্রস্তাবিত এই শাস্তিকে পাক অধিনায়ক কোনো শুনানি ছাড়াই সরাসরি মেনে নেন। গত চব্বিশ মাসের মধ্যে এটি ফাতিমা সানার দ্বিতীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ, যার ফলে তাঁর মোট ডিমেরিট পয়েন্টের সংখ্যা দাঁড়াল দুইয়ে। এর আগে ২০২৫ সালের অগস্টে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে প্রথমবার এমন ভুলের জন্য ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, গ্রুপ পর্বের ওই ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে কোনো প্রতিরোধই দিতে পারেনি পাকিস্তান। মাত্র ৫৫ রানে অলআউট হয়ে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিজেদের সর্বনিম্ন রানের লজ্জার মুখে পড়ে তারা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র সাত উইকেট ও ৬৮ বল হাতে রেখেই ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে ভারত। ভারতের পতন হওয়া তিনটি উইকেটই অবশ্য দখল করেছিলেন সানা, তবে মাঠের এই আগ্রাসী আচরণ শেষ পর্যন্ত তাঁকে শাস্তির মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।

পিসিবির কাছে এখনও হাজার-হাজার ডলার পাওনা, তোপ জেসনের

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) অভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও অস্বচ্ছতা নিয়ে এবার সরাসরি বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন দলটির প্রাক্তন টেস্ট কোচ জেসন গিলেসপি। দায়িত্ব ছাড়ার প্রায় দুই বছর পর এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কাছে তাঁর এখনও হাজার হাজার ডলার বকেয়া পড়ে রয়েছে। একই সঙ্গে পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার তথা বর্তমান নির্বাচক কমিটির অন্যতম প্রভাবশালী কর্তা আকিব জাভেদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁর অভিযোগ, দল পরিচালনায় আকিবের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ ও নেপথ্য চক্রান্তই পাকিস্তান ক্রিকেটের বর্তমান বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। ২০২৪ সালে পাকিস্তানের লাল বলের দলের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার গিলেসপি। একই সময়ে সাদা বলের ক্রিকেটের কোচ করা হয়েছিল গ্যারি কার্স্টেনকে। কিন্তু বোর্ডে ঘন ঘন প্রশাসনিক রদবদল ও নির্বাচন পদ্ধতিতে অযাচিত পরিবর্তনের জেরে দুজনকেই অল্প সময়ের মধ্যে সরে যেতে হয়। দ্য টেলিগ্রাফ-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গিলেসপি জানান, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আকিব জাভেদ যুক্ত হওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি পুরোপুরি বিগড়ে যায়। তিনি বলেন, ক্ষ্মআকিব আসার পর পাকিস্তান ক্রিকেটের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সমীকরণ সম্পূর্ণ বদলে যায়। তিনি সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন। দল পরিচালনা, ক্রিকেটার ও কর্মীদের দেখভাল এবং দল নির্বাচনে আমার যে ভূমিকা ছিল, তা থেকে আমাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে একপ্রকার ক্ষমতাহীন করে দেওয়া হয়।ক্ষ্ম এই অভিজ্ঞতার জেরে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগেছিলেন বলেও জানান। তাঁর কথায়, ক্ষ্মগোটা ঘটনাটি আমাকে মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছিল এবং কোচের পেশা নিয়েই সন্দেহ তৈরি করেছিল।

ইংল্যান্ডে বিপর্যয় ঢাকতে শৃঙ্খলার নামে নজর ঘোরানোর চেষ্টা

পিসিবিকে তোপ কামরান আকমলের

সকালের শিরোনাম
ক্রীড়া প্রতিবেদক
করাচি

ইংল্যান্ড সফরে টানা দুই টেস্টে শোচনীয় হারের পর পাকিস্তান ক্রিকেটের অন্দরে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ এবার চরম আকার নিল। দলের জঘন্য পারফরম্যান্স থেকে নজর ঘোরাতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে 'শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্ত'-এর নাটক সাজাচ্ছে বলে সরাসরি তোপ দাগলেন প্রাক্তন পাক উইকেটরক্ষক ব্যাটার কামরান আকমল। ক্রিকেটারদের ফোন বাজেয়াপ্ত করা ও সেখান থেকে তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ সামনে আসতেই মহসিন নকভির নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট বোর্ডের চরম সমালোচনা করেছেন তিনি। ইংল্যান্ড সফরে হেডিংলে এবং লর্ডসে প্রথম দুই টেস্টে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে পিসিবি। এর পরেই মহম্মদ রিজওয়ান, ইমাম-উল-হক ও সলমন আলি আঘার মতো সাতজন প্রথম সারির ক্রিকেটারকে দল থেকে বাদ দিয়ে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে টেস্ট কোচ সরফরাজ আহমেদকে সরিয়ে শেষ টেস্টের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় মাইক হেসনকে। এই পদক্ষেপের রেশ কাটতে না কাটতেই সোমবার পিসিবির মিডিয়া ডিরেক্টর আমির মীর নিশ্চিত করেন, বেশ কিছু খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ ওঠায় অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়েছে। এমনকি ইংল্যান্ডে দলের চারজন ক্রিকেটারের মোবাইল ফোন প্রায় চার ঘণ্টার জন্য বাজেয়াপ্ত করে তথ্য স্থানান্তরের খবরও সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে। একটি ক্রিকেট পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে বোর্ডের এই ভূমিকার তীব্র বিরোধিতা করে কামরান আকমল বলেন, ক্ষ্মখেলোয়াড়রা এখন চরম মানসিক অবসাদে ভুগছে। গত দু'দিন ধরে শোনা যাচ্ছে ইংল্যান্ডে ক্রিকেটারদের ফোন কেড়ে নিয়ে চার ঘণ্টা ধরে তথ্য স্থানান্তর করা হয়েছে। দলের অন্দরের পরিবেশ এখন বিষাক্ত, খেলোয়াড়রা আতঙ্কে রয়েছে।ক্ষ্ম তিনি আরও অভিযোগ করেন, ক্ষ্মমাঠের ব্যর্থতা ঢাকতেই বোর্ড নজর ঘোরানোর এই কৌশল নিয়েছে। তাড়াহুড়ো করে একসঙ্গে সাতজন ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়া যে একটি বিশাল বড় ভুল ছিল, তা কর্তারা বুঝতে পেরেছেন। এখন মানুষ যাতে মাঠের বিপর্যয় ভুলে কেবল ক্রিকেটারদের কথিত শৃঙ্খলাভঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে, সেই চক্রান্তই করা হচ্ছে।ক্ষ্ম তবে ফোন বাজেয়াপ্তের ঘটনাকে ম্যাচ ফিক্সিং বা দুর্নীতির সঙ্গে না জুড়ে দলের তথ্য সংবাদমাধ্যমে ফাঁস করার যোগসূত্র হিসেবেই দেখছেন আকমল। তাঁর মতে, ড্রেসিংরুমের গোপন তথ্য বাইরে চলে যাওয়া রুখতেই হয়তো বোর্ড এই চরম পদক্ষেপ নিয়েছে। সমর্থকদের ভুল বার্তা যাওয়া আটকাতে পিসিবিকে দ্রুত পুরো তদন্ত রিপোর্টটি জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানান তিনি। উল্লেখ্য, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় সবার নিচে নেমে যাওয়া বাবর আজমদের ঘিরে এখন উত্তাল পাকিস্তান ক্রিকেট মহল।

ইংল্যান্ড সফরে টানা দুই টেস্টে শোচনীয় হারের পর পাকিস্তান ক্রিকেটের অন্দরে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ এবার চরম আকার নিল। দলের জঘন্য পারফরম্যান্স থেকে নজর ঘোরাতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে 'শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্ত'-এর নাটক সাজাচ্ছে বলে সরাসরি তোপ দাগলেন প্রাক্তন পাক উইকেটরক্ষক ব্যাটার কামরান আকমল। ক্রিকেটারদের ফোন বাজেয়াপ্ত করা ও সেখান থেকে তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ সামনে আসতেই মহসিন নকভির নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট বোর্ডের চরম সমালোচনা করেছেন তিনি। ইংল্যান্ড সফরে হেডিংলে এবং লর্ডসে প্রথম দুই টেস্টে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে পিসিবি।

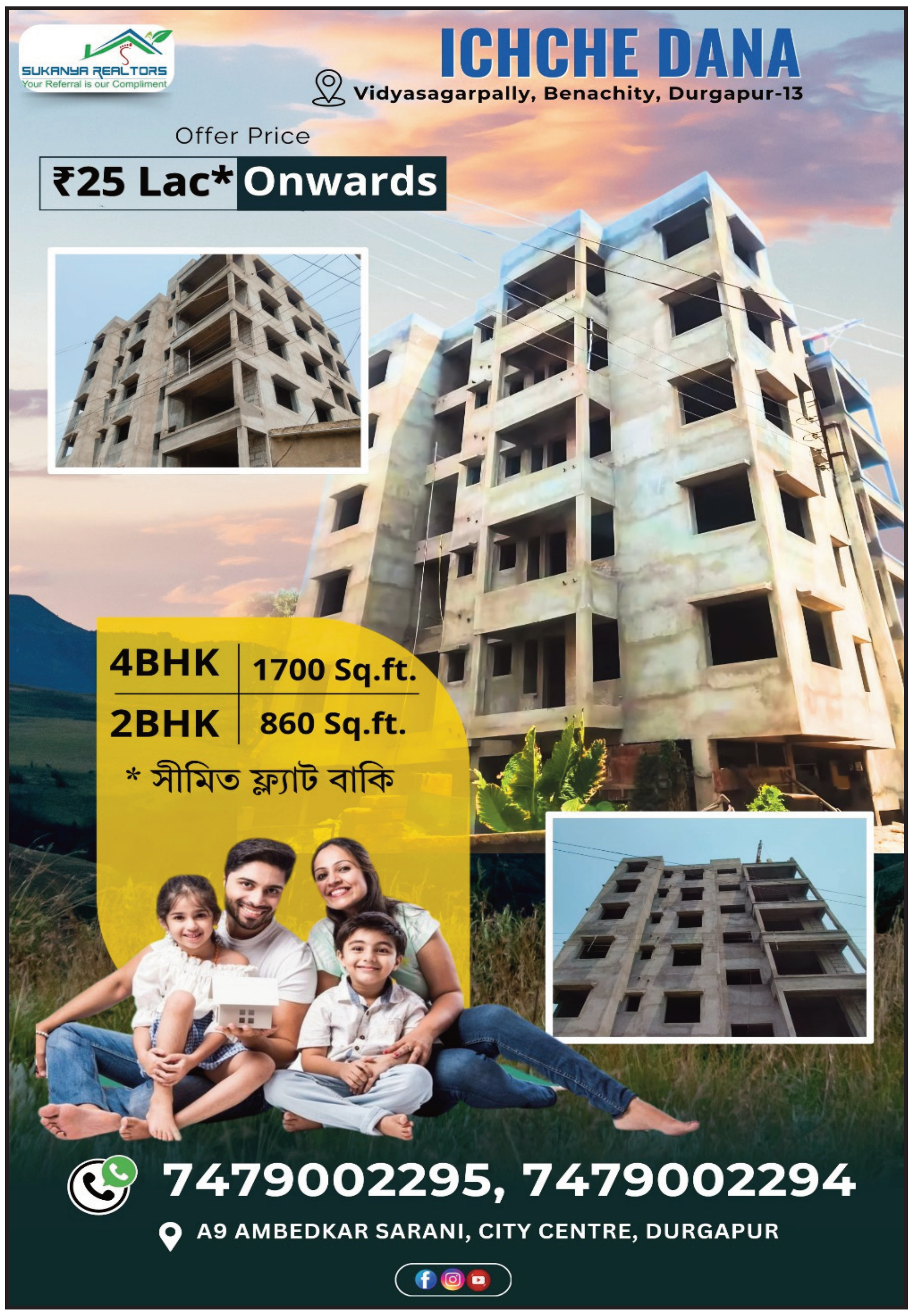

স্বত্তাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com